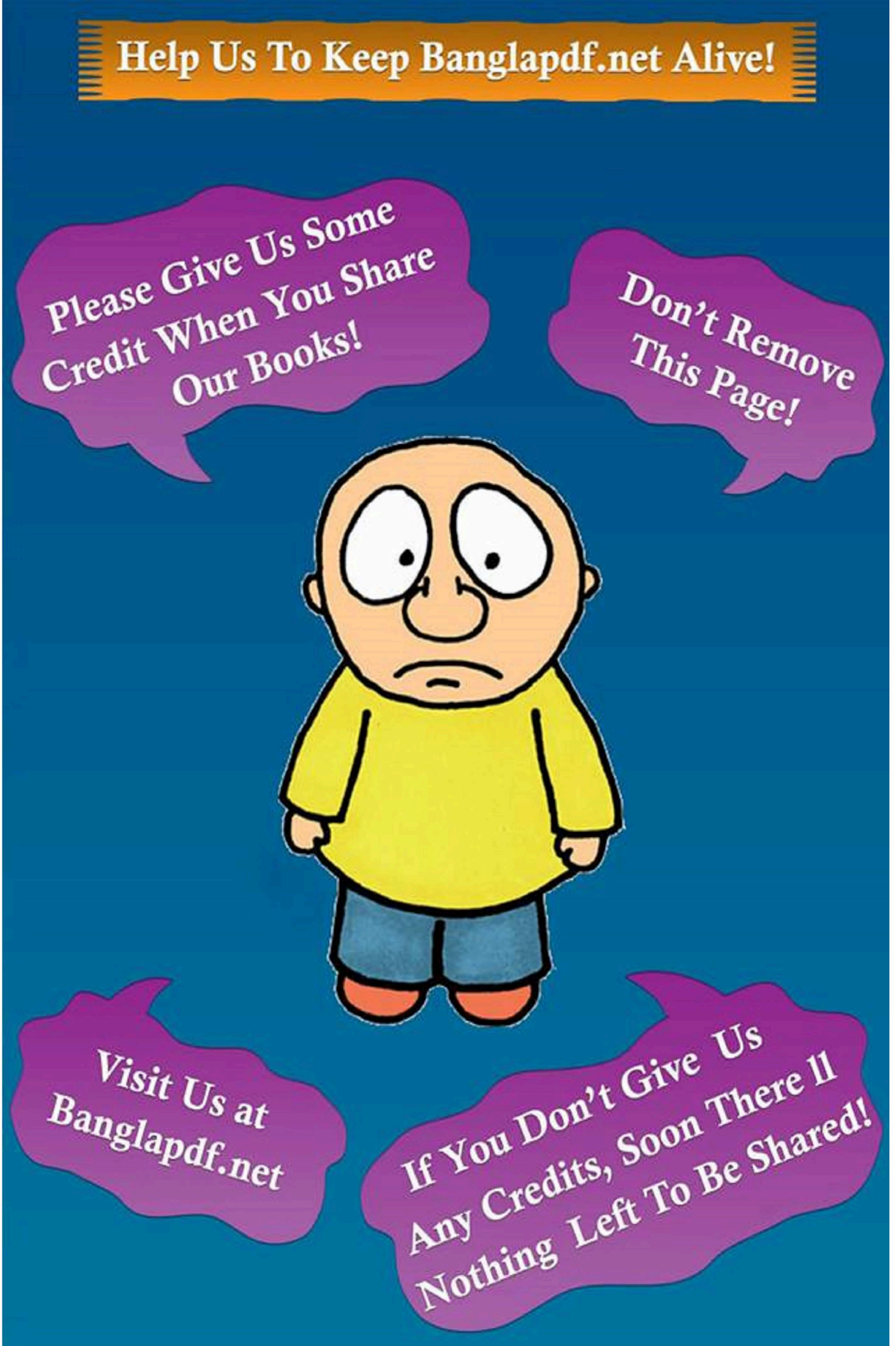

আক্রমণ '৮৯
আনোয়ার হোসেন
প্রথম পর্ব
মাসুদ রানা
সেবা প্রকাশনী


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এক

হরমুজ প্রণালী, ভোর হতে আর এক ঘন্টা বাকি। স্থান এবং কাল, দুটোই অশুভ আর বিপজ্জনক। টানা হিমেল বাতাসে সাগরের লোনা গন্ধ মিশে রয়েছে।

সান অভ ওকায়মা, জাপানে রেজিস্ট্রি করা প্রকাণ্ড অয়েল ট্যাংকার, পানি কেটে ধীরগতিতে এগোচ্ছে, খানিকটা নিরাপদ গালফ অভ ওমানের দিকে। সুপারট্যাংকারের বিশাল ডেক অলস ভঙ্গিতে কাত হচ্ছে এদিক-ওদিক। লম্বা সুপারস্ট্রাকচার, মাথাচাড়া দিয়েছে স্টার্ন থেকে, ঠিক যেন একটা বহুতল ভবন—অসম্ভব উঁচু বলে কাত হওয়ার মাত্রাটা বেশি লাগছে চোখে।

সুপারট্যাংকারের প্রতিটি অফিসার আর কর্মীর, সবারই এক অনুভূতি, তলপেটের পেশীতে টান টান একটা ভাব, যেন জরুরী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, জানে যে-কোনো মুহূর্তে অকালমৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ড, অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণ, নির্দয় বুলেট অথবা বৈরী জলরাশি। দীর্ঘস্থায়ী উপসাগর যুদ্ধে এ-ধরনের মৃত্যু বারবার হানা দিয়েছে এদিকটায়।

ব্রিটিশ আর মার্কিনীরা অয়েল ট্যাংকারগুলোকে এসকর্ট ভেসেল

ও মাইন সুইপার দিয়ে এতদিন সাহায্য করেছে, কিন্তু এবার কারো কোনো সাহায্য না পাওয়ায় ভাগ্যের ওপর ভরসা রেখে রওনা হয়েছে সান অভ ওকায়মা। তবে জাপানীরা সতর্ক হয়ে আছে, যে-কোনো বিপদের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি তারা।

ব্রিজে রাখা হয়েছে একাধিক সশস্ত্র গার্ড। সুপারস্ট্রাকচারটাকে ঘিরে রেখেছে আরেকটা দল। এমনকি ডেকের ওপরও টহল দিচ্ছে সশস্ত্র প্রহরীরা। ইরাকী তেলখনি থেকে রওনা হবার সময়ও সিকিউরিটির কোথাও এক চুল ঢিল পড়েনি। ভোর আর অন্ধকারের মধ্যবর্তী সময়টায় আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এই সময়টাই সবচেয়ে বিপজ্জনক।

ব্রিজ গার্ডদের হাতে মারাত্মক বেরেটা ১২ এস রয়েছে (মডেল এস সংস্করণ), স্টকটা ইস্পাতের তৈরি, প্রতি মিনিটে ৫০০ রাউণ্ড সাইক্লিক রেট। ভারি 'জেনারেল পারপাস মেশিন-গান' বসানো হয়েছে সুইভেল মাউন্টিঙের ওপর—পোর্ট সাইডে একজোড়া, আরেক জোড়া স্টারবোর্ড সাইডের ডেকে। সুপারস্ট্রাকচারের ধারে কাছে বসানো হয়েছে আরো চারটে। এগুলো .৫০ ক্যালিবার ব্রাউনিং এমটু এইচবিএস—রেঞ্জ আর ফায়ার পাওয়ারের দিক থেকে জুড়ি মেলা ভার।

সান অভ ওকায়মার মাস্টার, আশানিকো ফুকুদা, ভোরের এই সময়টায় ব্রিজ ছাড়া আর কোথাও থাকেন না। বিপদের আশংকা তাঁকে বরং রোমাঞ্চিতই করে।

ব্রিজের রাডার সাগরে অন্যান্য জাহাজের হদিস নিচ্ছে, আকাশে তল্লাশি চালাচ্ছে শত্রু বিমানের খোঁজে। মাইনের বিরুদ্ধে তেমন কিছু করার নেই তাদের, তবে তথাকথিত ইরানী বিপ্লবীদের

ছোটোখাটো কোনো বোট যদি আক্রমণ চালায়, সতর্ক থাকার কারণে নিজেদের রক্ষা করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

ওপর দিকে তাক করা অবস্থায় ওই একই রাডার দশ মাইল দূরের, দশহাজার ফুট উঁচুতে যে-কোনো প্লেনকে চিহ্নিত করতে পারবে। এর বেশি উঁচুতে অদৃশ্য বীম পৌছায় না, তবে গালফে সাধারণত বিমান হামলা হয় আরো অনেক নিচে থেকে। দুর্ভাগ্য-জনকই বলতে হবে, ওদের জানা নেই, আজকের এই বিশেষ ভোরে, আক্রমণটা আসবে অপ্রত্যাশিত প্রায় পঁচিশ হাজার ফুট ওপর থেকে।

জাপানীরা জানে না, ওদের পঞ্চাশ মাইল পুবে অন্ধকার আকাশে একটা দৈত্যাকার সি-১৩০ হারকিউলিস ট্রান্সপোর্ট প্লেন উড়ছে। কালো রঙ করা হয়েছে ওটা, গায়ে কোনো মার্কিং নেই। ফ্লাইট ডেকে নিস্তব্ধতা ভাঙলো নেভিগেটর, কঠিন ধমকের সুরে নির্দেশ দিলো পাইলটকে। সাতটা টার্বো-প্রপ এঞ্জিনের থ্রটল পিছিয়ে আনা হলো, এক লাখ ছত্রিশ হাজার পাউণ্ড ওজনের প্লেনটা ত্রিশ হাজার ফুট থেকে পঁচিশ হাজার ফুটে নেমে আসছে।

একটা হাত তুলে নিজের এয়ারফোনটা ছুঁলো নেভিগেটর, ভালো করে শোনার জন্যে আরো সজাগ করলো কান দুটো। মূল্যবান তথ্য আসছে এয়ারফোনের মাধ্যমে। বিভিন্ন উচ্চতায় বাতাসের শক্তি ও মতিগতি সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানতে হবে তাকে। তথ্যগুলো আসছে সমুদ্রগামী একটা ইয়ট থেকে, সংযুক্ত আরব আমিরাত-এর উপকূলে ঘুর ঘুর করছে ওটা। ইয়টে রয়েছে সর্বাধুনিক, সফিস্টিকেটেড মিটিওরোলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট ও রেডিও। তথ্যগুলো সাথে সাথে ঢুকে যাচ্ছে নেভিগেটরের

কমপিউটারে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পাইলটকে বলতে পারলো সে, ঠিক কোন্ জায়গায় তারা তাদের বোঝা খালাস করতে পারবে। 'এক্স্যাটলি টোয়েনটিফাইভ থাউজেণ্ড ফিট। ফার্স্ট স্টিক ফিফটিন মাইলস বিহাইণ্ড টার্গেট; সেকেণ্ড স্টিক টু পয়েন্টস টু স্টারবোর্ড, থার্ড স্টিক ফোর পয়েন্টস পোর্ট।'

সম্মতি জানালো পাইলট, পঁচিশ হাজার ফুটে নেমে এসে সিধে করলো প্লেন, নির্দেশগুলো পুনরাবৃত্তি করলো জাম্পমাস্টারের উদ্দেশ্যে। কার্গো বে-র বাকি বিশজন লোকের মতো জাম্প-মাস্টারও উলেন হেলমেট, গগলস আর অক্সিজেন মাস্ক পরে আছে। একটা থ্রোট মাইকের মাধ্যমে তার প্রশ্নটা ভেসে এলো ফ্লাইট ডেকে, 'আর কতোক্ষণ, স্কিপার?'

'পাঁচ মিনিট। কার্গোর দরজা খুলে দিচ্ছি।' হাইড্রলিকস-এর যান্ত্রিক গুঞ্জন শোনা গেল, সেই সাথে পিছিয়ে গেল দরজা, লোডিং বে নেমে এলো একটা ড্রব্রিজ-এর মতো। পঁচিশ হাজার ফুট ওপরের আকাশে এরই মধ্যে ভোর হয়েছে, ওদের পিছনে লালচে আলো দেখা গেল। নিচেটা এখনো অন্ধকার। বাতাস এখানে বরফের মতো ঠাণ্ডা। কার্গো বে-র প্রতিটি লোকের প্রতি ইঞ্চি চামড়া কাপড় দিয়ে ঢাকা, ফ্রস্টবাইট-এর ভয়ে।

কঠিন মেটাল বেঞ্চের ওপর ভেতর দিকে মুখ করে বসে রয়েছে ওরা বিশজন। জাম্পমাস্টারের সংকেত পেয়ে একযোগে উঠে দাঁড়ালো সবাই। সবাই কালো পোশাক পরে আছে—জাম্পস্যুট, বুট, গ্লাভ, হেলমেট, অক্সিজেন মাস্ক আর গগলস, সবই কালো। এমনকি সাথের অস্ত্রগুলো, একে-ফরটিসেভেন কালাশনিকভ, গালিল অটোমেটিক অ্যাসল্ট রাইফেল, স্করপিয়ন সাব-মেশিন-

গান, গ্রেনেড, গ্রেনেড লঞ্চার, ইত্যাদি সবই কালো জালের ভেতর ভরে বুকের সাথে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছে ওরা।

ওদের মাথার ওপর কার্গো বে-র পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে, তেল মাখা ট্র্যাক-এর সাথে ঝুলছে এক সার কালো বাদুড়ের মতো আকৃতি। সারির শেষ মাথা থেকে কার্গো র‍্যাম্প বিশ ফুট দূরে। বিদঘুটে ওই আকৃতিগুলোর নিচে লাইন দিলো লোকগুলো। ওগুলো আসলে বিশাল হ্যাঙ-গ্লাইডার। ডানাগুলো ক্যানভাসের তৈরি; ডি-আইসিং ফ্লুইড-এর সাহায্যে পোক্ত করা হয়েছে। প্রতি জোড়া ডানা থেকে ঝুলছে একটা কাঠামো, এই মুহূর্তে সেই কাঠামোর সাথে নিজেদেরকে হারনেস দিয়ে বেঁধে নিচ্ছে লোকগুলো, প্রতিটি হারনেসের সাথে বিশেষভাবে তৈরি রিলিজ লক রয়েছে, ঠিক যে-ধরনের লক প্যারাস্যুটে ব্যবহার করা হয়। টেক-অফ করার আগেই হারনেস অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে, হালকা কাঠামোর ভেতর দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে কোনো অসুবিধে নেই।

নির্জন মরুভূমিতে ট্রেনিং নিয়েছে লোকগুলো, সম্ভাব্য সব ধরনের আবহাওয়ায়। ছ'মাসের ট্রেনিং শেষ করার পর পাঁচিশ হাজার ফুট ওপর থেকে গ্লাইড করে যে-কোনো টার্গেটে পৌছুবার দক্ষতা অর্জন করেছে।

কার্গো বে-তে শব্দকোলাহল তুঙ্গে—এঞ্জিনের শব্দ তো আছেই, খোলা দরজা দিয়ে সগর্জনে ভেতরে ঢুকছে তীব্র বাতাস। হাত-ইশারায় নির্দেশ দেয়া হলো। মুঠো করা ডান হাত দিয়ে নিজের বুকে আঘাত করলো জাম্পমাস্টার, তারপর মাথার দু'পাশে খাড়া করলো দুই হাত, ছড়িয়ে দিলো আঙুলগুলো—প্রথমে দশ আঙুল দেখালো, তারপর আবার দশ আঙুল, সবশেষে পাঁচ আঙুল।

হ্যাঙ-গ্লাইডারের কাঠামোর ভেতর দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো, সংকেত পেয়ে যে যার ডান কব্জিতে বাঁধা অলটিমিটারের দিকে মাথা নিচু করলো, পঁচিশ হাজার ফুটে সেট করলো কাঁটা। প্রায় সব ক'জনই বাঁ কব্জিতে বাঁধা ছোটো কম্পাসের দিকেও একবার তাকালো। পঁচিশ হাজার ফুট থেকে সী লেভেলে নামবার জন্যে শুধু এই ছোটো দুটো যন্ত্রের সাহায্য পাচ্ছে ওরা। ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনটার নাম দেয়া হয়েছে ভিক্টরি।

'প্রিপেয়ার ফর স্টিক ওয়ান।' কানে পাইলটের গলা পেয়েই দশজনের প্রথম দলটাকে তৈরি থাকার জন্যে সংকেত দিলো জাম্পমাস্টার। প্লেনের পিছন অর্থাৎ খোলা দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করলো তারা, মাথার ওপর জোড়া রেল ট্র্যাক-এর সাথে আটকানো তাদের গ্লাইডারগুলোও এগোলো।

'অল স্টিক স্ট্যাণ্ড বাই,' বললো পাইলট। আবার সংকেত দিলো জাম্পমাস্টার, পাঁচজন করে দুটো দল পজিশন নিলো।

'স্ট্যাণ্ড বাই স্টিক ওয়ান। স্টিক ওয়ান গো।'

জাম্পমাস্টারের হাত নিচে নামলো, সেই সাথে দশজনের প্রথম দলটা ঝাঁপ দিলো শূন্যে, দশ সেকেণ্ড করে বিরতি নিয়ে। তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে গেল হারকিউলিস।

'স্ট্যাণ্ড বাই স্টিক টু। স্টিক টু গো।'

আবার সংকেত, গ্লাইড করে নেমে গেল পাঁচ জন লোক, সেই সাথে ডান দিকে ঘুরে গেল প্লেন। একইভাবে স্টিক থ্রি-ও লাফ দিলো শূন্যে, নির্দিষ্ট সময়ে। কার্গোর দরজা বন্ধ হয়ে গেল, নাক ঘুরিয়ে নিয়ে প্রায় খাড়াভাবে ওপরে উঠতে শুরু করলো প্লেন, নিজের গোপন ঘাঁটিতে ফিরে যাচ্ছে।

ঝপ্ করে এক হাজার ফুট নেমে এলো হ্যাঙ-গ্লাইডারগুলো, তারপর বাতাসে ভর দিলো ডানা, সেই সাথে পাইলটরা তাদের শরীরের ভার এক দিক থেকে আরেকদিকে চাপালো, যাতে পতনের গতি মন্থর হয়। যে যার দলের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করলো তারা, তারপর শিথিল একটা ঝাঁক-এর আকৃতি নিয়ে সাবলীল-ভঙ্গিতে নামতে শুরু করলো সাগরের দিকে। হালকা বাতাসে লোকগুলোর শরীর যেন ঝুলছে; পতনের প্রথম পর্যায়ে অলটিমিটার, কম্পাস আর গগলস থেকে বরফ সরাবার কাজে হাত দুটোকে ব্যস্ত রাখতে বাধ্য হলো সবাই। দশ হাজার ফুট লেভেলে পৌছুলো ওরা, বাতাস এখানে ভারি হওয়ায় গ্লাইডারগুলোকে আরো ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পেলো।

সান অভ ওকায়মা কোনো বিপদ সংকেত পায়নি। রাডার অপারেটর তার স্ক্রীনে অস্পষ্ট একটা ব্লিপ পেলো বটে, তবে রিপোর্ট করার মতো কিছু মনে হলো না। সম্ভবত পাখি, ভাবলো সে, কিংবা হয়তো স্ক্রীনে ধুলোর কণা হবে।

সুপারট্যাংকারের ঠিক এক হাজার ফুট ওপরে পৌছে তিনটে দল তাদের হ্যাঙ-গ্লাইডারগুলোকে অ্যাটাক পজিশনে আনলো। ট্যাংকারের বেশ খানিক পিছনে রয়েছে হ্যাণ্ড-গ্রেনেড হাতে দু'জন লোক, হারনেসের সাথে ঝুলছে তাদের শরীর, অস্ত্র আর বিস্ফোরক ব্যবহার করার জন্যে হাত দুটো মুক্ত। বাতাস কেটে ছুটে এলো এক জোড়া গ্রেনেড, কাঁচ ভেঙে ঢুকে পড়লো ব্রিজে, দ্বিতীয়টা পড়লো সুপারস্ট্রাকচারের কাছাকাছি।

ব্রিজে সাদা উত্তপ্ত শিখা বিস্ফোরিত হলো। উপস্থিত সবাই মারা গেল সাথে সাথে।

সীম্যান তানাকা, সুপারস্ট্রাকচারের একজন গানার, নিজের চোখ ও কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না। জোড়া বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলো সে, অনুভব করলো পায়ের তলায় কেঁপে উঠলো জাহাজ, তারপর বিস্ফারিত চোখে দেখলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের দুটো অদ্ভুতদর্শন পাখি বো–র দিকে ছুটে আসছে। পাখিগুলোর পেট থেকে লাফ দিলো লাল আগুন, ডেক গান ক্রুদের একজন ঝাঁঝরা হয়ে গেল, মুখ থুবড়ে পড়লো ডেকের ওপর। রিফ্লেক্স অ্যাকশন, ব্রাউনিঙের ট্রিগার টেনে ধরলো সে—সবিস্ময়ে দেখলো বো–র কাছে পাখি দুটো থেঁতলানো মাংস, রক্ত আর ছেঁড়া ক্যানভাসের জগাখিচুড়িতে পরিণত হয়েছে।

গ্রেনেড ছুঁড়ে যারা আক্রমণের সূচনা ঘটিয়েছিল তাদেরও শেষ পরিণতি ভালো হলো না। সুপারস্ট্রাকচারে আঘাত করা সম্ভব হয়েছে বুঝতে পেরে দু'জনেই তারা সাগরে ফেলে দিলো যে যার লঞ্চার, বুক থেকে স্ট্র্যাপ ও জাল মুক্ত করলো স্করপিয়ন সাব–মেশিন–গান। পরমুহূর্তে দেখা গেল, সান অভ ওকায়মার পিছন দিকে নেমে আসছে তারা, গ্লাইডার দুটোকে সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে ধীরগতিতে, রাবার সোল লাগানো বুট ডেকের স্পর্শ পাওয়া মাত্র হারনেস মুক্ত হবার জন্যে তৈরি। ডেক আর যখন মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে, সুপারস্ট্রাকচারের আরেকদিক থেকে গুলির শব্দ হলো, ডান দিকের লোকটার পা হাঁটুর নিচে থেকে ছিঁড়ে নিয়ে গেল এক ঝাঁক বুলেট। হারনেসে বাঁধা শরীরটা কুঁকড়ে ছোটো হয়ে গেল, কাত হয়ে পড়লো গ্লাইডারের ডানা, গোত্তা খেয়ে আঘাত করলো পাশের সঙ্গীকে।

গ্লাইডারের ধাক্কা খেয়ে এক পাশে ছিটকে পড়লো দ্বিতীয়

লোকটা, সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়েছে। বাহনটা তির্যকভাবে ছুটে গিয়ে ট্যাংকারের স্টার্নে আছাড় খেলো।

বিস্ময়ের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে দু'মিনিটও লাগলো না জাপানীদের। ডেক আর সুপারস্ট্রাকচারে গানার যারা এখনো বেঁচে আছে, এই মুহূর্তে পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে। ক্যাপটেনের নির্দেশে আকস্মিক আক্রমণ প্রতিরোধ করার ট্রেনিং ও মহড়া নেয়া আছে তাদের, সেটা কাজে লাগলো। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা তাদের কারো কাছেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো না। বড় আকারের বেশ কয়েকটা হ্যাঙ-গ্লাইডার সুপারট্যাংকারকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে আকাশে, গ্রেনেড ছুঁড়ছে তারা, মেইন ডেকে ল্যাণ্ড করার সুযোগ খুঁজছে, সেই সাথে হিমশিম খাচ্ছে পতনের গতি কমাবার চেষ্টায়। দুটো গ্লাইডার ছুটে এলো স্টারবোর্ডের দিক থেকে, এগিয়ে আসার সময় আরো একটা মেশিন-গান ক্রুদের সব ক'জনকে নিশ্চিহ্ন করলো, কিন্তু সুপারস্ট্রাকচার থেকে বর্ষিত এক ঝাঁক গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল নিজেরাও। জাহাজের পিছন দিকে মাত্র চারজন লোক নিরাপদে ল্যাণ্ড করতে পারলো, সুপারস্ট্রাক-চারের কাছাকাছি আড়াল খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে, ব্যস্ত হাতে জাল থেকে বের করেছে গ্রেনেড। ওই একই সময়ে পোর্ট সাইডে মারা গেল তিনজন হামলাকারী, জাহাজে পা দেয়ার আগেই।

ডেকের সামনের অংশে দুটো মেশিন-গান ছিলো, দু'দল ক্রুই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এলোপাথাড়ি গুলি করতে করতে আরো দু'জন হ্যাঙ-গ্লাইডার ডেকে নামলো। বাকিরা সবাই হয় আকাশে থাকতেই গুলি খেয়েছে, নয়তো জাহাজের খোলে আছাড় খেয়ে মারা গেছে। সব মিলিয়ে বেঁচে আছে সাতজন, মরণপণ যুদ্ধ করে যাচ্ছে

তারা।

ডেকের সামনের অংশে যে তিনজন নামলো তারা স্মোক গ্রেনেড ফাটিয়ে নিজেদের জন্যে খানিকটা আড়াল তৈরি করে নিলেও, শেষ রক্ষা হলো না—জাহাজের সশস্ত্র গার্ডরা আড়াল থেকে পাখি শিকারের মতো করে ফেলে দিলো তাদের। জাহাজের পিছনে, গ্রেনেড আর অস্ত্রের সাহায্যে বাকি চারজন সুপারস্ট্রাকচারের একটা অংশ দখল করে নিতে সমর্থ হলো, কিন্তু তারাও বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না।

যুদ্ধ চললো প্রায় আধ ঘন্টা ধরে। অভিশপ্ত ভোরের শেষ দিকে দেখা গেল গ্লাইডারবাহী শত্রুদের বেশ কয়েকটা লাশ সুপারট্যাংকা-রের ডেকে ছড়িয়ে রয়েছে। সান অভ ওকায়মার অফিসার আর ক্রু নিহত হয়েছে আঠারো জন, আহত হয়েছে আরো সাতজন।

যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জরুরী সাহায্য চেয়ে রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছে সান অভ ওকায়ামার রেডিও অফিসার। ইউ এস নেভীর একটা ফ্রিগেট অকুস্থলে পৌঁছুলো যুদ্ধ থেমে যাবার প্রায় এক ঘন্টা পর। কিন্তু জাপানীরা অলস নয়, এরই মধ্যে তারা হামলা-কারীদের সব ক'টা লাশ সাগরে ফেলে দিয়েছে, ডেক থেকে ধুয়ে ফেলেছে সমস্ত রক্তের দাগ, নিহত সহকর্মীদের লাশ রেখে দিয়েছে জাহাজের বিশাল ডীপ ফ্রিজে, আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। শুধু তাই নয়, ব্রিজটা মেরামত করার পর, নিজের পথে আবার রওনা হয়েছে সান অভ ওকায়মা।

সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার, ইয়ামোটো উবু, নিহত ক্যাপটেনের দায়িত্ব পেয়েছেন। ইউ এস ফ্রিগেটের ক্যাপটেনকে হামলার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন তিনি। প্রমাণাদির অভাব লক্ষ্য

করে বিস্মিত হলেন আমেরিকান ভদ্রলোক, তাঁকে আরো বিস্মিত করে ইয়ামোটো উবু বললেন, 'ওদের একজনকে মরতে সাহায্য করেছি আমি।'

'কিভাবে?' জানতে চাইলেন আমেরিকান ক্যাপটেন, ত্রিশ বছর বয়েস তাঁর, লেফটেন্যান্ট–কমাণ্ডার।

'মারাই যাচ্ছিলো, আমি শুধু সময়টা কমিয়ে দিই। গুলি করে।'

মাথা ঝাঁকালেন আমেরিকান ভদ্রলোক। 'মরার আগে কিছু বলেনি লোকটা?'

'হ্যাঁ, বলেছে, কিন্তু মাত্র একটা শব্দ।'

'আচ্ছা! কি বললো?'

'বললো, ভিক্টরি।' জাপানী ক্যাপটেন গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন।

'ভিক্টরি? কিন্তু জিতলেন তো আপনারা, তাই না?'

'নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। ওই ব্যাটারাই হেরে গেছে।' জাপানী অফিসার আবার হেসে উঠলেন, যেন এ–ধরনের কৌতুক বহুকাল শোনেননি তিনি।

পরে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও কৌতুককর থাকলো না।

দুই

জাপানী সুপারট্যাংকার সান অভ ওকায়মার ওপর অদ্ভুত ধরনের আক্রমণ চালানো হয়েছে, খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সারা দুনিয়ায় হৈ-চৈ পড়ে গেল। প্রথমে ইরানকে দায়ী করলো জাপান, তারপর ইরাককে। দুটো দেশই অস্বীকার করলো অভিযোগ। কোনো আন্তর্জাতিক টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনও আক্রমণের কৃতিত্ব দাবি করলো না। তবে পশ্চিমা দুনিয়ার ইন্টেলিজেন্স গোষ্ঠি, এবং তৃতীয় বিশ্ব থেকে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ও রানা এজেন্সি তাদের চোখ কান খোলা রাখলো।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর দুর্ধর্ষ স্পাইদের একজন হচ্ছে মাসুদ রানা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোথাও কোনো ষড়যন্ত্র হলে বা কোথাও মানবজাতির জন্যে ক্ষতিকর কোনো অশুভ তৎপরতা শুরু হলে অসম সাহসের সাথে সেটা ঠেকাবার জন্যে ছুটে যেতে হয় ওকে। বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভালোবাসে রানা। প্রিয় বলেই এই রোমাঞ্চকর জীবন ও পেশাকে বেছে নিয়েছে।

রানা এজেন্সি আসলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এরই একটা কাভার, চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের

নির্দেশে গড়ে তুলেছে রানা বেশ কয়েক বছর আগে। বিসিআই আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাই আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নাক গলাতে অসুবিধে হয়, সে-কথা ভেবেই মাসুদ রানাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে এজেন্সিটাকে দাঁড় করানো হয়েছে। শুরু থেকেই ভালো কাজ করে আসছে রানা এজেন্সি, পৃথিবীর প্রায় সব বড় বড় শহরে খোলা হয়েছে শাখা অফিস। এই মুহূর্তে সেরকম একটা শাখা অফিসেই দায়িত্ব পালন করছে রানা, লণ্ডনে। উল্লেখযোগ্য আর সব খবরের সাথে জাপানী সুপারট্যাংকারের ওপর আক্রমণের খবরটাও ওর টেবিলে যথাসময়ে পৌঁছুলো। যদিও এই মুহূর্তে ওর জানা নেই যে ব্যাপারটার সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে হবে ওকে।

হাই-টেক ইলেকট্রনিক্স-এর এই যুগে অনেকেই বিশ্বাস করে HUMINT-এর কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেছে বা শেষ হতে বসেছে, অর্থাৎ মাঠে নেমে হিউম্যান এজেন্টদের ইন্টেলিজেন্স ইনফরমেশন সংগ্রহ করার দিন বাসি হয়ে গেছে। কিন্তু রানা তাদের সাথে একমত নয়। অ্যাডভেঞ্চার গল্পের এক লেখক সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন, স্পাই নভেলের দিন শেষ, ওগুলো আর লেখা সম্ভব নয়, কারণ, 'আজকাল স্পাইদের সমস্ত কাজ স্যাটেলাইট-এর দ্বারাই সম্পন্ন হচ্ছে।' সাক্ষাৎকারটা পড়ে হেসেছে ও।

সন্দেহ নেই, পৃথিবীকে ঘিরে চক্কর দিতে থাকা ইলেকট্রনিক বিস্ময়গুলো ছবি তুলতে পারে, ঈথার থেকে সংগ্রহ করতে পারে সামরিক বার্তা, কিন্তু এসপিওনাজ তৎপরতা তো মাত্র এই দুটো কাজের ভেতর সীমাবদ্ধ নয়। যুদ্ধের সময় স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীকে দ্রুত নানারকম সহায়তা দিতে পারে স্যাটেলাইট, কিন্তু

শান্তির সময়ে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর হাতে থাকছে প্রচুর সময়, স্যাটেলাইটের তোলা ফটোগুলোর বিশ্লেষণ এবং তথ্য সংগ্রহ করার কাজগুলো শুধু কর্মরত কোনো এজেন্টের দ্বারাই সম্ভব। এ-ধরনের আরো হাজারটা গোপন কাজ আছে যা ইলেকট্রনিক্স করতে পারবে না।

তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক আর হিউম্যান এজেন্ট একটা টিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। সম্প্রতি ELINT একটা বহুল প্রচলিত শব্দ হিসেবে এসপিওনাজ জগতে স্থান করে নিয়েছে। শহরের গোটা এলাকা, বা অফিসপাড়া মাইক্রো বাগ অর্থাৎ ইলেক-ট্রনিক ইন্টেলিজেন্স-এর সাহায্যে কাভার দেয়া হচ্ছে, উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেই আড়িপাতা জীবনের একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছে, দেয়ালেরও কান আছে কথাটা এখন আর শুধু কথার কথা নয়। আড়িপাতা শুধু প্রয়োজন নয়, একান্ত প্রয়োজন, কারণ দেশে দেশে ভীতিকর দানবের মতো মাথাচাড়া দিয়েছে নতুন এক আতংক—সন্ত্রাস।

সন্ত্রাসের চেহারা ও আকৃতি অসংখ্য।

ব্রিটেনে আড়িপাতার কৌশল প্রায় শিল্পের পর্যায়ে উঠে এসেছে। বিপজ্জনক বা সন্দেহজনক এলাকাগুলোয় খানিক পরপরই ইলেকট্রনিক লিসনিং ডিভাইসগুলো শব্দ সংগ্রহের জন্যে সজাগ করে কান, সেই সাথে কয়েকশো প্রতিষ্ঠানের প্রকাণ্ড আকারের কমপিউটার স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়াতে শুরু করে—লিসনিং ডিভাই-সের সংগ্রহ করা শব্দের মধ্যে পরিচিত কোনো শব্দ তার ভাণ্ডারে জমা আছে কিনা দেখার জন্যে। কয়েকটা শহরের কিছু এলাকাকে মারাত্মক বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়, কেউ যদি ওখানে তার

বান্ধবীর সাথে কথা বলার সময় সিমটেক্স শব্দটা উচ্চারণ করে, কিংবা কাকতালীয়ভাবে উচ্চারণ করে ফেলে টেরোরিস্টদের কোনো সাংকেতিক শব্দ বা বাক্য, কোনো সন্দেহ নেই তার উচ্চারিত শব্দ অবশ্যই মনিটর করা হবে, যতোক্ষণ না শ্রোতা বুঝতে পারবে যে তাদের মধুর প্রেমালাপ মোটেও ক্ষতিকর কিছু নয়।

কোনো সামরিক ঘাঁটিতে ছোটো, অত্যন্ত শক্তিশালী একটা লিসনিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে—কাজটা শুধু একজন মানুষের দ্বারাই সম্ভব। কমপিউটার ডাটাবেসে কী ওয়ার্ড বা ফ্রেইজ ঢোকা-নোর কাজটাও মানুষকে করতে হবে। শুধু তারপরই ইলেকট্রনিক মেশিন কাজ শুরু করবে—সংলাপ বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরিত করবে, যারা কথা বলছে তাদের অবস্থান বলে দেবে, ভয়েস প্রিন্ট যাচাই করে জানিয়ে দেবে তাদের নাম ও পরিচয়। এর পরের কাজগুলো আবার চাপলো মানুষেরই ঘাড়ে—লোকগুলোর ঠিকানায় যাওয়া, তাদের ধাওয়া করা ইত্যাদি।

সান অভ ওকায়মায় কি ঘটেছিল ভুলতে বসেছে মানুষ, এই সময় দু'জন লোক একটা ভিলায় মিলিত হলো। ভিলাটা ভূমধ্য-সাগরের তীরে। দু'জনেই সাদা চামড়ার লোক, অত্যন্ত দামী ও রুচিসম্মত বেশভূষা, দেখে মনে হবে টেরেসে বসে দু'জন সফল ব্যবসায়ী কফি পান করছে, সেই সাথে উপভোগ করছে অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য। সার সার পামগাছের পাতা দোল খাচ্ছে মৃদুমন্দ বাতাসে, অদূরে জলপাই ঝোপ, দূরে ছোট্ট একটা গ্রামের লাল আর সাদা ইঁটের দেয়াল ও ছাদ। গ্রামটা যেন শান্তির নীড়, দু'জনের কারো ধারণা নেই যে ওখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে শক্তিশালী একটা রিসিভার।

পঞ্চাশ মাইল ব্যাপ্তি নিয়ে সজাগ হয়ে রয়েছে রিসিভারের যান্ত্রিক কান, প্রতি সেকেণ্ডে সংগ্রহ করছে এক মিলিয়ন বা তারও বেশি শব্দ। শব্দগুলোর উৎস রাস্তার পথিক, বাসযাত্রী, ঘর বা বারে বসা লোকজন, টেলিফোন। সংগ্রহ করা শব্দগুলো সাথে সাথে কমপিউটারে চলে যাচ্ছে।

একটা কমপিউটার পুরো একটা বাক্য পেয়ে নিজের স্মৃতি ঘেঁটে দেখলো, ভাণ্ডারে রেকর্ড করা রয়েছে সেটা। বাক্যটা উচ্চারণ করলো কফি পানরত দু'জনের একজন। বাক্যটা হলো, 'হেলথ ডিপেণ্ডস অন স্ট্রেংথ।' বাক্যটা উচ্চারণ করা হলো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাস্থ্য কামনার ধরনে, ফলে পুনরাবৃত্তিও করা হলো।

'হেলথ ডিপেণ্ডস অন স্ট্রেংথ,' পুনরাবৃত্তি করলো অল্পবয়েসী লোকটা, নিজের কাপটা সামান্য উঁচু করে হাসলো সে।

তার সঙ্গী, বিশালদেহী, ভারি গলায় বললো, 'ভিক্টরি ছিলো দর্শনীয় ব্যর্থতা।' তার কণ্ঠস্বরে খানিকটা তিক্ত সমালোচনা প্রকাশ পেলো।

'সেজন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী,' প্রথমজন সামান্য নিচু করলো মাথাটা। 'ওদের ওপর প্রচণ্ড আস্থা ছিলো আমার। ওদেরকে যে ট্রেনিং দেয়া হয় তার তুলনা হয় না...।'

'খরচের কথাটা ভাবুন।'

'হ্যাঁ। তবে সবটাই বৃথা যায়নি। অন্তত একটা সত্য বেরিয়ে এসেছে। কি যেন নাম দিয়েছে ওটার...হ্যাঁ, কিলার হোয়েল। কিলার হোয়েলে ওরা ওঠার পর আমরা যদি সব ক'জনকে মুঠোয় পেতে চাই, তাহলে অপারেশন ভিক্টরির চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে আমাদের। একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে

গেছে—সংখ্যায় আমাদের লোক যদি দ্বিগুণ বা এমনকি তিনগুণও হতো, ব্যর্থতা এড়ানো যেতো না। কিলার হোয়েলে তো সিকিউরিটির ব্যবস্থা আরো হাজার গুণ নিখুঁত, যে-কোনো ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে ওরা। কিলার হোয়েলে হ্যাঙ-গ্লাইডার পাঠালে একজনও পাঁচশো ফুটের মধ্যে পৌছুতে পারবে না, তার আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আকাশে। আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে—অপারেশনটা হবে শীতকালে। শুধু এই একটা কারণেই হ্যাঙ-গ্লাইডার পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়া যায়।'

বয়স্ক লোকটা বললো, 'তারমানে কাজটা হতে হবে ভেতর থেকে।'

'আপনি বলতে চাইছেন কিলার হোয়েলে আমাদের লোক রাখতে হবে?' সোনালি চুল লোকটা বিস্মিত।

'আরো ভালো কোনো উপায় আপনি দেখতে পাচ্ছেন?'

'এ অসম্ভব। এ-ধরনের একটা সার্ভিসে কিভাবে আপনি এতো অল্প সময়ের ভেতর অনুপ্রবেশ করবেন? আমাদের হাতে আর বারো মাস সময়ও নেই। এ-লাইনে যদি আরো আগে থেকে চিন্তা-ভাবনা করতাম, সময় এবং টাকা দুটোই বাঁচতো আমাদের।'

'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো, শোনেননি?' বয়স্ক লোকটা হাসলো। 'সমস্যা যেমন আছে, তেমনি তার সমাধানও আছে। আসুন, সহজ একটা সমাধান নিয়ে আলোচনা করি আমরা। একজন লোক। মাত্র একজন লোক দরকার আমাদের কিলার হোয়েলে। ওই একজন লোকই তালা খুলে দেবে, ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে দেবে অন্যান্যদের। এমনও হতে পারে, ভেতরে নতুন করে কাউকে ঢোকাতে হবে না। সে হয়তো আগে থেকেই ওখানে আছে। ধরা

যাক, অসুখী একজন ফ্ল্যাগ অফিসার। মাত্র একজনই দরকার আমাদের। মাত্র একটা ট্রোজান হর্স।'

'এমনকি একজনকেও...'

'ঢোকানো কঠিন হবে? কিন্তু সে যদি এরইমধ্যে ভেতরে থাকে, জায়গামতো?'

'কিন্তু তেমন কেউ ওখানে নেই আমা...।'

'হয়তো আছে, হয়তো সে-ও এখনো জানে না। আপনার লোকেরা তো দক্ষ, তারা নিশ্চয়ই বলতে পারবে কে সেই লোক। তার ওপর চাপ সৃষ্টি করলেই আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে।'

বেশ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলো প্রথম লোকটা। তারপর বললো, 'আপনার বুদ্ধিটাই ঠিক। হ্যাঁ, এটাই একমাত্র সমাধান।'

'অথচ শুধু শুধু বিশজন ভাড়াটে সৈনিককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হলো। ট্রেনিঙের পিছনে খরচ হলো এক কাঁড়ি টাকা। আর দেরি করবেন না, একজন এজেন্টকে খুঁজে বের করুন। অফিসার বা এনলিস্টেট কাউকে। ক্রু যে হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, ভিজিটরদের একজন হলেও চলবে। তাড়াতাড়ি করুন।'

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে লণ্ডনে। মেঘ জমেছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ অ্যাডমিরাল মারভিন লংফেলোর চেহারাতেও। রিজেন্ট পার্কের কাছাকাছি বিশাল অফিস বিল্ডিঙে, নিজের চেম্বারে বসে আছেন তিনি। হাতের প্রতিলিপিটা ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখলেন, তাকালেন চীফ অভ স্টাফ জন মিচেল-এর দিকে। একটু থতমত খেয়ে গেল জন মিচেল, অনেকক্ষণ ধরে বসের মুখটা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল সে, ওটা যেন একটা বিধ্বস্ত যুদ্ধক্ষেত্র।

'হুম!' গম্ভীর আওয়াজ করলেন মারভিন লংফেলো, মেজাজটা খিঁচড়ে আছে তাঁর। 'লোকগুলো কে, আমরা জানি। ওদের টার্গেটও আমরা জানি। শুধু ওদের পুরো পরিকল্পনাটা আমাদের জানা নেই। তোমার কোনো মন্তব্য আছে, জন?'

'মাত্র একটা উপায়ই আছে, স্যার।'

'মানে?' প্রায় ধমকে উঠলেন বিএসএস চীফ।

'মানে, স্যার, প্ল্যানটা বদল করতে হবে আমাদের। একেবারে শেষ মুহূর্তে ভিআইপিদের অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলতে হবে। কিলার হোয়েলের বদলে ওঁদেরকে তুলতে হবে কোনো ক্রুজারে...।'

'ফর হেভেনস সেক, জন, আমরা জানি কিলার হোয়েল হলো ইনভিনসিবল, কাজেই ইনভিনসিবল বলো!' খেঁকিয়ে উঠলেন মারভিন লংফেলো। ইনভিনসিবল রাজকীয় নৌবাহিনীর তিনটে গ্যাস-টারবাইন পাওয়ারড বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজের একটা। জাহাজটা পুরনো হলেও, অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে নতুন করে সাজানো হয়েছে।

সামান্য বিরতি নিয়ে নিজের কথার খেই ধরলো জন মিচেল, 'অন্য কোনো জাহাজে তুলে দিতে হবে ওঁদের...একেবারে শেষ মুহূর্তে...।'

'অন্য কোনো জাহাজ মানে? ডেস্ট্রয়ার, নাকি ফ্রিগেট? ওঁরা তিনজন, জন! তিন তিনজন কর্তাব্যক্তি, সাথে ওঁদের স্টাফ। আমার হিসেবে, বারো থেকে পনেরোজনের কম নয়। মগজটা একটু খাটাও, বুঝলে! ফ্রিগেট বা ডেস্ট্রয়ার হলে একটা বাঙ্কে দু'জন করে থাকতে হবে। রাশিয়ানরা হয়তো কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবেন

না, এ–সব তাঁরা তুচ্ছ বলেই জ্ঞান করেন, কিন্তু ভাবা যায় আমাদের আমেরিকান বন্ধুরা ব্যাপারটাকে সহজভাবে মেনে নেবেন? কিংবা স্যার মারফি হ্যামারহেড?'

'প্রোগ্রামটা বাতিল করা যায়, স্যার?'

'ব্রিটিশ প্রেস কি জিনিস তুমি জানো না? টিভির ডিফেন্স করসপণ্ডেন্টরাও হৈ–চৈ বাধিয়ে দেবে। আমরা কোনো গল্প বানিয়ে বলার আগে ওরাই একশো একটা গল্প বানিয়ে বাজারে ছাড়বে। তাছাড়া, আক্রমণ '৮৯ এসেনশিয়াল। আমাদের কম্বাইণ্ড সবগুলো এক্সারসাইজ এসেনশিয়াল। গ্লাসনস্ট আর পেরস্ত্রয়কা রাশিয়ায় হুমকির মুখে পড়ায় ন্যাটো ভাবছে আক্রমণ '৮৯–এর মতো এক্সারসাইজ একান্তভাবে দরকার। উঁহুঁ, বাতিল করার প্রশ্নই ওঠে না। আমার কথা শুনবেন না ওঁরা। এরই মধ্যে আমার একটা পরামর্শ ওঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন।'

'স্যার!'

'আর কে কি ভাবছে জানি না, কিন্তু আমাদের কম্বাইণ্ড এক্সারসাইজে দর্শক হিসেবে রাশিয়ান ফ্লিট–এর কমাণ্ডার–ইন–চীফকে উপস্থিত থাকতে দেয়াটা আমি ভালো চোখে দেখছি না। কিন্তু কে কার কথা শোনে! আমি তো আর দেশের নীতি নির্ধারণ করি না!'

জন মিচেল একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো। 'এতে সুবিধের দিকও আছে, স্যার। অন্তত ওদের স্পাই শিপগুলোকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে আমাদের লোকজনকে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হবে না। তাছাড়া, স্যার, আপনিও জানেন, খোদ চার্চিলও মনে করতেন যে তথ্য লেনদেন করা খারাপ কিছু নয়।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছো, চীফ অভ স্টাফ, সেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের পরিস্থিতি, আর প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিলো জার্মানরা। রাশিয়ানরা সম্পূর্ণ অন্য জাতের প্রাণী। আমি যে ব্যাপারটা পছন্দ করছি না, সংশ্লিষ্ট সবাইকে খোলাখুলিই জানিয়ে দিয়েছি।'

'জানি, স্যার।'

'জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটিতে রীতিমতো ভাষণ দিয়ে ফেলেছি আমি, যদিও লাভ হয়নি কিছুই। সবাই এখন আমরা বন্ধু, স্লোগানের মতো আওড়াতে শুরু করলো ওরা। এক মস্ত ইডিয়ট কিপলিং উদ্ধৃত করে শুনিয়ে দিলো আমাকে, "সিসটারস আণ্ডার দেয়ার স্কিনস"। না, আমাদেরকে পজিটিভ কিছু করতে হবে।'

চেয়ার ছেড়ে খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো জন মিচেল। রিজেন্ট পার্কে বৃষ্টি দেখছে সে। 'বডিগার্ড, স্যার? বুদ্ধি-পরামর্শ ঠাসা একদল বডিগার্ড?'

'বিশ্বস্ত বডিগার্ড তুমি পাচ্ছো কোথায় শুনি? যোগ্য লোক যে আমাদের নেই তা নয়, কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে টাকার লোভে যোগ্য লোকগুলোই তো এক এক করে ডাবল এজেন্ট হয়ে গেল। যারা বাকি আছে তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো, না বিশ্বাস করা উচিত? তাছাড়া, বডিগার্ডদের ডাকা মানেই বৃত্তটাকে বড় করা—আরো বেশি লোককে জানানো। আমাদের এসপিওনাজের প্রথম নিয়মই তো, যতোটা পারো ছোটো রাখো বৃত্ত।'

জন মিচেল দেখছে ঘাস, গাছ আর ছাতার ওপর অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একটা ছড়া লোকের মুখে মুখে ফিরতো, হঠাৎ সেটা মনে পড়ে যাওয়ায় হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে। ছড়াটা নিরাপত্তা আর গুজব সম্পর্কিত। মনে মনে ছড়াটা আওড়াতে

শুরু করলো সে। ঠোঁট নড়ছে তার, নিজেও খেয়াল করেনি কখন থেকে সশব্দে উচ্চারণ করছে ছড়াটা।

'অ্যাকচ্যুয়াল এভিডেন্স আই হ্যাভ নান,
বাট মাই আন্টস চারউওম্যান'স সিসটার'স সান,
হার্ড আ পুলিসম্যান অন হিজ বীট,
সে টু আ নার্সমেইড ইন ডাউনিং স্ট্রীট,
দ্যাট হি হ্যাড আ কাজিন, হু হ্যাড আ ফ্রেণ্ড,
হু নোজ হোয়েন দ্য ওঅর ইজ গোয়িং টু এণ্ড।'

জন মিচেল চমকে উঠলো, কারণ মারভিন লংফেলো টেবিলে ঘুসি মেরে বসেছেন। চিৎকার করে বললেন তিনি, 'ইউরেকা।'

'স্যার!' জানালার দিকে পিছন ফিরলো জন মিচেল।

'ফ্রেণ্ড! ফ্রেণ্ড! ওঁদেরকে আমরা একজন বন্ধু উপহার দেবো, চীফ অভ স্টাফ! পরীক্ষিত বন্ধু, কাজেই গুমর ফাঁস হওয়ার কোনো ভয় নেই।' ইন্টারন্যাল টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন মারভিন লংফেলো, স্নেহভাজন এলিজাবেথের সাথে কথা বলবেন। 'লিজা,' আকস্মিক সমাধান পেয়ে গিয়ে নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না, কথা বলছেন চিৎকার করে। 'আমাদের উপদেষ্টা ভদ্রলোক, বিসিআই-এর মি. মাসুদ রানা, এই মুহূর্তে কোথায় আছেন বলতে পারো?' মারভিন লংফেলো জানেন, লিজা রানার অন্ধ ভক্তদের একজন, তার সমস্ত খবরই রাখে সে। তাঁর নিজের জানামতে, ইংল্যাণ্ডেই থাকার কথা রানার, বাংলাদেশের কি একটা কাজে সম্প্রতি এসেছে, তবে লণ্ডনে আছে কিনা তিনি জানেন না।

'মি. রানা, স্যার?' সংযত, শান্তকণ্ঠে বললো বিএসএস চীফ-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী। 'উনি এই মুহূর্তে রানা এজেন্সির লণ্ডন

শাখায় একটা মিটিঙে রয়েছেন।'

'এখুনি তাকে ডেকে পাঠাও,' বলেই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন বিএসএস চীফ, মনে পড়লো রানা তাঁর চাকরি করে না। 'না, মি. রানাকে ফোন করো, বলো খুবই জরুরী একটা ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ দরকার আমাদের, তিনি যদি আমার চেম্বারে কফি খেতে আসেন তো আমি ভারি খুশি হবো।'

হাসি গোপন রেখে এলিজাবেথ বললো, 'ইয়েস, স্যার।'

দু'ঘন্টা পর বিএসএস হেডকোয়ার্টারে পৌছুলো রানা। মিটিং শেষ করে আসতে দেরি হয়েছে ওর। মনে মনে জানে, কফি খাওয়ানোর ব্যাপারটা আসলে ছুতো, নিশ্চয়ই জটিল কোনো সমস্যায় পড়েছে বিএসএস।

চেয়ার ছেড়ে রানার সাথে করমর্দন করলেন মারভিন লংফেলো। কুশলাদি জানতে চাইলেন। মান্যবর রাহাত খানের খবর নিলেন। তারপর আর দেরি করলেন না, সরাসরি পাড়লেন প্রসঙ্গটা। দু'ঘন্টা সময় পাওয়ায় রানাকে নিয়ে নিজের পরিকল্পনার ছকটা তৈরি করে নিয়েছেন তিনি। ঢাকার সাথে টেলিফোনে কথাও বলেছেন।

এর আগে বিসিআই ও রানা এজেন্সির তরফ থেকে বিএসএস-কে বহুবার নানাভাবে সাহায্য করেছে রানা। বিএসএস-এর অনেক ডাবল এজেন্ট রানা তৎপর না হলে আজও গ্রেফতার হতো না। কিছুদিন আগে ইউরোপিয়ান টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল, তাদেরকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে রানা। এ-সব কারণে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস বিসিআই, রানা এজেন্সি তথা মাসুদ রানার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। তিন বছরের পার্টটাইম উপদেষ্টা হিসেবে রানাকে চেয়েছিল ওরা,

বিএসএস–কে নতুন করে গড়ে তোলার কাজে ওর সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত দরকার। রাহাত খানের সম্মতি পাওয়ামাত্র ব্রিটিশ নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে রানাকে। তারপর ব্রিটিশ সেনা–বাহিনীর বিশেষ একটা সম্মানজনক কোর্স শেষ করার দুর্লভ সুযোগ পায় রানা।

'উপদেষ্টা নয়, তোমাকে পুরোপুরি এজেন্টের দায়িত্ব পালন করতে হবে, রানা,' বললেন মারভিন লংফেলো, তাঁর চেহারায় ব্যগ্র একটা ভাব ফুটে রয়েছে। 'এটা আমার অনুরোধ, আর তুমি তো জানোই—সাংঘাতিক কোনো বিপদে না পড়লে কাউকে অনুরোধ করা আমার স্বভাব নয়। পুরোপুরি একটা অ্যাসাইনমেন্ট, রানা। কয়েক মাস সময় দিতে হবে তোমাকে।'

'ধীরে সুস্থে বলুন, আমি তো শোনার জন্যেই এসেছি। আগে বলুন, কাজটা কি।'

'কাজটা গোপনীয়, রানা। এমন সতর্কতা দরকার যে এতোটা সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা আগে আমরা কখনো অনুভব করিনি। এমন একটা অপারেশন, তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যাবে।'

'পারিপার্শ্বিক অবস্থা বদলে যাবে?' চেয়ারে হেলান দিলো রানা। 'তারমানে আণ্ডারকাভার এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে হবে, তাই না?'

'আণ্ডারকাভার এজেন্ট এক জিনিস, আর ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির নাবিক সম্পূর্ণ অন্য জিনিস, রানা।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। 'কি বলছেন আপনি, মি. লংফেলো? আমি…রয়্যাল নেভির নাবিক…কিছুই তো বুঝতে

পারছি না!'

রানার বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করে মুচকি হাসলেন মারভিন লংফেলো। 'তুমি একজন ব্রিটিশ নাগরিক। রয়্যাল নেভির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা তোমার আছে। কল্পনা করো, একটা ক্যাপিটাল শিপে রয়েছো তুমি, কঠিন রুটিন আর ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হয় তোমাকে। কোয়ার্টার ডেকে তোমার ডিউটি পড়েছে, প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে ডেকটা ষাট ফুট ওঠানামা করছে···কল্পনা করো!' রানাকে হতভম্ব করে দিয়ে ভদ্রলোক যেন মজা পাচ্ছেন।

'এ–ধরনের অভিজ্ঞতা আমার আছে,' শান্তকণ্ঠে বললো রানা। 'আপনি জানেন।'

'জানি বলেই তো তোমার সাহায্য চাওয়া,' সহাস্যে বললেন বিএসএস'চীফ, ব্যস্ত হাতে একটা চুরুট ধরালেন। 'অ্যাসাইন–মেন্টটার ধরনই এমন যে তোমাকে অ্যাকটিভ ডিউটিতে থাকতে হবে। আরো খোলসা করে বলি, বেশ ক'টা কোর্স কমপ্লিট করতে হবে তোমাকে—আমাদের বর্তমান যুগের রয়্যাল নেভির কাজকর্ম বা রণকৌশল সম্পর্কে জানার জন্যে।'

'কিন্তু কেন?' মারভিন লংফেলোর উত্তেজনা এখনো স্পর্শ করতে পারেনি রানাকে, চেহারায় উৎসাহের কোনো ছাপ নেই। 'কাজটা কি?'

'তার আগে, এসো, কফি খাই,' বলে ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিলেন মারভিন লংফেলো। 'লিজা, তিন কাপ।'

তিন মিনিটের মাথায় কফি এসে পৌঁছুলো। রানাকে সিগারেট অফার করলেন বিএসএস চীফ। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলো রানা। জন মিচেল, রানার বন্ধু, হাসিমুখে চুপচাপ বসে আছে, চীফের

মানসিক উৎকণ্ঠা উপলব্ধি করতে পারছে সে—তিনি ভাবছেন, রানাকে শেষ পর্যন্ত রাজি করানো যাবে তো?

'বলুন, মি. লংফেলো,' কফির কাপে চুমুক দিয়ে তাগাদা দিলো রানা। হাত ঘড়ির ওপর চোখ বুলালো একবার।

দু'সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন মারভিন লংফেলো, কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নিলেন, তারপর শুরু করলেন, 'আগামী বছর, শীতকালে, একটা নৌ ও বিমান মহড়া অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে—আক্রমণ '৮৯। রয়্যাল নেভির এলিট ট্রুপস-এর সাথে মহড়ায় অংশগ্রহণ করবে ন্যাটো-ভুক্ত সবগুলো দেশের নৌ ও বিমান বাহিনী, এবং ইউএস নেভি। মহড়ায় দর্শক হিসেবে থাকছেন—ফ্লিট অ্যাডমিরাল স্যার মারফি হ্যামারহেড; অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটস, ইউএস নেভি; এবং অ্যাডমিরাল সের্গেই এভগেনেভিচ পাউকার, সোভিয়েত নৌবাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ—দুনিয়ার অন্য কোনো নেভিতে এই পদটা নেই।' গভীর একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। 'সর্বশেষ ব্যক্তিটিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে পুব আর পশ্চিমের সম্পর্ক আরো মধুর করার উদ্দেশ্যে। গ্লাসনস্ট আর পেরস্ত্রয়কাকে সমর্থন দানের জন্যে।'

'তাঁরা সবাই...?'

'তাঁরা সবাই ইনভিনসিবলে থাকবেন, প্রত্যেকে এক দঙ্গল সঙ্গী-সাথী নিয়ে, থাকবেন বিপদের মধ্যেও। প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায়, তাঁদেরকে অপহরণ করার চেষ্টা হবে। আরো খারাপ কিছুও ঘটতে পারে, যেমন হত্যাকাণ্ড। আমরা, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস, ইনভিনসিবলে তোমার উপস্থিতি কামনা করছি—তোমার কাজ হবে, ওখানে অপ্রীতিকর কিছু যাতে না ঘটে সেদিকে নজর

রাখা।'

নৌ ও বিমান মহড়া, দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তিনজন অ্যাডমিরাল। চিন্তা করছে রানা। স্বভাবতই তাঁদের সাথে সিকিউরিটি অফিসাররাও থাকবে। সামরিক মহড়ার মাঝখান থেকে এক বা একাধিক অ্যাডমিরালকে খুন করা বা কিডন্যাপ করা সহজ কথা নয়। বিপদের তেমন কোনো আশঙ্কাই নেই। অথচ বিএসএস চীফ ভয় পাচ্ছেন। উঁহুঁ, এর মধ্যে আরো কি যেন আছে। 'বিপদটা আপনি ব্যাখ্যা করতে পারেন, মি. লংফেলো?'

মারভিন লংফেলোর হাসি দেখে মনে হলো এইমাত্র তিনি যেন বড়শিতে মস্ত একটা মাছ বাধিয়েছেন। রানার আগ্রহই তাঁর পুলকিত হবার কারণ। 'অবশ্যই, রানা। গল্পটার শুরু হরমুজ প্রণালীতে। জাপানী সুপারট্যাংকার সান অভ অকায়মার ঘটনাটা জানা আছে তোমার?'

জন মিচেল খুক করে কেশে জাহাজের নামটা শুদ্ধ করে দিলো, 'সান অভ ওকায়মা, স্যার।'

'তুমি বলবে, না আমি?' গর্জে উঠলেন মারভিন লংফেলো।

'না, স্যার—আপনিই বলুন।'

'ধন্যবাদ।' শুধু যে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে তাই নয়, আজ সকাল থেকে সবাইকেই কারণে-অকারণে ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ করছেন মারভিন লংফেলো। শুধু রানাকে বাদে। রানার দিকে ফিরে স্মিত হাসলেন তিনি। 'শব্দটা আগে কখনো শুনেছো—বাস্ট?'

মাথা নাড়লো রানা। 'মনে পড়ছে না।'

'বাস্ট। বি-এ-এস-টি।'

আবার মাথা নাড়লো রানা। 'মানে কি?'

জন মিচেলের দিকে ফিরে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো, অর্থাৎ ব্যাখ্যাটা তাকে দিতে বলা হলো।

'রানা,' জানালার কাছ থেকে সরে এসে ডেস্কের ওপর ঝুঁকলো জন মিচেল, 'ব্যাপারটা আসলেও অত্যন্ত ভীতিকর। বাস্ট হলো একটা গ্রুপ, একটা অর্গানাইজেশন। নামটা এখনো প্রচার করিনি আমরা, কারণ এতোদিন ওদের সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য বা সূত্র আমাদের হাতে আসেনি। নামটা তুচ্ছ, তাৎপর্যহীন বলে মনে হয়, সেজন্যেও প্রথম দিকে কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়ার কথা ভাবেনি। কিন্তু সম্প্রতি রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড, গোপন সন্ত্রাস ইত্যাদির সমার্থক হয়ে উঠেছে বাস্ট।

'গত বছর অক্টোবর মাসে তুমি তো লণ্ডনেই ছিলে, তখনকার একটা বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা মনে পড়ে? একই দিনে সতেরোটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে আগুনে বোমা ছোঁড়া হয়েছিল।'

'দোষটা চাপে পশু ক্লেশ নিবারণ সমিতির ওপর।'

মাথা ঝাঁকালো জন মিচেল। 'কিন্তু অভিযোগটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সমিতির কর্মকর্তারা। এর পরের ঘটনাগুলো সম্পর্কে পুলিস কোনো ব্যাখ্যাই দিতে পারেনি। শুধু লণ্ডনে বা ইংল্যাণ্ডে নয়, ইউরোপ আর আমেরিকা জুড়ে টেরোরিস্টদের হামলা চলেছে, কিন্তু অপরাধীদের চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। ভ্যাটিকানের কাছাকাছি ছোটো একটা প্ল্যাস্টিক বোমা ফাটলো, কেউ কৃতিত্ব দাবি করলো না। আরেকটা বোমা মার্কিনীদের সামরিক ট্র্যান্সপোর্ট ধ্বংস করে দিলো, এডওয়ার্ড এয়ারফোর্স বেস-এর চৌহদ্দির ভেতর, যদিও ভাগ্যক্রমে কেউ মারা যায়নি। মাদ্রিদে গাড়ির ভেতর টাইম বোমা ফাটলো, সময়ের চেয়ে খানিক আগে, তা না হলে ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে

বাঁচানো যেতো না। মস্কোয় বিস্ফোরিত হলো খুবই শক্তিশালী একটা বোমা, ক্রেমলিনের কাছাকাছি, কিন্তু খবরটা কোনো কাগজে ছাপা হলো না।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'রানা এজেন্সির মেমোরিতে এ-সব তোলা আছে,' বললো ও।

'তাহলে তুমি জানো যে বোমাগুলো প্রায় একই সময়ে ফেটেছে, কিন্তু কোনো টেরোরিস্ট গ্রুপ দায়িত্ব স্বীকার করেনি।'

আবার মাথা ঝাঁকালো রানা।

'ফাইল মিথ্যে কথা বলছে এই অর্থে যে গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য ভরা হয়নি ওতে।' জন মিচেল গম্ভীর হলো। 'বড় একটা চিঠি সংশ্লিষ্ট সবগুলো দেশে পাঠানো হয়েছিল। সংক্ষেপে তাতে বলা হয়, ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে ব্রাদারহুড অভ অ্যানার্কি অ্যাণ্ড সিক্রেট টেরর—বি-এ-এস-টি। পরে জানা গেল, বাস্ট একটা দানবিক বা ভৌতিক নাম। বাস্ট আসলে প্রাচীন মিশরীয় শব্দ। অর্থ হলো, তিন মাথাঅলা দানব—একটা মাথা সাপের, একটা বিড়ালের, তৃতীয়টা মানুষের—একটা ভাইপারের ওপর বসানো। দানব বাস্ট-এর স্বভাব হলো লোকজনের ঘর-বাড়িতে আগুন দেয়া। এই অর্থের জন্যেই শব্দটাকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমাদের ধারণা।'

'প্রচুর রিসার্চ করা হয়েছে, রানা,' মারভিন লংফেলো বললেন। 'এখন আমরা জানি, অর্গানাইজেশনটার লিডার আসলেও তিনজন—সাপ, মানুষ আর বিড়ালের মতো—আরেকজন হলো নেতাদের নেতা, যার ওপর ভর করে আছে অন্যান্যরা। ভাইপার হলো কেনেথ কালভিন। কালভিন একটা প্রতিভা। এমন কোনো লোকের কথা ভাবতে পারো যে মোসাডের পক্ষেও কাজ করেছে,

আবার পিএলও–কে গেরিলাযুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ্ করেছে; ইয়াসির আরাফাতের বন্ধুত্ব অর্জন করে সে, তারও আগে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বস্ত সুহৃদ ছিলো? কালভিন তার নাম। মিলিওনেয়ার তো বটেই, বিলিওনেয়ার হলেও আশ্চর্য হবো না। সে–ই বাস্টের পেমাস্টার ও মাস্টারমাইণ্ড।'

মাথা ঝাঁকিয়ে জন মিচেল জানালো, কয়েকটা দেশের ইন্টেলিজেন্স দীর্ঘদিন অনুসন্ধান চালিয়ে কেনেথ কালভিনের অপর তিন সঙ্গীর পরিচয় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে—তিনজনই কোনো না কোনো সময় আন্তর্জাতিক টেরোরিস্ট গ্রুপের সাথে জড়িত ছিলো বা একসময় ছিলো ভাড়াটে সৈনিক। ফারাজ লেবানন, প্যারা–মিলিটারী পলিটিক্যাল গ্রুপের লিডার ছিলো। ডন বাম্বিনো, ইটালির লোক, মাফিয়া গডফাদার। আর গ্লেনডা বার্ক—জার্মান–ইহুদি, টেরোরিস্ট—মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়েসেই এই সুন্দরী তরুণী আইন–শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর জন্যে চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। ফারাজ লেবানন, মানুষ; ডন বাম্বিনো, সাপ; গ্লেনডা বার্ক, কালো বিড়াল। আর্টস অভ টেরোরিজম সম্পর্কে অভিজ্ঞ আর দক্ষ ওরা।

'ওদের আদর্শ পুরুষ হলো নেপোলিয়ান। অ্যানার্কি সম্পর্কে নেপোলিয়ানের দেয়া সংজ্ঞা মনে–প্রাণে গ্রহণ করেছে। নেপোলিয়ান বলেছিলেন, "অ্যানার্কি ইজ দ্য স্টেপিং স্টোন টু অ্যাবসলিউট পাওয়ার"। পুরনো সমস্ত মূল্যবোধের ঘোর বিরোধী ওরা। সর্ব অর্থে ফ্যানাটিক।'

শিরদাঁড়ায় শীতল একটা স্পর্শ অনুভব করলো রানা। ফ্যানাটিকদের সাথে লড়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে ওর।

'বাস্ট নামটা যতোই হাস্যকর বা ছেলেমানুষি বলে মনে হোক,'

বললেন মারভিন লংফেলো, 'আসলে কিন্তু ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর। কেনেথ কালভিন চাইলেই মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করতে পারে। সামরিক বিশেষজ্ঞ হিসেবেও অভিজ্ঞতা আছে তার। গেরিলা ও টেরোরিস্ট স্ট্র্যাটেজিতে ট্রেনিং পাওয়া সৈনিক বাকি তিনজন। হাজার হাজার লোককে শেখাতে পারে তারা, কেনেথ কালভিন পারে যতো খুশি ভাড়াটে সৈনিককে বেতন দিয়ে পুষতে। পাগলামি মনে হতে পারে, কিন্তু নির্মম সত্যি হলো বাস্ট নামে এই অর্গানাইজেশন বলা যায় সমস্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। একটাই উদ্দেশ্য তাদের, ক্ষমতা দখল করা। ক্ষমতা পেলে কি করবে তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন।'

'অ্যাডমিরালদের ছোট্ট দলটা তাদের টার্গেট হতে যাচ্ছে, এ-খবর আপনারা কিভাবে পেলেন?' জানতে চাইলো রানা।

ব্যাখ্যা করলেন মারভিন লংফেলো। 'বাস্টের তিনজন প্রধান সদস্যের ভয়েস প্রিন্ট সংগ্রহ করা হয় প্রথমে। ভাগ্যক্রমে তাদের কল-সাইন বা পাসওয়ার্ড, "হেলথ ডিপেণ্ডস অন স্ট্রেংথ" পেয়ে যায় বিএসএস। সমস্যা হলো,' বলে চলেছেন মারভিন লংফেলো, 'ওদের তৎপরতা এমনই বোকার মতো যে সিরিয়াস হতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু সিরিয়াস আমাদের হতেই হবে। জাপানী সুপার-ট্যাংকারের ওপর ওই অদ্ভুত হামলাটা ওদের কাজ ছিলো, ঠাণ্ডা মাথায় কিছু লোককে মেরে ফেললো। সুপারট্যাংকারের সাথে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের অমিলের চেয়ে মিলই বেশি, রানা। ওরা দেখতে চেয়েছিল ট্যাংকারটা দখল করা সম্ভব হয় কিনা। বলতে পারো, রিহার্সেল। একই ধরনের হামলা চালাবার কথা ভেবেছিল ইনভিনসিবলে।'

'কি করে জানলেন?'

'ঈথার থেকে একজোড়া গলা পাই আমরা।' হাসলেন মারভিন লংফেলো। 'কেনেথ কালভিন আর ফারাজ লেবাননের গলা। ওদের কথা শুনে মনে হলো, সান অভ ওকায়মার ওপর হামলার পরিকল্পনাটা ছিলো ফারাজের। অপারেশনটার নাম দিয়েছিল—ভিক্টরি। অপারেশন ব্যর্থ হওয়ায় নতুন একটা উপায় স্থির করে ওরা। ফারাজ এখন ইনভিনসিবলে কাউকে রোপণ করার চেষ্টা করছে। হয় রোপণ করবে, নয়তো ভিজিটিং অ্যাডমিরালদের স্টাফের কাউকে কিনে নেবে। তোমার কাজ হবে, যদি আমাদের অনুরোধে সাড়া দিতে রাজি হও, ওই লোকটাকে খুঁজে বের করা।'

'মি. লংফেলো,' বললো রানা, 'নিজের মতামত দেয়ার আগে আমাকে ঢাকার সাথে কথা বলতে হবে। ওঁরা যদি আপত্তি না করেন তাহলে আমি ভেবে দেখবো…।'

ট্রাফিক পুলিসের মতো একটা হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিলেন বিএসএস চীফ। 'মি. রাহাত খানের সাথে এরইমধ্যে টেলিফোনে কথা হয়েছে আমার। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, তুমি সময় দিতে পারলে নীতিগতভাবে তাঁর কোনো আপত্তি নেই।' লাল টেলিফোনটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'তুমি নিজেও কথা বলে দেখতে পারো।'

'যখন বলবো, একা,' জানালো রানা। 'তার আগে বলুন, রয়্যাল নেভিতে আমাকে ঢোকাবেন কিভাবে? নিশ্চয়ই নতুন রিক্রুট হিসেবে নয়? নতুন লোক হলে ইনভিনসিবলে আমাকে ডিউটিতে পাঠানো হবে কেন?'

হেসে উঠলেন মারভিন লংফেলো। 'আরে, তুমি দেখছি জানো

না—নতুন হতে যাবে কেন! রয়্যাল নেভিতে সেই উনিশশো আশি থেকে চাকরি করছো না তুমি! নেভি থেকে বিএসএস তোমাকে ধার করেছিল। কাজ শেষ, তাই তোমাকে তোমার আসল জায়গায় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে।' একটা হাত নেড়ে রানাকে আশ্বস্ত করলেন তিনি। নিয়ম বিরুদ্ধ একটা কাজ হচ্ছে, জানি, তবে তাতে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন থাকছে। এ-সব খুঁটিনাটি বিষয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, রানা—এদিকটা আমরা সামলাবো। তুমি শুধু রাজি কিনা বলো। বুঝতেই পারছো, একেবারে নিরুপায় হয়ে তোমার সাহায্য চাইছি আমরা। তুমি যদি...,' মারভিন লংফেলোর চেহারায় আবেদন ফুটে উঠলো।

'এখন আমি বসের সাথে কথা বলবো,' জানালো রানা।

রানাকে নির্জন একটা কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো।

ওকে খানিকটা বিস্মিত করে দিয়ে বিসিআই চীফ রাহাত খান জানালেন, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস রানার সাহায্য চাওয়ায় খুশিই হয়েছেন তিনি। বললেন, অ্যাসাইনমেন্টটায় ওর সফল হওয়া না হওয়ার ওপর বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে। রানাকে নাকি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অনারারি অ্যামব্যাসাডারের ভূমিকা পালন করতে হবে। রাশিয়া, আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাথে, বিশেষ করে রাশিয়া ও আমেরিকার সাথে, বাংলাদেশের কয়েকটা কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সমস্যা রয়েছে, যেগুলো অত্যন্ত নাজুক, প্রচলিত কূটনৈতিক পদ্ধতিতে সমাধানের প্রায় অযোগ্য। ওই রাষ্ট্রগুলোর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কোনো ব্যক্তিগত উপকার করে দিয়ে যদি ঋণী করা সম্ভব হয়, বাংলাদেশের অনুকূলে সমস্যাগুলোর সমাধান পাওয়া কঠিন হবে না। ধাঁধার মতো মনে

হলেও, রানার প্রশ্নের উত্তরে কিছুই ব্যাখ্যা করলেন না রাহাত খান। তবে রানার সাথে একমত হয়ে বললেন, শুধু কয়েকজন অ্যাডমিরালকে পাহারা দেয়ার জন্যে বিএসএস রানার সাহায্য চাইছে না। এরমধ্যে আরো বড় ব্যাপার আছে। সবশেষে রানাকে নিজের ওপর খেয়াল রাখার কথাটা মনে করিয়ে দিলেন তিনি।

ক'দিন পর লণ্ডন গেজেটে ছাপা হলো খবরটা।

'রানা, মাসুদ, কমাণ্ডার আরএনভিআর। বর্তমান ফরেন অফিস লিয়াজোঁ ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ক্যাপটেন পদে প্রমোশন দিয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে রয়্যাল নেভির অ্যাকটিভ সার্ভিসে।'

তিন

ইস্পাতের চওড়া একটা পাহাড় যেন, স্কি র‍্যাম্প বলা হয়, ক্রমশ বারো ডিগ্রী উঁচু হয়ে উঠে গেছে ওপর দিকে। সী হ্যারিয়ার-এর নোজ-হুইল গড়াতে গড়াতে গাঢ় রঙ করা দাগটাকে ছুঁয়ে দিলো, ওটাই সেন্টারলাইন।

ভি/এসটিওএল (ভার্টিক্যাল/শর্ট টেক-অফ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ডিং)

প্লেনটা থ্রটল–এর সামান্য নড়াচড়ায় স্কি র‍্যাম্পের ওপর এমনভাবে চড়লো, গোটা ফিউজিলাজ প্রায় খাড়া হয়ে থাকলো আকাশের দিকে। টেক–অফ করার আগে শেষবারের মতো প্রি–ফ্লাইট চেক সেরে নিচ্ছে মাসুদ রানা। ওর হাতের তালু আর পায়ের নিচে জ্যান্ত হয়ে রয়েছে প্লেনটা, আইড্‌লিং করছে। রোলস–রয়েস (ব্রিস্টল) পেগাসাস ১০৪ টার্বোফ্যান প্লেনের সর্বাঙ্গে কাঁপ ধরিয়ে দিয়েছে। পেগাসাস একশো চার টার্বোফ্যান যে ধাক্কা সৃষ্টি করতে পারে তার ওজন একুশ হাজার পাঁচশো পাউণ্ড।

সী হ্যারিয়ারের বৈশিষ্ট্য হলো, স্বাভাবিক অবস্থা থেকে প্রায় খাড়াভাবে টেক–অফ করতে পারে। প্রচলিত কনভেনশন্যাল প্লেনগুলো যেভাবে টেক–অফ করে, রানওয়ে ধরে ছুটে গিয়ে, সী হ্যারিয়ার তাও পারে। আরো দুটো বিস্ময়কর সুবিধে রয়েছে ব্রিটেনের নতুন আবিষ্কৃত এই প্লেনে। আকাশে স্থির হতে পারে সী হ্যারিয়ার, ছুটতে পারে যে–কোনো দিকে, এমনকি পিছন দিকেও।

নজল লিভার–এর দিকে হাত বাড়ালো রানা, নিশ্চিত হবার জন্যে চোখ নামিয়ে দেখে নিলো ৫০° ডিগ্রি স্টপ মার্কে অর্থাৎ শর্ট টেক–অফ পজিশনে সেট করা আছে ওটা। ডান হাত তুলে একটা আঙুল খাড়া করলো ও, স্টারবোর্ড সাইডে ডেক কন্ট্রোল হ্যাণ্ডলিং অফিসার তার 'বুদবুদ'–এর ভেতর থেকে দেখতে পাচ্ছে ওকে, ককপিটের ভেতর স্ট্র্যাপ দিয়ে জড়ানো রানা তাকে দেখতে পাচ্ছে না। একই মুহূর্তে কমাণ্ডারের (এয়ার) যান্ত্রিক গলা শুনতে পেলো রানা, 'ব্লুবার্ড টেক–অফ করার অনুমতি পেয়েছো।'

৫৫ পারসেন্ট আরপিএম পর্যন্ত থ্রটল খুললো রানা, ব্রেক রিলিজ করলো, তারপর ঝট্ করে সজোরে পুরোপুরি খুলে দিলো থ্রটল। ওর

পিছনে গর্জে উঠলো পেগাসাস এঞ্জিন, প্যাড লাগানো মেটাল সিটে ধাক্কা খেলো ও, যেন বিশাল একজোড়া হাত চাপ দিচ্ছে ওর বুক আর মুখে।

সী হ্যারিয়ার র‍্যাম্প থেকে রকেটের মতো ছুটলো। 'আপ' পজিশনে গিয়ার দিলো রানা, চাকাগুলোর খোপে ফিরে আসার ঘটাং ঘটাং ও হিস হিস আওয়াজ প্রায় শুনতেই পেলো না—কারণ, কমবেশি প্রথম পনেরো সেকেণ্ড সী হ্যারিয়ার স্কি র‍্যাম্প থেকে ওড়ে না, বলা যায় নিক্ষিপ্ত হয়, ব্যালেস্টিক মিসাইল-এর মতো, প্রায় খাড়াখাড়ি ওপর দিকে। এয়ারস্পীড ইণ্ডিকেটর আলো ও শব্দ সংকেত দেয়ার পর নজলগুলোকে হরাইজন্টাল ফ্লাইট পজিশনে সেট করলো রানা, বোতাম টিপে ফ্ল্যাপগুলোকে নিয়ে এলো 'ইন' পজিশনে। হেড-আপ-ডিসপ্লেতে দেখা গেল, প্রায় ৬০° ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করে ওপরে উঠছে ও, গতি ছয়শো চল্লিশ নট।

যদি কোনো বিমানবাহী জাহাজ থেকে টেক-অফ করা হতো, সী হ্যারিয়ারের সরাসরি নিচে থাকতো সাগর। কিন্তু রানা রয়েছে সমারসেট-এর ইয়োভিলটন-এ, রয়্যাল নেভির একটা এয়ার-স্টেশনে। নিচে সাগর না থাকায় রানা যে মাটি বা গাছপালা দেখতে পাচ্ছে তা নয়, কারণ ওর হ্যারিয়ার এরই মধ্যে মেঘের স্তর ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠে এসেছে। আরো ওপরে উঠছে রানা, আইরিশ সাগরের দিকে সেট করলো কোর্স। বম্বিং রেঞ্জটা ওদিকেই, আইল অভ ম্যান-এর কাছাকাছি।

যদিও এবারই প্রথম সত্যিকার অর্থে স্কি-রান টেক-অফ করছে, তবে সিমিউলেইটার-এ বিশ-পঁচিশবার অনুশীলন করা আছে রানার। তিন মাস হলো রয়্যাল নেভির অ্যাকটিভ সার্ভিসে রয়েছে

ও। সী হ্যারিয়ার নিয়ে ট্রেনিং কোর্সটা শুরু হয়েছে তিন হপ্তা আগে।

ওর প্রথম কোর্সটার নাম ছিলো 'দি নিউ অ্যাডভান্সড স্ট্র্যাটেজিয অভ ন্যাভাল ওঅরফেয়ার'। বিস্তর পড়াশোনা করতে হয়েছে ওকে। দ্বিতীয় কোর্সটা ছিলো কমিউনিকেশন-এর ওপর। তারপর সাইফার এবং অ্যাডভান্সড ওয়েপেনরি। হাতে-কলমে শিখতে হয়েছে লেটেস্ট থ্রি-ডি রাডার, সী-ডার্টস ও স্যাম মিসাইল অপারেট করার কলা-কৌশল।

ফ্লাইং আওয়ার আর ইন্সট্রুমেন্ট রেটিং-এর প্রতিটি মিনিট কাজে লগিয়েছে রানা, কখনো জেট প্লেনে চড়ে কখনো হেলিকপ্টারে, তা না হলে ন্যাভাল পাইলট হিসেবে কোয়ালিফাই করা সম্ভব হতো না।

স্কি-জাম্প টেক-অফ আসলে এয়ার কমব্যাট আর ট্যাকটিক্যাল ওয়েপন কোর্স-এর সূচনা। গোটা ব্যাপারটায় ভারি উৎসাহ বোধ করছে রানা, নতুন কিছু শেখার প্রবল আগ্রহ রয়েছে ওর ভেতর। তাছাড়া, সী হ্যারিয়ার চালানো শুধু যে অত্যন্ত রোমাঞ্চকর তাই নয়, অভূতপূর্ব একটা অভিজ্ঞতাও বটে।

হেড-আপ-ডিসপ্লে চেক করলো রানা। মিলিটারী এয়ারওয়ে ধরে ঠিক কোর্সেই রয়েছে প্লেন, গতি ছয়শো নট। চোখ নামিয়ে হেড-ডাউন-ডিসপ্লের দিকে তাকালো—এইচডিডি-কে ম্যাজিক আই বলা হয়, ঘন ও গাঢ় মেঘের ভেতর দিয়ে আধুনিক একজন পাইলটকে গ্রাউণ্ড ম্যাপ দেখতে সাহায্য করে। উপকূল পেরুচ্ছে ও, এই মুহূর্তে সাউথপোর্ট-এর ওপরে রয়েছে, সরাসরি বম্বিং রেঞ্জের দিকে যাচ্ছে। নিচে শান্ত মেঘের রাজ্য, হ্যারিয়ারের নাক সেদিকে তাক করলো রানা। গভীর মনোযোগ দরকার এখন। হেড-আপ-

ডিসপ্লের বারগুলো ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে একটা হিসাব পেলো রানা—দশ ডিগ্রী ডাইভ দিয়ে নিচে নামছে প্লেন। হেড-আপ-ডিসপ্লের বাঁ দিকে চোখ পড়তে দেখলো, প্লেনের গতি বাড়তে শুরু করেছে, এক সেকেণ্ডের জন্যে এয়ারব্রেক খুলে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করলো ডাইভ। এইচইউডি-র বাম প্রান্তে অলটিচ্যুড ফিগারগুলো দ্রুত ছোটো হচ্ছে, অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে উচ্চতা হারাচ্ছে হ্যারিয়ার—৩০,০০০…২৫…২০…১৫…। ইতিমধ্যে মেঘের রাজ্যে ঢুকে পড়েছে রানা, গতি এখনো আগের মতোই। এয়ারস্পীড, অলটিচ্যুড এবং এইচডিডি-র ওপর নাচানাচি করছে চোখের দৃষ্টি, সেই সাথে রাডার বার ছুঁয়ে থাকা পা দুটো সামান্য নড়াচড়া করছে সংশোধন দরকার হলে।

তিন হাজার ফুটে মেঘ থেকে বেরিয়ে এলো রানা, বোতাম টিপে এয়ার-টু-গ্রাউণ্ড সাইট অন করলো, দ্বিতীয় বোতামটায় চাপ দিয়ে পাঁচশো পাউণ্ড ক্লাস্টার-বোমা দুটোকে 'আর্ম' পজিশনে আনলো। দুই ডানার নিচে রয়েছে ওগুলো।

আরো নিচে নেমে এলো প্লেন। পাঁচশো ফুট নিচে সাগর যেন চকচকে আয়না। অনেক সামনে প্রথম মার্কার-এর অস্পষ্ট আভাস পেলো রানা, বম্বিং রেঞ্জে ডাকছে ওকে—ওখানে একই ধরনের আরো কয়েকটা ছোটো মার্কার একটা হীরা-র আকৃতি নিয়ে ভেসে রয়েছে পানিতে, ওটাই রানার টার্গেট।

টার্গেট যেন চোখের পলকে কাছে চলে এলো। মনে হলো চোখ থেকে মস্তিষ্কে বার্তা পৌছুনোর আগেই 'ইন রেঞ্জ' সিগন্যাল দিলো এইচইউডি। চট্ করে বোতাম টিপে বোমাগুলো রিলিজ করলো রানা, সেই সাথে ৩০° খাড়া করলো প্লেনের নাক, পুরোপুরি খুলে

দিলো থ্রটল, তীক্ষ্ণ ফাইভজি বাঁক নিলো বাম দিকে, তারপর ডান দিকে। ডান দিকে বাঁক নিলো বড় একটা জায়গা নিয়ে, ফলে হীরা আকৃতির মাঝখানে ক্লাস্টার বোমাগুলোকে বিস্ফোরিত হতে দেখতে পেলো।

'আশপাশে ঘুর ঘুর করবেন না,' ব্রিফিং রুমে ওদেরকে সতর্ক করে দিয়েছে কমাণ্ডার। 'পাঁচ মিনিট পর পর আপনারা চারজন টার্গেট প্র্যাকটিস করবেন, বোমা ফেলেই সরে আসবেন ওখান থেকে।'

চলতি কোর্সে অংশগ্রহণ করছে সব মিলিয়ে ওরা আটজন ন্যাভাল পাইলট। আরো তিনজন রয়্যাল নেভির লোক, লিয়াঁজো হিসেবে একজন মার্কিন মেরিন পাইলট, একজন করে ভারতীয় পাকিস্তানী ও স্প্যানিশ নৌ বাহিনীর লোক। রানা বাদে বাকি সবাই আগেও বেশ কয়েক ঘন্টা করে হ্যারিয়ার চালিয়েছে, এবার ইয়োভিলটনে এসেছে দক্ষতার প্রমাণ দিতে, সেই সাথে নতুন কিছু অস্ত্রের সাথে পরিচিত হবে। আজ বিকেলে স্কি-র‍্যাম্প থেকে রানাই প্রথম উঠেছে আকাশে, ওর পিছনে থাকছে স্প্যানিশ অফিসার—গোমড়ামুখো এক যুবক, নাম রিকি ভালদাজ। রিকি ভালদাজের মতো অমিশুক লোক বড় একটা দেখা যায় না, কারো সাথেই ভালো করে আলাপ হয়নি তার। রিকি ভালদাজকে অনুসরণ করবে রয়্যাল নেভির একজন লেফটেন্যান্ট, তারপর আমেরিকান পাইলট।

টার্গেটের দিকে যাওয়া ও ফিরে আসার জন্যে নির্দিষ্ট একটা ফ্লাইট পথ ঠিক করা আছে, যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। দীর্ঘ একটা বাঁক নেয়ার সাথে সাথে আকাশের আরো ওপরে দ্রুত উঠে এলো রানা, তারপর থ্রটলটা পুরোপুরি খুলে দিয়ে লেজের ওপর

খাড়া করলো প্লেন, স্টারবোর্ড সাইডের ছোট্ট রাডার স্ক্রীনে তাকালো, চোখ বুলালো ওর ফিরতি পথের ঠিক ওপরের প্যাসেজে—নিশ্চিত হতে চাইলো পথ ভুলে কোনো প্লেন এদিকে এসে পড়েনি।

রাডার স্ক্রীনে অস্বাভাবিক কিছু নেই দেখে প্লেনের নাক খানিকটা নিচু করলো রানা, উত্থানের গতি নামিয়ে আনলো ২০° ডিগ্রীতে। পেশী মাত্র শিথিল হতে শুরু করেছে, এই সময় হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিত একটা শব্দে ককপিট যেন ভরে উঠলো। এতোই বিস্মিত হলো রানা যে কি ঘটছে বোঝার আগে পেরিয়ে গেল মূল্যবান দুটো সেকেণ্ড।

শব্দটা বাড়লো, সেই সাথে বিপদটা চিনতে পেরে একাধারে হতচকিত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়লো রানা। শুধু সিমিউলেইটরে অনুশীলন করার সময় এই অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর—কর্কশ, খরখরে নীপ-নীপ-নীপ আওয়াজটা দ্রুততর হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।

একটা মিসাইল ধাওয়া করছে ওকে। আওয়াজের ধরন দেখে বোঝা গেল, ওটা একটা সাইডউইণ্ডার। প্রায় ত্রিশ পাউণ্ড হাই-এক্সপ্লোসিভ ফ্র্যাগমেন্টেশন নিয়ে ছুটে আসছে মিসাইলটা, ছুটে আসছে রানার হ্যারিয়ার এঞ্জিনের তাপ অনুসরণ করে।

সতর্ক হতে দেরি করলো রানা, আর ঠিক এই কারণেই বাহন সহ আকাশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় পাইলটরা। স্টিকটা সামনের দিকে ঠেলে দিলো ও, ডাইভ দিলো হ্যারিয়ার, ঘন ঘন ডান ও বামে দিক বদল করছে, প্রতিবার দু'এক সেকেণ্ডের জন্যে মাত্র। একই সাথে বোতাম টিপে চারটে ফ্লেয়ার রিলিজ করলো ও, মিসাইলের হিট-সীকিং গাইডেন্স সিস্টেমকে দিকভ্রান্ত করার

জন্যে। আরেকটা বোতামে চাপ দিয়ে একরাশ আবর্জনা খালাস করলো রানা। ওগুলো ধাতব পাত, রাডার-এর জন্যে টোপ বিশেষ। এটাও সেফটি রেগুলেশন-এর মধ্যে পড়ে, বম্বিং রেঞ্জ ব্যবহার করছে এমন প্রতিটি প্লেনে ফ্লেয়ার আর ধাতব আবর্জনা থাকতে হবে।

নীপ-নীপ শব্দটা পিছু ছাড়লো না, মাঝখানের দূরত্ব কমে আসায় দ্রুত হচ্ছে আরো। হ্যারিয়ারের নাক উঁচু করলো রানা, আবার দিক বদলালো, তারপর দ্বিতীয় ডাইভ শুরু করে হ্যারিয়ারকে ঘন ঘন ডিগবাজি খাওয়ালো। শরীরটা সীসার মতো ভারি লাগলো, গলার ভেতরটা ধুলোর মতো শুকনো, হ্যারিয়ারের স্পীড চূড়ান্ত পর্যায়ে তোলায় কন্ট্রোল হয়ে উঠলো আড়ষ্ট।

প্রায় সী লেভেলে নেমে এসেছে হ্যারিয়ার, এই সময় হঠাৎ ভীতিকর আওয়াজটা থামলো। স্টারবোর্ডের দিকে, বেশ অনেক দূরে, এক ঝলক আগুন দেখা গেল, টার্গেট রেঞ্জের দিকটায়। বড় করে শ্বাস টানলো রানা, হ্যারিয়ারের নাক উঁচু করলো, ফিরে গেল আগের কোর্সে, উঠে এলো আবার সেই ত্রিশ হাজার ফুটে।

রেডিওটা অন করলো রানা। 'ব্লু বার্ড টু রেস্ট ক্যাম্প। কোন্ শালা জানি আমাকে লক্ষ্য করে একটা সাইডউইণ্ডার ছুড়েছিল।'

'আবার বলো, ব্লুবার্ড।'

পুনরাবৃত্তি করলো রানা। শালাটা বাদ দিয়ে। ইয়োভিলটন থেকে জানতে চাওয়া হলো; প্লেনের কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা। ক্ষতি হয়নি জানিয়ে রানা বললো, যতোটা না বিচক্ষণতার গুণে তারচেয়ে ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছে ও।

কিন্তু রহস্যটা হলো, আজ বিকেলে মাত্র চারটে প্লেনের বম্বিং

রেঞ্জ ব্যবহার করার কথা, চারটের কোনোটাই ক্লাস্টার-বোমা ছাড়া অন্য কিছু বহন করছে না। রেঞ্জটা যদিও রয়্যাল এয়ারফোর্সের, তবে কোন্ দিন কখন ওটাকে ব্যবহার করবে বা ব্যবহার করার সময়সীমা সম্পর্কে মনিটর ব্যবস্থায় কোনো খুঁত নেই। দুর্ঘটনা-বশত রয়্যাল এয়ারফোর্সের কোনো জেট সময়ের আগে বা সময়ের পরে চলে আসতে পারে, একেবারে অসম্ভব নয়।

'ব্লুবার্ড, তুমি পুরোপুরি নিশ্চিত ওটা মিসাইল ছিলো?'

'গোটা আকাশ জুড়ে আমাকে ধাওয়া করে বেড়ালো, নিশ্চিত নই মানে?'

আর কোনো ঘটনা ঘটলো না, নিরাপদেই ইয়োভিলটনে পৌছুলো রানা। ফ্লাইং গিয়ার খুলে ঝড়ের বেগে ঢুকলো কমাণ্ডার (এয়ার)-এর অফিসে। কন্ট্রোল টাওয়ারে অফিসটা, সবার কাছে উইংস নামে পরিচিত।

'গাধাটা কে?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলো রানা, পরমুহূর্তে চুপ হয়ে গেল, কারণ কমাণ্ডার জেফারসনকে একাধারে উত্তেজিত এবং হতভম্ব দেখাচ্ছে। অত্যন্ত অভিজ্ঞ অফিসার সে, সহজে ঘাবড়াবার লোক নয়। ইঙ্গিতে রানাকে বসার অনুরোধ করলো সে। 'ব্যাপারটা তদন্ত করা হবে, স্যার।' তার চোখে মুখে বিহ্বল একটা ভাব লক্ষ্য করলো রানা। 'সমস্যাটা বিকট। এখান থেকে কেউ কোনো মিসাইল বহন করছিল না, রয়্যাল এয়ারফোর্স থেকে বলা হচ্ছে, আজ তারা রেঞ্জটা ব্যবহার করছে না। আপনার হ্যারিয়ারের ডিটেকশন ইলেকট্রনিক্স-এ কোনো ত্রুটি আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখছি আমরা।'

'ডিটেকশন ইলেকট্রনিক্সে কোনো ত্রুটি নেই, আই অ্যাম শিওর

অ্যাবাউট দ্যাট। ওটা সত্যি একটা মিসাইল ছিলো, জেফ। আমি অভিযোগ জানিয়ে রিপোর্ট করছি…যেই দায়ী হোক, আমার দিকে মিসাইল ছোঁড়ার ফল হাড়ে হাড়ে টের পাবে কুকুরটা।'

হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না কমাণ্ডার জেফারসন। শান্ত কণ্ঠে বললো সে, 'আরেকটা সমস্যা আছে।'

'কি?'

'আমরা একটা প্লেন হারিয়েছি।'

দুঃসংবাদ, হজম করতে এক সেকেণ্ড সময় নিলো রানা। 'কাকে হারিয়েছি?'

'ক্যাপটেন রিকি ভালদাজ, স্প্যানিশ অফিসার ভদ্রলোক। দু'নম্বরে ছিলেন তিনি, সময়মতোই বোমা মারেন, তারপর আকাশে ওঠার সময় রাডার স্ক্রীন থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। সেই থেকে তাঁর কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ তাঁর প্লেনটাকে পড়ে যেতে দেখেনি। সার্চ পার্টি পাঠানো হয়েছে, পাইলট বা বিধ্বস্ত প্লেনের খোঁজে।'

'তাকে হয়তো কোনো সাইডউইণ্ডার গুঁতো মেরেছে,' ব্যঙ্গ ঝরে পড়লো রানার তিক্ত কণ্ঠ থেকে।

'আপনাকে তো আগেই জানিয়েছি, স্যার, মিসাইল নিয়ে কোনো প্লেন আশপাশে ছিলো না।'

'তাহলে আমার পিছু নিয়েছিল কি ওটা—সসার, নাকি ভূত?' এবার সত্যি সত্যি রেগে উঠলো রানা, ঝট্ করে ঘুরে হন হন করে বেরিয়ে এলো কামরা থেকে।

সেদিন রাতে, ডিনারের আগে, ওয়ার্ডরুম বার-এর পরিবেশে

নিরানন্দ একটা ভাব লক্ষ্য করা গেলেও, সেটাকে সামান্যই বলতে হয়। সাধারণত কোনো পাইলট নিখোঁজ হলে সবাই নাড়া খায়, কাতর হয় শোকে, কিন্তু নিখোঁজ বিমানটিকে ঘিরে আর যে-সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে এবং পাইলট লোকটা মিশুক প্রকৃতির না হওয়ায়, পরিবেশটা তেমন ভারি হয়ে উঠলো না।

রানা যখন ওয়ার্ডরুমে ঢুকলো, অন্যান্যদিনের মতোই ডিনারের আগে গল্প-গুজব জমে উঠেছে। ভেতরে ঢুকে দু'জন নেভি পাইলটের দিকে এগোবে ও, এই সময় এমন একজনের ওপর চোখ পড়লো ওর, ইয়োভিলটনে পা দেয়ার পর থেকেই যাকে দূর থেকে বিশেষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে আসছে ও। মেয়েটা লম্বা এবং একহারা—ডব্লিউআরএনএস-এর একজন ফার্স্ট অফিসার (উইমেন'স রয়্যাল ন্যাভাল সার্ভিস—সাধারণত 'রেনস' বলা হয় ওদেরকে)। গোটা স্টেশনে এমন একজন লোক নেই যে মেয়েটার কৃপাদৃষ্টি কামনা করে না। ভারি কদর তার। এমনই তার রূপ-সৌন্দর্য আর দেহ-সৌষ্ঠব, তার ওপর চোখ পড়ামাত্র হারানো যৌবনের কথা ভেবে মধ্যবয়স্ক লোকেরা কপাল না চাপড়ে পারে না। মায়া আর প্রেমভরা চোখ দুটো তার সব সময় দুষ্ট হাসি হাসছে। চেহারায় ব্যক্তিত্ব যেমন আছে, তেমনি আছে নিরেট আত্মবিশ্বাস, আর আছে প্রশংসা ও স্তুতির প্রতি শীতল নির্লিপ্ত একটা ভাব। 'ঠিক যেন মক্ষিরানীকে ঘিরে থাকা রাজ্যের ভ্রমর,' বুড়ো এক ভিজিটিং অ্যাডমিরাল মন্তব্য করেছিলেন। মেয়েটার নাম রুবি, রুবি বেকার।

সবসময় যা দেখা যায়, একদল লোক তাকে ঘিরে আছে, আজও তার ব্যতিক্রম ঘটছে না। রানা দেখলো, তিনজন লেফটেন্যান্ট একযোগে মেয়েটার দিকে তিনটে শ্যাম্পেন ভর্তি গ্লাস বাড়িয়ে

দিয়েছে। কিন্তু রানাকে দেখতে পেয়ে, ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো মেয়েটা। 'শুনলাম, স্যার, আজ আপনি নাকি একটুর জন্যে বেঁচে গেছেন?' মিষ্টি করে হাসলো সে, সিনিয়র অফিসারদের উদ্দেশ্যে হাসার সময় যে সতর্কতা পদমর্যাদার পার্থক্য নির্ণয় করে, সেই সতর্কতার অত্যন্ত অভাব দেখা গেল হাসিটার মধ্যে।

'আমাকে নিয়ে নয়, উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত স্প্যানিশ পাইলটকে নিয়ে, মিস...ইয়ে, ফার্স্ট অফিসার...,' ইচ্ছে করেই নামটা উচ্চারণ করলো না রানা। বেশ কিছুদিন ধরে মেয়েদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাচ্ছে না ও, জানতে পারলে ওর বস্ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান সম্ভবত ভারি খুশি হবেন।

'ফার্স্ট অফিসার রুবি, স্যার। রুবি বেকার।'

'ওয়েল, মিস বেকার, আমার সাথে ডিনার খাওয়ার ব্যাপারে কি বলো তুমি? ও, হ্যাঁ, আমি রানা—মাসুদ রানা।'

'দারুণ খুশি হবো, স্যার।' চোখ ঝলসানো, হৃদয় মোচড়ানো এক ঝলক হাসি উপহার দিয়ে ওয়ার্ডরুমের দিকে ঘুরলো রুবি। অদৃশ্য হলেও, বিষাক্ত তীরের মতো রানার গায়ে বিঁধলো তিনজন লেফটেন্যান্ট সহ বারে উপস্থিত সক্ষম সব ক'জন পুরুষের তীব্র দৃষ্টি।

আজ রাতে ওয়ার্ডরুমে ফরম্যাল ডিনার হচ্ছে না, কাজেই গোপন অভিসারের ইচ্ছেটাকে প্রশ্রয় দেয়ার সুযোগ পেলো রানা। 'এখানে নয়, ফার্স্ট অফিসার রুবি।' তিনটে নীল ফিতে আটকানো ইউনিফর্ম পরে রয়েছে মেয়েটা, খাটো আস্তিন—নগ্ন কনুইয়ের ওপরটা ছুঁয়ে দিলো রানা। 'ভালো একটা রেস্তোরাঁ চিনি আমি, নিরিবিলি, গাড়িতে মাত্র এক ঘন্টার পথ। কাপড় পাল্টাতে দশ

মিনিট সময় দিলাম তোমাকে।'

উদ্ভাসিত চেহারায় আবার মধুর হাসি ফুটলো। শুধু একটা সুন্দর সন্ধ্যা নয়, তারচেয়ে বেশি কিছু পাবার লোভ দেখালো রানাকে। 'ওহ্, গুড, স্যার। ইউনিফর্ম খোলার সুযোগ পেলে ভারি খুশি লাগে আমার।'

সতর্ক হবার আগেই আপত্তিকর, অক্ষমনীয় কল্পনা ডানা মেললো রানার মনে, তাড়াতাড়ি রুবির পিছু নিয়ে বেরিয়ে এলো বার থেকে।

রুবিকে বিশ মিনিট সময় দিলো রানা, জানে সন্ধ্যায় বাইরে বেরুবার জন্যে সাজগোজ করতে পছন্দ করে মেয়েরা। ও নিজেও সিভিল ড্রেসে বেরুতে চায়, যদিও সেটাও হবে প্রায় আরেক ধরনের ইউনিফর্ম—ডানহিল স্ল্যাকস আর ব্লেজার, ব্রেস্ট পকেটে আরএন ক্রেস্ট।

গাঢ় নীল বিএমডব্লিউ-টা নিয়ে মেয়েদের অফিসার্স কোয়ার্টারের সামনে চলে এলো রানা। অবাক হয়ে দেখলো, ওর আগেই পৌঁছে গেছে রুবি বেকার, চেহারায় রাজ্যের প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। সিভিল ড্রেসের ওপর একটা ট্রেঞ্চ কোট পরেছে সে, কোমরের কাছে আঁট করে বেল্ট বেঁধেছে, ফলে সুগঠিত কোমর আর নিতম্ব নিখুঁতভাবে ফুটে থাকায় আকর্ষণের মাত্রা বেড়ে গেছে বহুগুণ। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে রানার পাশে বসলো রুবি, স্কার্টটা উঠে গিয়ে চার ইঞ্চি উরু উন্মুক্ত হলো। গেট দিয়ে বেরুবার সময় রানা লক্ষ্য করলো, কোট বা স্কার্ট ঠিকঠাক করার কোনো গরজ নেই মেয়েটার মধ্যে, সিট-বেল্ট বাঁধার কাজে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে।

'তাহলে কোথায় যাচ্ছি আমরা, ক্যাপ্টেন রানা?'

গলার খসখসে, সেক্সি ভাবটুকু ওর কল্পনা, নাকি বরাবরই ওটার অস্তিত্ব ছিলো? 'ছোট্ট একটা পাবে। ভালো খাবার পাওয়া যায়। মালিকের বউ ফরাসী, তারমানে রান্নাটা হয় প্রথম শ্রেণীর। ডিউটির সময় ছাড়া আমাকে তুমি রানা বলে ডাকতে পারো।'

রুবির কণ্ঠে হাসির আভাস পেলো রানা, মেয়েটা যেন পুলকে অস্থির হয়ে পড়েছে। 'ধন্যবাদ, রানা। আমার একটা ডাক নাম আছে, মেয়েরা আমাকে শেলি বলে ডাকে। আমি যদিও রুবিটাই পছন্দ করি।'

'রুবি আমারও পছন্দ।'

'গল্পটা বহুবার বাবার মুখে শুনেছি। মেয়ের খুব শখ ছিলো বাবার। আমি যখন পেটে এলাম, মাকে বাবা বললো, তুমি যদি মেয়ে উপহার দাও তাহলে আমি তোমাকে রুবি পাথরের একটা আঙটি উপহার দেবো। সেই সূত্রেই আমার নাম রাখা হলো রুবি। তবে দ্বিতীয় গল্পটা বেশি রোমান্টিক, তাই সেটাই আমার পছন্দ।'

'কি সেটা?'

আবার মেয়েটার কণ্ঠস্বরে চেপে রাখা হাসির আভাস পেলো রানা। 'আমি যখন পেটে আসি তখন গোধূলি, খোলা আকাশের নিচে আমাকে রোপণ করেন বাবা, আকাশের রঙ ছিলো ঠিক রুবি পাথরের মতো লাল।'

দীর্ঘ একটা বাঁক নিতে ব্যস্ত রানা। 'রুবি নামটা আমার প্রিয় এই জন্যে যে এই নামে বয়স্কা এক ভদ্রমহিলাকে চিনি আমি, যিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। মহিলার স্বামী মস্ত বড় ইন্টেলিজেন্স অফিসার ছিলেন।' রানার তরফ থেকে বাজিয়ে দেখার চেষ্টা এটা,

রুবি বেকারও ওর মতো একই পেশায় আছে কিনা জানতে চাওয়া। মারভিন লংফেলো বলেছেন, আশপাশে অন্যান্য অফিসাররাও থাকবেন। কিন্তু রুবি বেকার টোপটা গিললো না।

'আজ বিকেলের ঘটনাটা সত্যি, রানা?'

'কোন্ ঘটনাটা?'

'তোমাকে লক্ষ্য করে সত্যি কেউ সাইডউইণ্ডার ছুঁড়েছিল?'

'আমি অন্তত সেরকমই উপলব্ধি করেছি। তুমি শুনলে কোত্থেকে? ব্যাপারটা তো অনেকের কাছে গোপন থাকার কথা।'

'আরে, তুমি জানো না? হ্যারিয়ারগুলো দেখাশোনা করে মেয়েরা, আমি তাদের লিডার।' রয়্যাল নেভির নিজস্ব ভাষায় স্থল ঘাঁটিগুলোকে স্টোন ফ্রিগেট বলা হয়। ঘাঁটিতে মেইন্টেন্যান্স ও আর্মিং-এর দায়িত্ব পালন করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, মেয়ে অফিসাররা। 'জেফারসন, উইংস-এর জেফারসন, আমাকে একটা মেমো পাঠালো, মুখে বলার চেয়ে মেমো লেখায় বেশি দক্ষ সে, বিশেষ করে মেয়েদেরকে লিখতে খুবই পছন্দ করে। মেমোটা পাবার পর তোমাদের সব প্লেনের ইলেকট্রনিক্স চেক করে দেখছি আমরা, যাতে ধোঁকায় না পড়ো।'

'ওটা একটা মিসাইল ছিলো, রুবি। মিসাইলের ধাওয়া খাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার আছে, তুমি জানো। শব্দটা আমি চিনি।'

'তবু আমাদের চেক করে দেখতে হবে। তুমি তো জানো কমাণ্ডার কি ধরনের লোক, সব সময় অভিযোগ করছে—আমরা রেন-রা নাকি তার প্রিয় হ্যারিয়ারগুলোর ঠিকমতো যত্ন করছি না। আমাদের যত্নে নাকি নারীসুলভ আদর আর ভালোবাসার অভাব থেকে যাচ্ছে।' হাসলো রুবি, খসখসে ও সংক্রামক, মনে হলো

রানার।

পনেরো মিনিট পর, পরিচ্ছন্ন ও নিরিবিলি রেস্তোরাঁটার এক কোণের একটা টেবিলে বসে আছে ওরা। পরিবেশিত হলো রাম্প্ স্টেক, আলু আর রসুন দিয়ে রান্না করা গোমাংস। ঘন্টাখানেক না পেরুতেই দেখা গেল পুরনো বন্ধুর মতো চুটিয়ে গল্প করছে ওরা। জানা গেল, কিছু লোককে দু'জনেই চেনে ওরা। রুবির বাবা যাজক ছিলেন, কিন্তু তাঁর বড় ভাই, স্যার মার্টিন বেকার, বেকারটন ন্যাব-এর সপ্তম ব্যারন ও মালিক ছিলেন। শিকার উপলক্ষ্যে বেকারটন ন্যাব-এ দু'একবার গেছে রানা, শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো রুবি। 'তাহলে তুমি আমার চাচাতো ভাই-বোন বুথ আর জেমকে নিশ্চয়ই চেনো?' প্রশ্ন করে ঝট্ করে মুখ তুলে তাকালো সে।

'ঘনিষ্ঠভাবে,' অবলীলায়, কোনো রকম ইতস্তত না করে জবাব দিলো রানা, চেহারায় কোনো ভাব ফুটলো না।

প্রসঙ্গটা দীর্ঘ করার উৎসাহ দেখালো না রুবি। এরপর ওরা বেকারটন ন্যাব-এ শিকার সম্পর্কে আলোচনা করলো, আলোচনা করলো রয়্যাল নেভিতে সময় কাটানোর সমস্যা নিয়ে, তারপর সঙ্গীত প্রসঙ্গ উঠতে রুবি বললো, 'আমার বড়টা, আর্থার, কেমব্রিজে পড়ার সময় প্রথম আমাকে জাজ শুনতে নিয়ে যায়, সেই থেকে অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়েছি জাজের।' ক্যারিবিয়ানে মাছ ধরার অভিজ্ঞতা, দু'জনেরই আছে। স্কিয়িং, দু'জনেরই পছন্দ। থ্রিলার রাইটার হিসেবে উইলবার স্মিথ, এরিক অ্যাম্বলার আর গ্রাহাম গীন ওদের প্রিয়।

'যেন মনে হচ্ছে কতো যুগ ধরে তোমাকে আমি চিনি, রানা,'

ঘাঁটিতে ফেরার সময় বললো রুবি।

সম্ভবত, ভাবলো রানা, এটা একটা কথার কথা, আবার আমন্ত্রণও হতে পারে। পাশের একটা গলিতে ঢুকিয়ে গাড়িটা দাঁড় করালো ও, বন্ধ করলো এঞ্জিন।

'আমারও সেই একই অনুভূতি, রুবি, মাই ডিয়ার।' অন্ধকারে মেয়েটার দিকে হাত বাড়ালো রানা। ওর প্রথম চুমোটা আনাড়ির মতো হলো, সাড়া দিলো রুবি, কিন্তু রানা আরো কাছে আসার চেষ্টা করছে দেখে বাধা দিলো সে।

'না, রানা। না, এখুনি নয়। ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে আমরা যখন শিপমেট হতে যাচ্ছি।'

'শিপমেট মানে?' রুবির চুলের ভেতর আঙুল চালালো রানা।

'শিপ, ইনভিনসিবল...।'

'ইনভিনসিবল কি?' ধীরে ধীরে সরে এলো রানা।

'কেন, দু'জনই তো আমরা অ্যাটাক এইটিনাইন উপলক্ষ্যে ওখানে হাজিরা দেবো, তাই না?'

'এই প্রথম শুনলাম আমি,' শান্তই থাকলো রানার গলা, কিন্তু উদ্বেগের একটা অনুভূতি সাপের মতো কিলবিল করছে তলপেটের ভেতর। 'এই প্রথম শুনলাম রেন-রা সাগরে যাচ্ছে—বিশেষ করে আক্রমণ '৮৯-এর মতো একটা এক্সারসাইজে।'

'কেন, ঘাঁটির প্রায় সবাই তো জানে। ইন ফ্যাক্ট, অফিশিয়ালি জানানো হয়েছে আমাকে। আমরা মেয়েরা পনেরোজন। আমি, আর চোদ্দজন রেটিং। জাহাজে আরো মেয়ে থাকবে।'

'কিন্তু আমার ব্যাপারটা?' শুধু উদ্বিগ্ন নয়, রীতিমতো ভয় পাচ্ছে রানা। ওকে ইনভিনসিবলে ডিউটি দিতে হবে, এটা যদি সবাই

জানে তাহলে শত্রুপক্ষের পক্ষে বাকিটা আন্দাজ করে নেয়া অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। শত্রুপক্ষকে ছোটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই, কারণ অনেক গোপনীয় তথ্য ইতিমধ্যে তারা জেনে ফেলেছে—রাশিয়ান নেভির সি-ইন-সি ছাড়াও তিনজন সিনিয়র অ্যাডমিরাল থাকবেন ইনভিনসিবলে। বিদ্যুৎচমকের মতো আজ বিকেলের ঘটনাটা মনে পড়ে গেল রানার। তাহলে কি ওটা ওকে খুন করার প্রচেষ্টা ছিলো?

অজুহাত দেখাবার সুরে নিজের কথা বলে চলেছে রুবি বেক্কার। রানা যে জড়িত, তা সে জানে বলেই প্রসঙ্গটা তুলেছে। 'ব্যাপারটা ক্লাসিফায়েড তো বটেই,' আত্মরক্ষার সুরে বললো সে। 'কিন্তু সিকিউরিটি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ তো শুধু যাদের জানার দরকার নেই তাদের জন্যে।'

'যাদের জানার দরকার আছে আমি বুঝি তাদের দলে পড়ি?'

'তালিকায় তোমার নাম আছে, রানা। অবশ্যই ক্লিয়ার‍্যান্স পেয়েছো তুমি।'

'আরো মেয়ে বলতে কি বোঝাতে চেয়েছো তুমি? কারা তারা?'

'তা আমাদের জানানো হয়নি। আমি শুধু জানি, ইনভিন-সিবলে আমরা ছাড়াও অন্য মেয়ে থাকবে।'

'ঠিক আছে, একেবারে প্রথম থেকে যা জানো সব বলো আমাকে, রুবি।'

মনোযোগ দিয়ে শুনলো রানা, আরো বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। এতোটাই, যে নিরাপদ যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে মারভিন লংফেলোর সাথে সাক্ষাতের জরুরী প্রয়োজন অনুভব করলো ও। 'এ-ব্যাপারে যার-তার সামনে বক বক করাটা ঠিক হবে না,

রুবি,' বললো ও। 'এমনকি আমার সাথে আলাপ করাও উচিত নয়।'

ঘাঁটিতে ফিরে এলো ওরা। গাড়ি থেকে মেয়েদের অফিসার্স কোয়ার্টারের সামনে নামার আগে বিষণ্ন চোখ তুলে রানার দিকে তাকালো রুবি, বললো, 'অন্তত চুমো খেয়ে শুভরাত্রি জানাও আমাকে, রানা।' অভিমান উথলে উঠলো তার গলায়।

স্মিত হাসলো রানা, হাত তুলে আঙুল দিয়ে রুবির নাকটা ছুঁয়ে দিলো। 'না, রুবি। না, এখুনি নয়। ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে আমরা যখন শিপমেট হতে যাচ্ছি।'

গাড়ি নিয়ে একা ফেরার পথে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে যতোই চিন্তা করলো ততোই গম্ভীর হয়ে উঠলো রানা। ঘাঁটি থেকে মাইলখানেক দূরে এসে একটা টেলিফোন বক্স থেকে বিএসএস-এর হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করলো ও। ডিউটি অফিসারের সাথে কথা হলো ওর, একটা স্ক্র্যাম্বলার ব্যবহার করছে সে। কথা দিলো, রোববারে মারভিন লংফেলোর সাথে রানার দেখা করার ব্যবস্থা করবে।

চার

সী হ্যারিয়ার আর স্প্যানিশ পাইলট রিকি ভালদাজকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার দিকে তল্লাশির কাজ স্থগিত রাখা হলো, সকালে আবার শুরু করা হবে।

পাইলট আর তার প্লেনের ভাগ্যে আসলে কি ঘটেছে?

সার্চ পার্টি তখনো হ্যারিয়ার বা পাইলটের খোঁজে রওনা হয়নি, বেশ আয়েশের সাথে একটা ছোটো ফ্রেইটার-এর কেবিনে বসে ধূমায়িত কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রিকি ভালদাজ। ফ্রেইটারটা রয়েছে তার নিজের দেশ, স্পেনের উপকূল থেকে দুশো মাইল দূরে।

জাহাজটা পর্তুগালে রেজিস্ট্রি করা, বো আর স্টার্নে নাম লেখা রয়েছে 'মিরানডা সালামানকা'। পর্তুগালের অপোর্টো বন্দরের দিকে যাচ্ছে ওটা। অপোর্টো ভালো ওয়াইনের জন্যে বিখ্যাত। সাগরে প্রায় ডুবে আছে মিরানডা, বোঝা যায় হোল্ডে ভারি কার্গো বহন করছে। শুধু হোল্ডে নয়, সামনের দিকে বড়সড় একটা কনটেইনারও রয়েছে, ডেকের বেশিরভাগ জায়গা দখল করে। জাহাজের কাগজ-পত্রে দেখা যাবে, কনটেইনারে এঞ্জিনিয়ারিং ইকুইপমেন্ট রয়েছে, গন্তব্য জিব্রালটার। ইকুইপমেন্টগুলো পাঠাচ্ছে

বিখ্যাত একটা ব্রিটিশ কোম্পানী। অপোর্টোয় শুধু রিফুয়েলিঙের জন্যে চব্বিশ ঘন্টা থাকবে মিরানডা, কাজেই কাস্টমস চেকিঙের ঝামেলা নেই।

কেবিনে রকি ভালদাজের সামনে ক্যাপটেন নয়, বসে রয়েছে ফারাজ লেবানন, বাস্ট-এর স্ট্র্যাটেজিস্ট। প্ল্যানটা কিভাবে সফল হলো তার বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছে ভালদাজ, শোনার ফাঁকে ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছে ফারাজ লেবানন, মাঝে মধ্যে প্রাণ খুলে হেসে উঠছে।

'প্লট থেকে সরে এসেছি, জানতাম কেউ লক্ষ্য করেনি,' স্প্যানিশ ভাষায় দ্রুত কথা বলছে ভালদাজ। 'আপনার লোকজনও ঠিক সময়ে অপেক্ষা করছিল। মাত্র দুই মিনিট লাগলো।'

চারটে হ্যারিয়ার টেক-অফ করে, তার প্লেনটা ছিলো দু'নম্বরে। হ্যারিয়ার নিয়ে নির্ধারিত উচ্চতায় ওঠে সে, সতর্কতার সাথে বাধ্যতামূলক কোর্স ধরে এগোয়। অপারেশনের ছক করা হয়েছিল মাত্র দশ দিন আগে, যদিও তারও আগে হ্যারিয়ার চুরির প্ল্যানটা গজায় ওদের মাথায়। আসলে রকি ভালদাজকে কোর্স করতে পাঠানোই হয়েছে এই কাজের জন্যে। স্প্যানিশ নেভিতে বাস্ট-এর এজেন্ট কয়েক হপ্তা আগে থেকেই তৎপর ছিলো, রকি ভালদাজকে দলে টানতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তার। অবশ্য প্রথমদিকে প্ল্যানটার মধ্যে মাসুদ রানাকে খুন করার ব্যাপারটা অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। বাস্ট-এর অপর এক এজেন্ট আক্রমণ '৮৯-তে রানার ভূমিকা সম্পর্কে খবর পাঠানোর পর এক ঢিলে দুই পাখি মারার আয়োজন করে তারা।

শ্রুসবারি-র সামান্য দক্ষিণে, উঁচু আকাশ থেকে গভীর একটা

বনভূমিতে নেমে আসে ভালদাজ। তার নৈপুণ্যের তুলনা হয় না, সী হ্যারিয়ার একটা এক্সপ্রেস লিফট–এর মতো ঝপ করে খাড়া নেমে আসে বনভূমির মাঝখানে, ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটায়। কাছাকাছি একটা ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে চারজন লোক অপেক্ষা করছিল। সাইডউইণ্ডার এআইএম–নাইনজে মিসাইলটা হ্যারিয়ারের স্টারবোর্ড সাইডের পাইলনে ফিট করতে খুব বেশি সময় নেয়নি তারা। (রয়্যাল এয়ারফোর্স বেস–এর পশ্চিম জার্মান ঘাঁটি থেকে মোট চারটে মিসাইল চুরি যায়, সেগুলোরই একটা ওটা।) দুই মিনিট বিশ সেকেণ্ডের মাথায় ফাঁকা জায়গা ছেড়ে সবেগে আকাশে উঠে এলো হ্যারিয়ার, ফিরে এলো নির্দিষ্ট কোর্সে। লিড এয়ারক্রাফটের পিছনে এবং তৃতীয় হ্যারিয়ারের যথেষ্ট সামনে থাকাটা তার জন্যে জরুরী ছিলো।

'ইয়োভিলটনের রাডার সত্যি যদি আমাকে হারিয়ে ফেলতো, রেডিওতে খবর পেতাম আমরা,' বিজয়ীর হাসি হেসে বললো ভালদাজ, সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালো ফারাজ লেবানন।

ভালদাজের হ্যারিয়ার রানার পিছনে তিন মাইলের মধ্যে চলে এলো, রানা তখন বম্বিং রেঞ্জ থেকে ফিরছে। 'ওটার পিছু নিয়ে মিসাইল ছুঁড়ে দিলাম,' ফারাজ লেবাননকে বললো ভালদাজ। 'এরপর আমার বোমাটা ফেলার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি আমি।'

দু'দিকে হাত মেলে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো ফারাজ লেবানন। 'আমার ভয় হচ্ছে বন্ধু মাসুদ রানা বেঁচে গেছে।' হাসলো সে, যেন বলতে চায়, প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল হওয়া কঠিন।

বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো রকি ভালদাজ, বিব্রতবোধ করছে। 'দুঃখিত। সাধ্যমতো যতোটুকু করার করেছি আমি। লোকটার নার্ভ

ইস্পাত দিয়ে তৈরি, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বিপদেও ঘাবড়ে যায়নি ব্যাটা।'

'মন খারাপ করবেন না। ক্যাপটেন রানার ব্যবস্থা করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। আফসোস এই যে এক ঢিলে দুটো পাখি মারা গেল না। তবে, আমি কথা দিচ্ছি, মি. ভালদাজ, তাকে বিদায় নিতে হবে। আমাদের অপারেশন সফল করতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই।'

হাসলো ভালদাজ, সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁত দুটো বেরিয়ে পড়লো। তারপর কাহিনীটা শেষ করলো। সফলতার সাথে বোমা ফেলে আকাশে উঠে আসে সে। 'রাডারে ধরা পড়ার জন্যে ৩০° ডিগ্রী উঁচু করি প্লেনের নাক। এক হাজার ফুটে পৌঁছে সবগুলো ফ্লেয়ার ছাড়ি, বোতাম টিপে অফ করি নিজের রাডার, তারপর অন করি ইসিএম।' ইলেকট্রিক কাউন্টার মেজারস পড ব্যবহার করা হয় স্থল রাডার ও মিসাইলকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে। 'ব্যাপারটা ফুল প্রুফ নয়, অবশ্যই, তাই আমি জিরো ফুটে নেমে আসি প্লেন নিয়ে, তারপর আপনার দেয়া কোর্স ধরি। ভারি মজা পাচ্ছিলাম, বিশ্বাস করুন। পানি থেকে মাত্র কয়েক ফুট ওপরে ছিলো আমার প্লেন। পানির ছিটা লাগছিল, হিটার আর ওয়াইপার পুরোদমে চালু থাকলেও উইণ্ডশীল্ড সবসময় পরিষ্কার রাখা যাচ্ছিলো না। ঠিক ওড়া নয়, বলা যায়, বোট নিয়ে ভাসছিলাম।'

সোজা আটলান্টিকে বেরিয়ে আসে হ্যারিয়ার, তারপর বে অভ বিস্কে–র দিকে ঘুরে যায়। দুশো মাইল পেরিয়ে এসে অপেক্ষারত মিরানডা সালামানকার পাশে প্লেনটাকে স্থির করে ভালদাজ। খাড়াভাবে ল্যাণ্ড করার জন্যে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে ফ্রেইটারে।

ককপিট থেকে বেরিয়ে এলো সে, পরমুহূর্তে লোকজন প্লেনটার চারধারে ফলস সাইড খাড়া করার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলো, তৈরি করে ফেললো বিশাল কনটেইনারটা।

'গুড।' তেল চকচকে হাসির রেখা আর ভাঁজ ফুটিয়ে তুললো ফারাজ লেবানন মুখে। 'আপনার কৃতিত্বের প্রশংসা করি আমি। এখন আমাদের সবার দেখতে হবে মেশিনটা যাতে ঠিকমতো ওভারহল করা হয়, ঠিকমতো ফুয়েল ভরা হয়, তারপর অস্ত্র দিয়ে সাজানো হয়। এই কাজগুলো শেষ হলেই অপারেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের দায়িত্ব চাপবে আপনার কাঁধে। ভালো কথা, এটার নাম দিয়েছি আমরা, অপারেশন লস।' রহস্যময়, সকৌতুক হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে। 'নামটা ইচ্ছে করেই ব্যঙ্গাত্মক রাখা হয়েছে, তবে ভারি অর্থপূর্ণ। অপারেশন লস মানে মেজর সুপার পাওয়ারগুলো তাদের প্রিয় কিছু জিনিস হারাবে—নিজস্ব জাইরোস্কোপ ছাড়া কোন্ রাষ্ট্রই বা চলতে পারে, বলুন?'

'এই অংশটুকু বুঝলাম না,' বললো ভালদাজ, যদিও কোনো ব্যাখ্যা দাবি করলো না সে, তবে অস্বস্তিবোধ করছে।

'আপনি বুঝছেন না, কারণ আপনার জানা নেই আসলে ঠিক কি বাজি ধরেছি আমরা।' আবার সেই তেল চকচকে হাসি দেখা গেল ফারাজ লেবাননের মুখে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। 'আসুন, খানাপিনা সারি। কিছু রসের আলাপও হতে পারে। আপনার জন্যে ভারি মজাদার একটা উপহার আছে। মিষ্টি, পাকা, টসটসে। আমাকে বলা হয়েছে, মিশরীয় মেয়ে সে, আপনার মতোই ধাওয়া করতে অভ্যস্ত। তবে আগে ভুরিভোজন, কারণ আপনার প্রচুর এনার্জি দরকার হবে।'

*

শনিবার প্রায় সারাটা দিনই আকাশে থাকলো রানা, সন্ধ্যা আটটার দিকে ওয়ার্ডরুমে ডিনার খেতে এসে দেখলো লোকজন নেই বললেই চলে। অ্যান্টি-রুমে ঢুকলো ও, রুবি বেকারকে দেখে বিস্মিত হলো। স্মার্ট, প্রায় সামরিক ধাঁচের ড্রেস পরে আছে সে। 'কেমন আছো, রুবি?' স্মিত হাসলো রানা, যেন কাল রাতের মান-অভিমানের কথা ভুলে যাওয়া হয়েছে।

'ভালো আছি, স্যার,' পদমর্যাদার কথা মনে রেখে কথা বললেও, হাসলো রুবি বেকার। 'আপনার সাথে কথা বলবো বলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি।'

'বেশ। ডিনার খেতে আপত্তি নেই তো?'

'সত্যি খুশি হবো। কোটটা নেবো আমি। আমরা কি...?'

মাথা নাড়লো রানা, একটা হাত বাড়ালো রুবিকে থামাবার জন্যে। 'শনিবারে ওয়ার্ডরুমে লোকজন প্রায় থাকেই না, রুবি। দেখাই যাক না কি পরিবেশন করে এরা।'

দেখা গেল ওয়ার্ডরুমে ওয়াচ অফিসার আর রয়্যাল মেরিন ডিউটি অফিসার ছাড়া আর কেউ নেই। দু'জনেই তারা সমীহের সাথে রানার উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকালো, কিন্তু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলো না। পথ দেখিয়ে ওদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে এলো রানা রুবিকে, এক কোণের টেবিলে সামনাসামনি বসলো দু'জন। একজন রেন স্টুয়ার্ড পরিবেশন করলো। মেনুতে রয়েছে স্মোকড স্যামন, তারপর গ্রিলড্ স্টেক। স্টেক বাদ দিয়ে গ্রীন স্যালাড-এর অর্ডার দিলো রানা।

অলসভঙ্গিতে আলাপ করলো ওরা, যে সমস্যা সম্পর্কে দু'জনেই

সচেতন সেটা এড়িয়ে গেল কৌশলে, যতোক্ষণ না মেইন কোর্স পরিবেশিত হলো। প্রসঙ্গটা তুললো রুবি। 'কাল রাতে যা ঘটেছে সেজন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।' কথা বলার সময় অন্যদিকে তাকালো সে, লালচে হয়ে উঠলো চেহারা।

'কোন্ অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাইছো?' মেয়েটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো রানা, যতোক্ষণ না চার চোখ এক হলো।

'সমস্ত সিকিউরিটি রেগুলেশন লঙ্ঘন করেছি আমি, স্যার। অ্যাটাক এইটিনাইন বা ইনভিনসিবল, দুটোর কোনোটাই আমার উচ্চারণ করা উচিত হয়নি। সত্যি আমি দুঃখিত। আসলে অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হয়েছিল, বিশেষ করে আমি যখন জানি যে জাহাজে আপনাকেও পাঠানো হবে।'

'ঠিকই বলেছো,' একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো রানা। 'ফার্স্ট অফিসার তুমি, কাজেই ইতিমধ্যে সিকিউরিটির নিয়মকানুন সবই তোমার ভালোভাবে জানা থাকা উচিত। তোমাকে আমার সত্যি কথা বলতে হবে, রুবি। সুন্দরী তরুণীদের ওপর খুব একটা ভরসা রাখতে পারি না আমি, ওদের বেশিরভাগেরই মুখে লাইসেন্স থাকে না। তোমার অন্তত জানার কথা, রয়্যাল নেভিকে সাইলেন্ট সার্ভিস বলা হয়। চোখ খোলা আর মুখ বন্ধ, রয়্যাল নেভির এটাই তো বৈশিষ্ট্য।'

'আমি জানি, স্যার। সত্যি দুঃখিত। এইমাত্র ভাবছিলাম, আশা করাটা যদিও বোকামির পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু যদি আমাকে ক্ষমা করা হয়, তাহলে হয়তো...।'

মেয়েটাকে ঠিক বুঝতে পারছে না রানা। বেশি কথা বলা তার কি স্রেফ একটা স্বভাব, নাকি প্রথম শ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী? 'তাহলে

কি?'

'না, ইয়ে, কাল রাতের ঝগড়াটা মিটে গেলে আবার আমরা···।'

'কাল রাতের কথা ভুলে গেলে নিজের ভালো করবে তুমি, অন্তত যতোক্ষণ না বিবেকের দংশন থেকে পরিত্রাণ পাও।' বেশি কড়া কথা বলা হয়ে গেল কিনা ভেবে ঠোঁট টিপে হাসলো রানা। 'এসো, গোটা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করি আমরা। তারপর, সবকিছুই সম্ভব। সামাজিকভাবে মেলামেশা করতে পারি আমরা। কোনো সমস্যা হওয়ার তো কথা নয়।'

হতভম্ব দেখালো রুবি বেকারকে, প্লেটটা ঠেলে উঠে দাঁড়ালো সে, বিড়বিড় করে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল ওয়ার্ডরুম থেকে। শান্তভাবে ডিনার শেষ করলো রানা, টেবিল ছেড়ে অ্যান্টিরুমে ঢুকলো, কফির সাথে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি মেশালো, তারপর ফিরে এলো নিজের কোয়ার্টারে। কাল ছুটির দিন, কিন্তু ওকে খুব ব্যস্ততার মধ্যে থাকতে হবে।

ব্রেকফাস্ট সেরে আটটার মধ্যে রয়্যাল ন্যাভাল স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো ও। ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীতে ঢুকে ভালোই লাগছে রানার, ভালো লাগার কারণটা খুঁজতে গিয়ে উপলব্ধি করলো, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ম্যান অভ রুটিন', সে ঠিক তাই। সামরিক বাহিনীতে নাম লেখাবার পিছনেও এটা একটা কারণ ছিলো, যদিও মুখ্য কারণ ছিলো দেশের সেবা করা, দেশের সীমান্ত এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

রয়্যাল নেভিতে পদমর্যাদার সুবিধেটুকু উপভোগ করছে রানা।

যদিও এই মুহূর্তে সুবিধেটুকু নিচ্ছে না ও। সিভিল ড্রেসে রয়েছে রানা, সতর্কতার সাথে নিজের বিএমডব্লিউ চালাচ্ছে, একটা চোখ পড়ে রয়েছে রিয়্যার ভিউ মিররে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে রয়েছে ও, ঘাড়ে বিপজ্জনক একটা অ্যাসাইনমেন্ট, তার ওপর যাচ্ছে গোপনে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সাথে যোগাযোগ করতে।

গাড়ি চালিয়ে চেডার-এ চলে এলো রানা, শেষ বসন্তের রোববারে রাস্তায় লোকজন খুব কম দেখে খুশি হলো মনে মনে। মেইন রোড থেকে বাঁক নেয়ার সময় কাউকে দেখলো না, গাড়ি নিয়ে এগোলো সুদৃশ্য একটা অট্টালিকার দিকে।

গ্যারেজের বড় দরজা খোলাই পেলো রানা, ক্রিমসন কালারের একটা ল্যানসিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে জন মিচেল। গাড়ি বদলাতে এক মিনিটও লাগলো না রানার, ল্যানসিয়া নিয়ে বেরিয়ে এলো ও। ওর বিএমডব্লিউটা গ্যারেজে ঢোকালো মিচেল। রাস্তায় আর কোনো গাড়ি নেই, পথিকরাও এদিকে মনোযোগ দিলো না। মাথায় একটা ফিশিং হ্যাট পরলো রানা, চোখে গাঢ় রঙের চশমা। কোনো কথা হলো না, রাস্তায় উঠে এসে রানা দেখলো ওর গাড়িটাকে আড়াল করার জন্যে গ্যারেজের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে মিচেল।

এক ঘন্টা পর, এমফাইভ মটরওয়ে ধরে ছুটছে রানার ল্যানসিয়া। বাঁক নিয়ে এমফোর-এ উঠে এলো ও, এই হাইওয়েই ওকে পৌঁছে দেবে লণ্ডনে। উইণ্ডসোর এগজিট-এ পৌঁছুতে পনেরো মিনিট লাগলো, এরপর থেকে ঘুরপথ ধরে এগোলো রানা, দেখতে চায় কেউ পিছু নিয়েছে কিনা। অনেকটা সময় নষ্ট করে বেলা এগারোটায় উইণ্ডসোর-বাগশট রোডে ফিরে এলো আবার, ডান

দিকে ঘুরে ঢুকে পড়লো পাথুরে গেটের ভেতর।

গেটের ভেতর সারি সারি ওক আর পাইন গাছ। মূল বাড়ির এক পাশে গাড়ি থামালো রানা। কাঁকরের ওপর পা ফেলার শব্দ তুলে পোর্টিকো–য় উঠে এলো ও, কলিংবেলের বোতামে চাপ দিলো। দু'সেকেণ্ডের মধ্যে খুলে গেল দরজা, সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মারভিন লংফেলোর নাতনি সুসান হার্ট। রানাকে দেখতে পাবার আগে থেকেই হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে তার চেহারা, জানে দরজা খুলে কাকে দেখতে পাবে। 'কেমন আছো, সুসান?' কলেজে পড়ে মেয়েটা, চোখে চশমা, চেহারায় ইন্টেলেকচ্যুয়াল ভাব।

'ভালো, মি. রানা,' চশমার ভেতর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ জোড়া হাসছে। 'কই, আপনি তো আর সময় করে একদিন এলেন না! কথা দিয়েছিলেন বৈষ্ণবদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন আমাকে, মনে আছে?'

সুসানের পিছু নিয়ে হলে ঢুকলো রানা। 'সময় করতে পারিনি, সত্যি দুঃখিত। ঠিক আছে, আগামী মাসের শেষ হপ্তায় আসবো, কেমন?'

'মনে থাকে যেন!' আবদারের সুরে বললো সুসান, মেহগনি কাঠের বিশাল দরজায় নক করলো।

'কাম,' কামরার ভেতর থেকে ভারি গলা ভেসে এলো মারভিন লংফেলোর।

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো রানা। টেবিলটা জানালার কাছে, দুটো মাত্র চেয়ার, কামরায় আসবাবপত্রের কোনো বাহুল্য নেই। টেবিলের ওপর বড় একটা অ্যাটলাস, দেয়ালে বেশ কয়েকটা ন্যাভাল প্রিন্টস। মারভিন লংফেলোর হাতের কাছে দুটো

টেলিফোন।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন বিএসএস চীফ, করমর্দন করলেন রানার সাথে, ইঙ্গিতে বসতে বললেন। 'আশা করি দেখা করতে চাওয়ার জোরালো কারণ দেখাতে পারবে তুমি, রানা। তোমাকে আগেই জানানো হয়েছে, কোনো ডিসট্রেস সিগন্যাল না পেলে যোগাযোগ করা যাবে না।'

'মি. লংফেলো, আমি…।'

'যদি বলতে চাও কেউ তোমাকে লক্ষ্য করে মিসাইল ছুঁড়েছে, দরকার নেই বলার, কারণ ঘটনাটা আমি জানি। এ–ও আমি জানি যে, এর জন্যে দায়ী হতে পারে তোমার প্লেনের ইলেকট্রনিক ক্রটি…।'

'উইথ রেসপেক্ট, মি. লংফেলো। ওটা কোনো ইলেকট্রনিক ক্রটি ছিলো না। আরো কারণ আছে। কারণ ছাড়া ফিল্ড রুল লঙ্ঘন করবো না আমি, আপনি জানেন।'

রানা আগেই বসেছে, এতোক্ষণে মারভিন লংফেলোও বসলেন। 'সেক্ষেত্রেও তুমি বরং সব কথা…।' ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠে তাকে বাধা দিলো লাল টেলিফোনটা। রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন তিনি, কথা না বলে দু'বার 'হুম' করলেন, তারপর ক্রেডলে নামিয়ে রাখলেন রিসিভারটা। 'কেউ তোমার পিছু নেয়নি। ভালো কথা, মিসাইলের ব্যাপারে তুমি যদি নিশ্চিত হও—আমি অবশ্য নই—কিভাবে কি ঘটলো জানাও আমাকে। তারপর বলো, আর কি বিষয়ে আলাপ করতে চাও।'

শুরু থেকে যা যা ঘটেছে বলে গেল রানা। কেউ সাইডউইণ্ডার মিসাইল ছুঁড়ে আকাশ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল ওকে। না

থেমে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে চলে এলো ও, ফার্স্ট অফিসার রুবি বেকারের আচরণ সম্পর্কে জানালো। 'সে বলছে, পনেরোজন রেনকে ইনভিনসিবলে পাঠানো হবে বলে ঠিক হয়েছে। বলছে, ব্যাপারটা সবাই নাকি জানে। আমি যাবো, তা-ও নাকি কারো অজানা নয়। ভেবে দেখলাম আপনার সাথে আলোচনা করা জরুরী। সবাই যদি জানে, তাহলে এটা আর গোপন অ্যাসাইনমেন্ট থাকলো কিভাবে?'

মারভিন লংফেলো কিছু বলছেন না দেখে আবার শুরু করলো রানা।

'বোঝাই যাচ্ছে, বাস্ট-এর লোকজনও ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে ব্যাপারটা। তার মানে যে-কোন মুহূর্তে, চাইলেই, আমাকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে পারে তারা। সে চেষ্টা এরই মধ্যে একবার তারা করেছে।'

ঝাড়া এক মিনিট চুপ করে থাকলেন মারভিন লংফেলো, তারপর গলাটা পরিষ্কার করলেন। 'সবচেয়ে ভালো হয় ফার্স্ট অফিসার রুবি বেকারকে তালিকা থেকে বাদ দিলে,' গম্ভীর সুরে বললেন তিনি। 'কিন্তু সে যদি লক্ষ্মীদের একজন না হয়, আমাদের উচিত হবে তাকে তার ভূমিকায় থাকতে দেয়া, সেক্ষেত্রে তার ওপর নজর রাখার সুযোগ পাবে তুমি। যদিও গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে ভারি ইন্টারেস্টিং লাগছে, বিশেষ করে এটা দেখার পর।' সতর্কতার সাথে একটা ফাইল খুলে পিন দিয়ে আটকানো দু'পাতা কাগজ বের করলেন তিনি, বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে।

স্ট্যাণ্ডার্ড মেইন্টেন্যান্স ফর্ম, রানার সী হ্যারিয়ার পরীক্ষা করার পর বিস্তারিত রিপোর্ট লেখা হয়েছে। পড়ার সময় টেকনিক্যাল বিবরণগুলোর ওপর বিশেষ মনোযোগ দিলো রানা। ত্রুটিপূর্ণ এক

জোড়া ট্র্যান্সপণ্ডার–এর উল্লেখ করা হয়েছে, ওগুলো ইন্টারন্যাল ওয়ার্নিং সিস্টেমের অংশবিশেষ। দ্বিতীয় কাগজটার শেষ দিকে সারমর্ম লেখা হয়েছে—

'কোনো ধরনের দুর্ঘটনাবশত মিসাইল নিক্ষিপ্ত হবার আগেই সংশ্লিষ্ট হ্যারিয়ারের ট্র্যান্সপণ্ডারে গোলযোগ দেখা দেয়া সম্ভব বলে মনে হলেও, সামগ্রিক পরিস্থিতি দৃষ্টে একথা ধরে নেয়াই যুক্তিযুক্ত যে বম্বিং রান–এর সময় বা তারও আগে ত্রুটিটা দেখা দেয়। ওপরে উল্লেখিত ট্র্যান্সপণ্ডারের একটা বা দুটোতেই, ত্রুটি দেখা দেয়ার পর পাইলটরা প্রায়ই রিপোর্ট করে মিসাইল কাছে আসছে বা তাদেরকে লক্ষ্য করে মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে। এলাকার কোনো প্লেনে মিসাইল ছিলো না, এটা মনে রাখলে আলোচ্য ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটেছে বলে ধরে নিতে হয়।—রুবি বেকার (ফার্স্ট অফিসার রেনস)।

'বুঝলাম না, মিস্টার লংফেলো। রুবি বেকার আমার সাথে একমত নয়, কারণটা সে–ই ভালো জানে। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, ট্র্যান্সপণ্ডার কোনো গোলমাল করেনি। মিসাইল একটা সত্যি ছোঁড়া হয়েছিল, ব্যাপারটা মিথ্যে প্রমাণ করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ফার্স্ট অফিসার রুবি বেকার। প্রশ্ন হলো, কারণটা কি? সে কি নিজের পিঠ বাঁচাবার চেষ্টা করছে?'

রিপোর্টটা ফেরত নিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সরাসরি রানার দিকে তাকালেন মারভিন লংফেলো। 'তুমি, রানা, পুরোপুরি—শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত?'

'যে–কোনো বাজি ধরতে রাজি আছি।'

মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'বর্তমান পরিস্থিতিতে

রুবি বেকারকে ইনভিনসিবল থেকে দূরে সরিয়ে রাখাটাই স্বাভাবিক হবে, কিন্তু আমি চাই আয়োজনটা অপরিবর্তিত থাকুক। অন্তত সতর্ক হবার সুযোগ পেয়েছো তুমি।'

দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকলো সুসান, হাসি মুখে বললো, 'লাঞ্চের সময় হয়েছে।'

'রোববার হলেও, বেশি কিছু খাওয়াতে পারবো না তোমাকে, রানা,' মারভিন লংফেলো বললেন। 'তবে, তোমার পছন্দ হবে বলে মনে হয়। তুমি আসছো শুনে সুসান নিজের হাতে রান্না করেছে, তোমরা যাকে "ভ্যাট" বলো। সরষে বাটা দিয়ে হিলসা। ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্য রোস্ট বীফও আছে। আছে নতুন আলু আর স্যালাড। চলবে তো?'

'কিন্তু, মি. লংফেলো,' চেহারায় বিব্রত একটা ভাব নিয়ে বললো রানা, 'আমার তো খাবার কথা ছিলো না!'

'সেটা সুসান জানে।'

দোরগোড়া থেকে সুসান বললো, 'আমার কি দোষ। গ্রাণ্ড পা'র প্রিয় কেউ এলে উনি তাকে না খাইয়ে ছাড়েন না। যেমন, জেমস বণ্ড। কে ওঁর প্রিয়, কে নয়, আমি জানি বলেই কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে আয়োজনটা করেছি।'

'ঠিক আছে, চলুন বসা যাক,' মারভিন লংফেলোর দেখাদেখি চেয়ার ছাড়লো রানা, তারপর বললো, 'জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি, বণ্ড কোথায় বলুন তো? সে থাকতে আমাকেই বা কেন অ্যাসাইন-মেন্টটা...?'

'অসুস্থ। ওর ওপর দিয়ে গত ক'মাস বিরাট ধকল গেছে।' রানাকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে দ্রুত এগোলেন মারভিন

লংফেলো, বোঝা গেল এ-প্রসঙ্গে আর কিছু বলতে চান না তিনি।

সরষে বাটা দিয়ে ইলিশ ভালোই রেঁধেছে সুসান, তবে ঝাল হয়নি। ভাতগুলোকে চাল বলাই ভালো, সেদ্ধ হয়নি। তবু যতোটুকু পারলো খেলো রানা, ভদ্রতা বজায় রেখে সুসানের প্রশংসাও করলো।

আবার যখন একা হলো ওরা, কৌতূহলী মনের প্রশ্নটা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো রানা, 'ইনভিনসিবলে পনেরোজন মেয়েকে পাঠানো হচ্ছে, কারণটা বলবেন আমাকে? আমি নিজে কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না, কিন্তু জানি ব্রিটিশ নাবিকরা বিশ্বাস করে ন্যাভাল ভেসেলে মেয়েলোক মানেই ভাগ্যে খারাবি আছে।'

'হ্যাঁ, জানি, নাবিকরা ব্যাপারটাকে ভালো চোখে দেখে না। তোমার প্রশ্নটা জটিল, রানা। জটিল এই অর্থে যে সব কথা এমনকি তোমাকেও এখনো জানানো হয়নি। এখনি জানাবার সঠিক সময় কিনা তা-ও আমি বুঝতে পারছি না। অবশ্য তুমি ইনভিনসিবলে ওঠার আগেই জানাবো বলে ভেবেছিলাম।' কফির কাপে ঘন ঘন চুমুক দিলেন তিনি। 'আমার জানামতে রাশিয়ানরা কমপক্ষে একজন ফিমেল অ্যাটাশে নিয়ে আসছে। কিন্তু পনেরোজন ব্রিটিশ রেন আর একজন রাশিয়ান মেয়ে, সমান হলো কি?'

'কি করে!'

'কাজেই তোমাকে সব কথা এখুনি আমার জানাতে হয়। কিন্তু মনে রেখো, তথ্যটা ক্লাসিফায়েড। এতোটাই ক্লাসিফায়েড যে আর কিছুর সাথে তুলনা চলে না। অন্তত শান্তির সময়ে।'

একটানা আধ ঘন্টা ধরে কথা বলে গেলেন বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলো। তাঁর কথা শুনে শুধু বিস্মিত নয়, অসম্ভব উদ্বিগ্ন

হয়ে পড়লো রানা। আগামী কয়েক হপ্তা এই উদ্বেগ ওর পিছু ছাড়বে না।

সেদিনই সন্ধ্যা ছ'টায় ইয়োভিলটনে ফিরে এলো রানা, এবারও চেডার–এ গাড়ি বদল করলো ও। গোটা অ্যাসাইনমেন্টটা সম্পর্কে এই প্রথম পরিষ্কার একটা ধারণা পেয়েছে, উপলব্ধি করছে বাস্ট–এর সাথে ওর মোকাবিলাটা হবে জীবনের সবচেয়ে কঠিন আর ঝুঁকিপূর্ণ যুদ্ধ। এরকম বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্ট আর কখনো পায়নি রানা।

উইণ্ডসোর গেট পার্কে মারভিন লংফেলোর সাথে রানা যখন আলোচনা করছে, ঠিক একই সময়ে প্লাইমাউথ–এ মিটিং করছে আরো একদল লোক। একজন এঞ্জিনিয়ার, পেটি অফিসার, চব্বিশ ঘন্টার ছুটি পেয়ে একটা পাবলিক হাউসে লাঞ্চ খেতে বসেছে। দিনটা রোববার, কাজেই লাঞ্চের আগে লোকজন একটু বেশি পান করে, কিন্তু আলোচ্য ব্যক্তিটি নিজের স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়ালো না। খাওয়া–দাওয়া সেরে যখন সে বেরিয়ে এলো, চেহারায় বেশ ফুর্তির ভাব লেগে রয়েছে।

ইতিমধ্যে দু'জন বন্ধু জুটেছে তার।

পেটি অফিসার প্লাইমাউথে থাকে না, তবে আর সব নাবিকদের মতো শহরটা তার ভালোই চেনা আছে। বন্দরে কোনো মেয়েমানুষ না থাকলে রোববারটা একা একা লাগে। পেটি অফিসারের স্ত্রী লণ্ডনে চাকরি করে, কাজেই তার কথা ভেবে কোনো লাভ নেই। বারে জোটা বন্ধু দু'জন সিভিলিয়ান, একজনের নাম মাইকেল রবসন, তার ফার্ম টারবাইনের প্রয়োজনীয় পার্টস সরবরাহ করে, সেই সূত্রে পেটি অফিসারের সাথে তার একটা মিল আছে। দ্বিতীয়

লোকটার নাম বিল হ্যামণ্ড। বিলও একটা কোম্পানীর প্রতিনিধি, তার কোম্পানী ফাইবার অপটিকস তৈরি করে। মাইকেল আর বিল পুরনো বন্ধু, একই জায়গায় প্রায়ই দেখা হয় দু'জনের, কাজ নিয়ে প্লাইমাউথে আসলেই।

নতুন বন্ধুরা মেয়েমানুষ, মদ, জাহাজ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসে, কাজেই তাদেরকে পেটি অফিসারের মনে ধরলো। নতুন বন্ধুত্বের সূত্র ধরে তাদেরকে লাঞ্চ খাওয়ানোর আমন্ত্রণ জানালো সে। 'খাওয়া-দাওয়া সেরে দেখি কোথাও কোনো কচি মাল পাওয়া যায় কিনা,' নাবিকসুলভ অশ্লীল শব্দ সহযোগে নিজের মনের চাহিদা প্রকাশ করলো সে। 'প্রফেশন্যাল হোক আর অ্যামেচার, কোনোটাতেই আমার আপত্তি নেই।'

'আরে, তাহলে তো তোমাকে আমরা সাহায্য করতে পারি,' বললো মাইকেল। 'বিল আর আমি তো প্রায়ই এখানে রাত কাটাই। আমাদের দুর্বলতা বা হবি, যাই বলো, কি হতে পারে কল্পনা করে নাও।'

পেট ভরে খেলো ওরা, আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে নাভির নিচেটা ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গ প্রায় তুললোই না কেউ। 'তোমার বউ যদি কোনো দিন জানতে পারে, তখন কি করবে?' পেটি অফিসারকে জিজ্ঞেস করলো বিল।

'ওরে সর্বনাশ! জানতে পারলে ডাণ্ডা মারবে মাথায়। ওর ভাইগুলো গুণ্ডাপাণ্ডা ধরনের, লেলিয়ে দেবে আমার পিছনে। উঁহুঁ, কোনোভাবে জানতে দেয়া চলবে না।'

তাকে ওরা একটা প্রাইভেট ক্লাবে নিয়ে গেল। দু'জনেই ওরা ক্লাবটার সদস্য। অল্পবয়েসী কয়েকটা মেয়ে দেখানো হলো পেটি

অফিসারকে, সবক'টা পেশাদার হলেও দেখতে খারাপ নয়। এর আগে স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সাথে শোয়নি পেটি অফিসার, কাজেই ভয় এবং আগ্রহ দুটোই তার মধ্যে মাথাচাড়া দিলো। নতুন বন্ধুরা অভয় দিলো তাকে, সাহস যোগালো। 'অভ্যেস নেই বলে অমন লাগছে। এরপর দেখবে আমাদের সাহায্য ছাড়াই এখানে এসে বাছাবাছি করছো। এখন বলো, কোন্‌টা তোমার পছন্দ।'

মাইকেল থামতেই বিল বললো, 'আর যদি খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ে থাকো, দু'তিনটে নিয়ে ঘরে ঢোকো। সব খরচা কিন্তু আমাদের, দোস্ত।' গলা ছেড়ে হেসে উঠলো সে।

স্বর্ণকেশী এক মেয়েকে পছন্দ করলো পেটি অফিসার, তার বয়স ষোলোর বেশি হবে না, তবে যে-কোনো টিন-এজারের চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ বলে সুনাম আছে।

দু'মুখো আয়নার পিছনে লুকানো ছিলো ক্যামেরাটা। ছোট্ট এই প্রাইভেট ক্লাবে প্রায়ই ওটা ব্যবহার করা হয়। মেয়েটার সাথে প্রায় ঘন্টা দুই সময় কাটালো পেটি অফিসার, বিদায় নেয়ার সময় জানালো, 'ভারি তৃপ্তি বোধ করলাম।'

নতুন বন্ধুদের আমন্ত্রণে রাতে এক সাথে ডিনার খেলো পেটি অফিসার। খেতে বসে আগামী রোববার কিভাবে কাটাবে তার প্ল্যান করলো ওরা। এরপর আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। বড় আকারের ন্যাভাল টারবাইন এঞ্জিন সম্পর্কে কথা বললো ওরা। প্রসঙ্গটা তুললো বিল।

ওরা জানে, ন্যাভাল টারবাইন এঞ্জিন সম্পর্কে পেটি অফিসার একজন এক্সপার্ট।

পাঁচ

নভেম্বরের শেষ দিকে 'হেলথ ডিপেণ্ডস অন স্ট্রেংথ' আবার ধরা পড়লো লিসনিং পোস্টে, কমপিউটার তার কাজ শুরু করলো, চব্বিশঘন্টার মধ্যে প্রতিলিপিটা পৌঁছে গেল বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলোর ডেস্কে।

এবারও কথা বললো কেনেথ কালভিন আর ফারাজ লেবানন।

'আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন না নাবিক লোকটা, রানা, আমাদের এই জটিল অপারেশনের জন্যে একটা হুমকি হয়ে দাঁড়াবে?' জিজ্ঞেস করলো কেনেথ কালভিন।

'আমি আমার শত্রু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাই,' ফারাজ লেবানন কথা বলছে ফিসফিস করে। 'রানাকে রয়্যাল নেভির সাধারণ একজন অফিসার মনে করার কোনো কারণ নেই। তার ইতিহাস ও রেকর্ড সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর আসছে। এমন হওয়া বিচিত্র নয়, ইনভিনসিবলে তাকে লিয়াঁজো অফিসার হিসাবে রাখা হতে পারে।'

'সিলেকটেড বডিগার্ড সেকশনের লিডার?'

'সম্ভবত।'

'বোঝাই যায়, আপনি তাকে বিপজ্জনক হুমকি বলে ধরে নিয়েছেন, তা না হলে তাকে এতো তাড়াতাড়ি সরাবার প্ল্যান করতেন না।'

'ব্যাপারটাকে আমি মিলিটারি অপরচিউনিটি হিসেবে দেখি। সুযোগ একটা ছিলো। কিন্তু সফল হইনি।'

দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলো কেনেথ কালভিন, তার-পর বললো, 'শুনুন, ফারাজ, আমি চাই না অপারেশন লস-এর দ্বিতীয় পর্যায়টা ব্যর্থ হোক বা কমপ্রোমাইজ করা হোক। আমাদের সংগঠন ব্রাদারহুড-এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তো আছেই, কিন্তু তাছাড়াও আমার ব্যক্তিগত বিপুল টাকা ঢালা হয়েছে এর মধ্যে। আমি যে গোটা ব্যাপারটা থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হতে চাই তা কখনো গোপন করার চেষ্টা করিনি। ব্রাদারহুড-এর ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে আমার, আমি জানি এই সংগঠনের দ্বারা বিশ্ব সমাজকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজানো সম্ভব, দুনিয়ার সমস্ত অন্যায় আর শোষণ চিরতরে দূর করা যাবে, কিন্তু সেই সাথে নিজের জন্যে আমি একটা সম্পদের পাহাড়ও গড়ে তুলতে চাই, কারণ তা না হলে আমার সাধনার ফসল সংগঠনটাকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো যাবে না। কাজেই আমি চাই কোনো রকম ঢিলেমি যেন না হয়, প্ল্যানের পরবর্তী পর্যায়টা যেন নিখুঁতভাবে সফল হয়।'

'সামনের সাপ্তাহিক ছুটিতে কাজটা শেষ করবো আমরা, আমাদের লোকজন কাজে নেমে পড়েছে। এ-ব্যাপারে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। সব ঠিকঠাক মতোই ঘটবে।'

'আর মাসুদ রানা? তার কি হবে?'

'মঞ্চ থেকে তাকে সরিয়ে দেয়াই বোধহয় ভালো। ব্রিটিশ

সিক্রেট সার্ভিসের একজন উপদেষ্টা সে। তবে এটাও নাকি তার আসল পরিচয় নয়। ইনফরমাররা বলছে, রানা নাকি এসপিওনাজ জগতের কিংবদন্তী, অত্যন্ত দক্ষ সংগঠক, যে-কোনো ঝুঁকি নিতে পারে। লিডার হিসেবে তার নাকি তুলনা হয় না। কিলার হোয়েলের ত্রিরত্নকে যারা পাহারা দেবে, রানা যে তাদের লিডার হিসেবে থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'ঘটনাটা ঘটার আগে যদি তাকে আমরা সরিয়ে দিই?' জিজ্ঞেস করলো কেনেথ কালভিন। 'সে মারা গেলে তার জায়গায় কি নতুন আরেকজনকে পাঠানো হবে, তার মতো যোগ্য কাউকে?'

'তার বদলে অন্য কেউ তো আসবেই,' বললো ফারাজ লেবানন। 'তবে তার মতো যোগ্য লোক পাবে কোথায়? বলা হচ্ছে রানার নাকি জুড়ি নেই। আরেকজন যে ছিলো জেমস বণ্ড, সে গুরুতর অসুস্থ।'

আবার দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি। ছাগলের ডাক শোনা গেল, একজন রাখাল খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লোকজন, সম্ভবত চাকর-বাকররা, তর্ক করছে দূরে কোথাও।

'লোকটা মুসলিম, তাই না?' অবশেষে জিজ্ঞেস করলো কেনেথ কালভিন।

'হ্যাঁ,' বললো ফারাজ লেবানন। 'কেন জানতে চাইছেন?'

'আগামী মাসে ক্রিসমাস,' বললো কেনেথ কালভিন। 'লোকটা খ্রিস্টান হলে নিশ্চয়ই কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিতো।'

'খ্রিস্টান হোক আর না হোক, ছুটি তো পাবেই,' বললো লেবানন। 'আর ছুটি পেলে ন্যাভাল বেস ছেড়ে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যাবেই। কিন্তু কি ভাবছেন বলুন তো?'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কেনেথ কালভিনের। 'কোথাও বেড়াতে যাবে, তাই না? ভেরি গুড।' হঠাৎ কঠোর হয়ে উঠলো তার চেহারা। 'খোঁজ নিয়ে জানুন কোথায় ছুটি কাটাতে যায় লোকটা। আমি তাকে বিড়ালের হাতে তুলে দেবো। আমাদের ব্যর্থ হবার আশঙ্কা তাতে কমবে।'

রিজেন্ট পার্কের কাছাকাছি, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের হেড-কোয়ার্টারে, প্রতিলিপিটা পড়ছে জন মিচেল, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন মারভিন লংফেলো। মিচেল খুব দ্রুত পড়তে পারে, তবু ধৈর্য হারিয়ে ডেস্কের ওপর আঙুল নাচাচ্ছেন তিনি। মিচেল শেষ করতেই ভারি গলায় জানতে চাইলেন তিনি, 'কি বুঝলে?'

'প্রচুর তথ্য জানে ওরা,' ম্লানকণ্ঠে বললো মিচেল। 'ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমি নতুন করে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুপারিশ করবো, স্যার। গোটা ব্যাপারটা বাতিল করে দিন।'

'হুম!' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন মারভিন লংফেলো। 'কিন্তু, চীফ অভ স্টাফ, কল্পনা করতে পারো আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে? কি ধরনের কি জড়িত জানি, সেজন্যেই ভয় পাচ্ছি গোটা ব্যাপারটা বাতিল করার চেষ্টা করলেও ঝুঁকি আছে।'

নিজের প্রিয় জায়গা অর্থাৎ খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো জন মিচেল, 'হুম' আওয়াজটা এবার তার গলা থেকে বেরুলো। নিচের পার্কের দিকে চোখ রেখে বললো সে, 'সমস্যাটা আমি বুঝি, স্যার। কিন্তু খারাপ কিছু যদি ঘটে...'

'আমাদের সামনে একটা রাস্তাই খোলা আছে, খারাপ কিছু ঘটতে না দেয়া। রানাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করার একটা সুযোগ দেখতে পাচ্ছি আমি। ঝুঁকি আছে, মারাত্মক ঝুঁকি, কিন্তু এ-

ধরনের ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত রানা—এতো বড় এজেন্ট তো আর এমনি এমনি হয়নি ছেলেটা। ক্রিসমাস সম্পর্কে কেনেথ কালভিন কি বললো শুনলে তো। ওদেরকে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসার সুযোগ দিয়ে একটা ফাঁদ পাততে অসুবিধে কি আমাদের? ওরা প্রকাশ্যে তৎপর হলে লাভ আমাদেরই, তাই না?'

'রানাকে আপনি বাঘের টোপ হিসেবে ছাগল বানাতে চান, স্যার?'

'ছাগল বলতে রাজি নই আমি, বরং স্টকিং-হর্স বলা যেতে পারে—ঘোড়া বা ঘোড়ার ডামির আড়ালে থেকে শিকারীরা শিকারের দিকে এগোয়, জানো তো? অবশ্য আগে ওর অনুমতি পেতে হবে। দেরি করো না, জন, রানার সাথে সাক্ষাতের আয়োজন করো। কিন্তু সাবধান, শতকরা একশো ভাগ নিরাপদ হওয়া চাই। বুঝতে পারছো তো?'

'পারছি, স্যার।'

'বিড়াল,' যেন আপনমনে বিড়বিড় করছেন মারভিন লংফেলো। 'বাস্ট—ভাইপারের ওপর চড়ে আছে তিনমাথা নিয়ে একটা দানব। একটা মাথা মানুষের, একটা সাপের, তৃতীয়টা বিড়ালের। বিড়াল, জন।'

'গ্লেনডা বার্ক, তাই না?'

'কি আছে ফাইলে?'

'খুবই সামান্য, স্যার। আমরা জানি, এক সময় মোসাড-এর সাথে চুক্তিতে কাজ করেছে সে। বৈরুতে ফ্রি-ল্যান্সার স্পাই হিসেবে বিভিন্ন গ্রুপের হয়ে স্যাবোটাজ চালিয়েছে। কারণ যাই হোক, আজ পর্যন্ত তার কোনো ফটো কোথাও পাওয়া যায়নি।

গ্লেনডার বয়স সাতাশ বা আটাশ হবে। আমরা আরো জানি, অপূর্ব সুন্দরী সে। ছদ্মবেশে, ছদ্ম-পরিচয়ে গোপন কাজ করে অভ্যস্ত। তার চেহারার বর্ণনা আজও আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মারভিন লংফেলো বললেন, 'রানার দুর্বলতা টের পেয়ে গেছে ওরা। সুন্দরী মেয়েদের সান্নিধ্য ভালো-বাসে ও। তবে একটা তথ্য সম্ভবত জানা নেই ওদের, সুন্দরী মেয়ে মাত্রই রানার দৃষ্টিতে সন্দেহের পাত্রী। গ্লেনডা বার্ক সম্পর্কে আরো তথ্য পাবার চেষ্টা করো, জন। তারপর রানার সাথে আমার দেখা করার ব্যবস্থা করো। আবার বলছি, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আয়োজনটা করতে হবে—কোনো ফাঁক থাকা চলবে না, নিরাপত্তার ব্যবস্থা হওয়া চাই নিশ্ছিদ্র।'

মাথা ঝাঁকালো জন মিচেল। অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় গম্ভীর এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখালো তাকে।

হ্যারিয়ার কোর্স ক্রমশ আরো বেশি সময় কেড়ে নিচ্ছে রানার। প্রতিদিন দূরত্বের সীমা আগের দিনের চেয়ে বাড়ানো হচ্ছে। প্রতিবার নতুন বম্বিং রেঞ্জে বোমা ফেলে আসছে রানা। ফাইটার পাইলট হিসেবেও নতুন নতুন দায়িত্ব চাপছে ওর ঘাড়ে।

প্রথমে সিমুলেটর-এ, তারপর আরো বিপজ্জনক বাস্তব ক্ষেত্রে, নিয়মিত ডগ-ফাইট টেকনিক শিখছে ও—কখনো অন্য প্লেনে ওর ইনস্ট্রাকটর থাকছে, কখনো কোর্সমেটরা।

কঠিন পরিশ্রম করতে হচ্ছে রানাকে, তার ওপর রুবি বেকারকে নিয়ে উদ্বেগের অন্ত নেই। ওর নির্লিপ্ত ব্যবহারে উল্টো ফল ফললো, রানার প্রতি আরো ঝুঁকে পড়লো মেয়েটা। প্রায় প্রতিদিন আকাশ

থেকে প্লেন নিয়ে নামার পর তাকে ওর জন্যে অপেক্ষা করতে দেখলো রানা। কিংবা হয়তো অ্যান্টিরুমে ঘুর ঘুর করছে, অথবা রানার ডিনার টেবিলে উদয় হলো। ওর ভালো–মন্দ, স্বাস্থ্য, মন–মেজাজ সম্পর্কে সব সময় খোঁজখবর নেয় রুবি, উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। যদিও ভদ্রতার সীমা কখনোই লঙ্ঘন করে না।

'মক্ষিরানী, আমরা যাকে এই ন্যাভাল বেসের অনুপ্রেরণা বলি, তোমার জন্যে দেখছি পাগল!' মার্কিন নেভি পাইলট একদিন খেতে বসে মন্তব্য করলো। 'সত্যি, রানা, তোমার ভাগ্য দেখে ঈর্ষা হয়।'

'তাই নাকি? পাগল?' চেহারায় অবাক ভাব নিয়ে বললো রানা। 'সত্যি যদি তাই হয়, খুব খুশি হবো কেউ যদি তাকে নদীতে ঝাঁপ দিতে বলে।'

'জানি কি বলতে চাইছো, ক্যাপটেন। এই যান্ত্রিক পাখিতে চড়ে সারাটা দিন আকাশ চষার পর, উদ্যম বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না–দু'পেয়ে রক্তমাংসের পাখিটা যতোই উপাদেয় হোক না কেন।'

'ঠিক তাই,' আড়ষ্ট হাসি হেসে টেবিল ছেড়ে চলে গেল রানা।

দু'দিন পর একটা পোস্টকার্ড পেলো রানা, কার্ডে ছাপা রয়েছে অক্সফোর্ডের 'মার্টায়ার্স' মেমোরিয়াল। উল্টোদিকের লেখাগুলো পড়লো রানা, কার হাতের লেখা চিনতে পারলো না। লেখাটা হুবহু এরকমঃ

'কমপ্লিটেড টোয়েনটি–টু পেজেস অভ নোটস অন বিয়ার–বেইটিং ইন দ্য সিক্সটিনথ্ সেঞ্চুরি, ভিজিটেড ব্লেনহেইম প্যালেস টু টেক আ লুক অ্যাট দ্য আর্কাইভস হুইচ কেপ্ট মি বিজি ওভার দ্য উইকএণ্ড। হোপ টু সী ইউ সুন। লাভ অ্যাজ এভার। জুডিথ।'

কথাগুলো সাঙ্কেতিক, তবে সাধারণ জ্ঞান থাকলে অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব। জুডিথ হলো জরুরী মিটিঙের নোটিস। মিটিঙটা কখন আর কোথায় সহজেই বুঝতে পারলো রানাঃ বিয়ার হোটেলে, উডস্টকে, অক্সফোর্ডের কাছে। রবিবার রাত আটটায়, বাইশ নম্বর কামরায়—কামরার নম্বরটা হুবহু উল্লেখ করা হয়েছে, সময় হলো ১৬·০০ ঘন্টা, যোগ চার। হয় মারাত্মক কিছু ঘটেছে, নয়তো প্ল্যান বদলের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

উডস্টকে পৌছুলো রানা, কিন্তু উঠলো সিলেটিদের 'শ্রীমঙ্গল' হোটেলে, খানিকটা নিরাপত্তার কথা ভেবে, খানিকটা স্বদেশপ্রীতির কারণে।

হোটেলে নাম লিখিয়ে হাঁটতে বেরলো রানা। শ্রীমঙ্গলে ফিরে এসে ঘন্টা কয়েক বিশ্রাম দিলো পা দুটোকে, তারপর কাছাকাছি বিয়ার হোটেলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো। সামান্য পথ, হেঁটেই রওনা হলো ও।

উডস্টক শহরটা ছোটো, তবে লোকসংখ্যা প্রচুর। বাংলাদেশীরা এখানে ভালো ব্যবসা করছে। বাতাসে পটেটো চিপস আর ধোঁয়ার গন্ধ ভালো লাগলো না ওর। বিয়ার হোটেলের সামনের দরজা দিয়ে শান্তভাবে ভেতরে ঢুকলো ও, সরু প্যাসেজের শেষ মাথায় রিসেপ-শন, সেটাকে এড়িয়ে এন্ট্রান্স হলের ভেতর দিয়ে চলে এলো ছোটো একটা এলিভেটরের সামনে। এই এলিভেটারই ওকে বাইশ নম্বর কামরায় পৌছে দেবে।

ওর জন্যে অপেক্ষা করছেন বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলো। সাথে তাঁর চীফ অভ স্টাফ জন মিচেল।

'আমাদের ইলেকট্রনিক বিশেষজ্ঞরা খানিক আগে কামরাটা সার্চ করেছে,' কুশলাদি বিনিময়ের পর মারভিন লংফেলো বললেন। 'কোনো আড়িপাতা যন্ত্র নেই, যদিও আজকাল জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না।'

মারভিন লংফেলো এবং বন্ধু জন মিচেলের উদ্দেশ্যে স্মিত হাসলো রানা। দু'জনের চেহারায় গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে বুঝলো, খবর ভালো নয়।

ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখালেন মারভিন লংফেলো। রানা বসার পর তিনি প্রশ্ন করলেন, 'বাস্ট-এর কথা মনে আছে তো?'

'ভুলি কি করে। তারাই তো আমাদের প্রধান প্রতিপক্ষ।'

'আজরাইলের ভূমিকা নিয়েছে ওরা, রানা। তোমার জান কবজ করতে চাইছে।'

'এখন তাহলে আপনি বিশ্বাস করেন মিসাইলটা আমাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছিল?'

'করি। তবে এবার আমরা অন্তত ওদের একজনকে ধরার সুযোগ পাবো। আমরা জানি কখন ওরা তোমার ওপর হামলা করবে। কে করবে, তা-ও জানি। শুধু জানি না কোথায়।'

'জানি না, আবার জানিও, স্যার,' বললো জন মিচেল। রানার দিকে তাকালো সে। 'কোথায়, সেটা নির্ভর করে তোমার ওপর, রানা। তোমার পছন্দ মতো যে-কোনো জায়গায়।'

'আমার পছন্দমতো?' রানা বিস্মিত। 'আমার পছন্দ করা জায়গায় আমাকে আক্রমণ করবে?'

'হ্যাঁ,' মারভিন লংফেলোর পরিষ্কার বাদামী চোখ দুটো রানার মুখে স্থির হয়ে আছে। 'ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে তোমাকে আমরা ছুটি

দিতে চাই, রানা।'

'রশি দিয়ে বাঁধা ছাগল, বাঘের টোপ?'

'স্টকিং-হর্স,' শুধরে দিলো জন মিচেল। 'অথবা বলা যায় ক্রিসমাস হর্স, বাস্ট যাতে তোমার চিমনি বেয়ে নেমে এসে পা থেকে মোজা দুটো খুলে নিতে পারে। আলোচ্য ক্ষেত্রে, রানা, বাস্ট নারীমূর্তির আকৃতি ধরে আসবে তোমার দ্বারে।'

'আচ্ছা,' ঠোঁটে আড়ষ্ট হাসি ফুটলো রানার, 'বুঝেছি। খেলাটা হবে মন্থরগতি ঘোড়া আর দ্রুতগতি নারীর মধ্যে, তাই কি?'

'এর আগেও এ-ধরনের ভূমিকায় সাফল্যের সাথে উতরে গেছো তুমি, রানা,' হাসা তো দূরের কথা, মারভিন লংফেলোর চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপলো না।

'আমার নিজস্ব কোনো মতামত থাকতে পারে না?'

'অবশ্যই আছে, কিন্তু আমরা জানি তুমি আমাদের সাথে এক-মত হবে।' মাথা নাড়লেন মারভিন লংফেলো। 'এরইমধ্যে অনেক বেশি জেনে ফেলেছে বাস্ট। অ্যাটাক এইটিনাইনের সময় ছোবল তারা মারবেই, কিন্তু তোমাকে তারা প্রবল বাধা বলে মনে করছে। তবে, এখনো তারা আয়োজন সম্পর্কে বিশদ কিছু জানে না। যেমন, বডিগার্ড অপারেশনে ছয়জন এসএএস এজেন্টের নেতৃত্ব দিচ্ছো তুমি।'

'ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো,' বললো রানা। 'মি. লংফেলো, আমি নিজেও তো ওদের সম্পর্কে এই প্রথম শুনছি।' থামলো রানা, জন মিচেলের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার বিএসএস চীফের দিকে তাকালো। 'এতো সব যখন জানেন আপনারা, ওদের সাথে ওদের ভাষায় কথা বলছেন না কেন? কাজে হাত দেয়ার আগে ওদের

হাতগুলো ভেঙে দিলেই তো পারেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মারভিন লংফেলো। 'ওদের রিঙ লিডারদের নাম জানি আমরা। তাদের মধ্যে দু'জনের চেহারা কি রকম তাও জানি, কিন্তু ব্রাদারহুড সংগঠনটা আসলে কতো বড় সে–সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই, ধারণা নেই কি রকম ফ্যানাটিক তারা। লিডারদের চারজন যথেষ্ট হিংস্র, জানি, তবে নেতাদের নেতা লোকটা, যাকে মাস্টারমাইণ্ড বলা হচ্ছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের চাইতে বিনিয়োগ করা টাকা ফেরত পেতে বেশি আগ্রহী সে।'

'একেবারে বাধ্য না হলে তোমাকে আমরা বিপদের মুখে ফেলতে চাইবো না, রানা,' শুরু করলো জন মিচেল।

'বলো খুব বেশি বিপদে।'

'বিশেষ করে যখন অ্যাটাক এইটিনাইনের সময় ঘনিয়ে আসছে,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'কিলার হোয়েলে তোমাকে একান্তভাবে দরকার আমাদের। তবে, তার আগে, ওদের একজন লিডারকে আমরা মুঠোর ভেতর পেতে চাইছি। সুযোগ যখন একটা পেয়েছি, সেটা হাতছাড়া করি কেন। এখন তুমি কি বলো? ক্রিসমাসের ছুটিতে যাচ্ছো কোথাও?'

'বছরের এই সময়টা ভারি অস্বস্তিবোধ করি আমি,' নিজের নাকের ডগা অনুসরণ করে তাকালো রানা। 'ক্রিসমাসের ছুটিতে আমার খ্রিস্টান বন্ধুরা যে রকম বাড়াবাড়ি করে, কখনোই পছন্দ করতে পারিনি। সেজন্যেই ইউরোপ–আমেরিকায় থাকলে এ–সময়টায় আমি দূরে কোথাও, নির্জন কোথাও পালিয়ে যাই।' কয়েক সেকেণ্ড বিরতি নিলো রানা, তারপর চোখ তুলে সরাসরি মারভিন

লংফেলোর দিকে তাকালো। 'আপনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে কোনো জায়গার কথা ভেবেছেন, তাই না?'

সতর্কতার সাথে মাথা ঝাঁকালেন বিএসএস চীফ, জানেন না তাঁর বাছাই করা জায়গায় যেতে রানা রাজি হবে কিনা। 'বেশ কয়েক বছর আগের কথা, মনে পড়ে, কি একটা কারণে গা ঢাকা দেয়ার দরকার হয় তোমার? কারণটা অবশ্য তোমরা, মানে মি. রাহাত খান বা তুমি আমাকে বলোনি। আমি তখন বিএসএস-এর ডেপুটি ডিরেক্টর। বে অভ নেপলস-এ, ইজকিয়া-র একটা ভিলায় পাঠিয়েছিলাম তোমাকে।'

'গরমের দিন ছিলো…,' পরিষ্কার মনে আছে রানার। গোটা এলাকাটা নির্জন আর নিরিবিলি, অপরূপ মহিমায় সেজে আছে প্রকৃতি। মাত্র দু'মাইল গাড়ি চালিয়ে গেলেই ভালো হোটেল পাওয়া যায়। দিনভর সুইমিং পুলে সাঁতার কাটো, কেউ উঁকি দেয়ার নেই। সাথে একজন কুক থাকতে পারে, থাকতে পারে মেইডসার্ভেন্ট। 'খরচাটা, যতো দূর মনে পড়ছে, আপনারাই দিয়েছিলেন। কিন্তু ভিলাটা তো খোলা থাকে শুধু গরমের দিনে।'

'আমি বোধহয় মালিকপক্ষকে রাজি করাতে পারবো,' চেহারায় একটা জেদ ফুটে উঠলো মারভিন লংফেলোর।

রানার হার্টবিট বেড়ে গেছে। 'ক্রিসমাসের ছুটিতে ইজকিয়া… মন্দ কি! বলুন, কি করতে হবে আমাকে।'

'প্রথম শর্ত,' শুরু করলেন বিএসএস চীফ, 'ওখানে তোমাকে নিঃসঙ্গ, একা থাকতে হবে। তুমি যেন একটা সিটিং ডাক, চোখ বুজে ডালে বসে থাকা পাখি, দেখামাত্র গুলি করার লোভ হবে শিকারীর। তোমাকে আমরা খুব সামান্যই কাভার দিতে পারবো।

অবশ্যই লোকাল পুলিসকে ডাকবো না...,' পরবর্তী এক ঘন্টা ধরে কথা বলে গেলেন তিনি, সেই সাথে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলো রানা, গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করবে ওরই ওপর। ওখানে টোপ সেজে বসে থাকতে হবে ওকে, একটা মেয়ে এসে কখন ওকে খুন করার চেষ্টা করে তার অপেক্ষায়। মেয়েটা যদি একাও আসে, সম্ভবত তার একজন ব্যাক-আপ থাকবে। মেয়েটা এবং তার ব্যাক-আপের অ্যাসাইনমেন্ট ব্যর্থ করে দিতে হবে রানাকে, তাকে বা তাদেরকে ধরে আনতে হবে ইংল্যাণ্ডে, বহাল তবিয়তে ফিরে আসতে হবে নিজেকেও।

'কাজটায় ঝুঁকি আছে,' মারভিন লংফেলো থামতে বললো রানা।

'কিন্তু এ-ধরনের কাজ আগেও তুমি করেছো। এখন বলো, কি দরকার তোমার?'

'একটা নাইন এমএম।'

মারভিন লংফেলোর সাথে রানা যখন ক্রিসমাসের ছুটি নিয়ে আলোচনা করছে, প্রায় ওই একই সময়ে মাইকেল আর বিল তখন তাদের নতুন বন্ধু পেটি অফিসার এঞ্জিনিয়ারকে একটা দুঃসংবাদ পরিবেশন করলো। 'ভেবো না আমরা তোমার শুভানুধ্যায়ী নই, জনি,' বিল বললো। 'বিশ্বাস করো, তোমাকে সত্যি আমাদের ভালো লেগেছে, এবং আমরা তোমার ভালো বৈ মন্দ চাই না। কিন্তু আমরাও খুব চাপের মুখে আছি, ভাই।'

'ওই ক্লাবে যে ওরা গোপনে ফটো তোলে, জানাই ছিলো না আমাদের। কী সর্বনেশে ব্যাপার, ভাবতেই আমার গা শিউরে

উঠছে। একটা নয়, দুটো নয়, দু'ডজন ফটো—বিশ্বাস না হয়, এই দেখো না!' বলে এঞ্জিনিয়ার জনি পার্কারের সামনে ফটোগুলো ছড়িয়ে দিলো মাইকেল। যৌনমিলনের অশ্লীল ছবি, সাদাকালো।

মাইকেলের হোটেল কামরায় রয়েছে ওরা, প্লাইমাউথে। ফটো-গুলো উত্তেজনাকর হলেও, ওগুলোর দিকে কাতর, বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো পেটি অফিসার। 'এগুলো তোমরা আমার স্ত্রীর কাছে পাঠাবে?' ঠিক প্রশ্ন নয়, কাতর বিলাপের মতো শোনালো।

'না, আমরা কেন পাঠাতে যাবো!' অভয় দেয়ার সুরে, নরম গলায় বললো মাইকেল। 'তোমার মতো আমরাও তো একই বিপদে পড়েছি, তুমি বুঝতে পারছো না? বলছি তো, আমরা জানতাম না।'

'দু'চারশো নয়, এক বস্তা টাকা!' নতুন বন্ধুর মতোই বিমর্ষ হবার ভান করলো বিল। 'বলতে চাইছি, সমস্ত খরচা আমরা দেবো বলে ক্লাবকে জানিয়েছিলাম, এখন ওরা বিল চাইছে। বিল তো নয়, একে ব্ল্যাকমেইলিং বলে। তোমার সাথে এখন আমরাও ফুটো নৌকায়।'

'অথচ আমরা ধরে নিয়েছিলাম ক্লাবটায় রাত কাটালে শুধু কামরার ভাড়া দিতে হয়, ফাও পাওয়া যায় মেয়েমানুষ। এর আগে কখনো এক পেনিও বিল করেনি ওরা।'

'ক–কতো টাকা চাইছে ওরা?' সাদা হয়ে গেছে পেটি অফিসারের চেহারা। অনুভব করলো, মুখ থেকে সব রক্ত নেমে আসছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মাইকেল। 'এগারো হাজার আটশো পঁচিশ পাউণ্ড।'

'সাথে আছে আরো বাষট্টি পেন্স।'

'কিন্তু...অসম্ভব, এতো টাকা যোগাড় করা অসম্ভব!' আতঙ্কে

চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠলো পেটি অফিসারের। 'প্রশ্নই ওঠে না! নেই! বউ আমাকে খুন করে ফেলবে—ভাগ্য যদি খুব ভালো হয়, ডিভোর্স করবে। কোনো ভাবেই এতো টাকা যোগাড় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'বাড়িটা দ্বিতীয় বার মর্টগেজ দেয়া যায়?' মাইকেল নরম সুরে জানতে চাইলো।

'প্রথম মর্টগেজের টাকাই তো শোধ করা হয়নি।' প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা পেটি অফিসারের।

ফটোগুলো নিখুঁতভাবে এক করলো মাইকেল। 'ওরা একটা উপায় বাতলে দিয়েছে আমাদের, মুক্তি পাবার একটা সুযোগ পেতে পারি আমরা। কিন্তু ওদেরকে আমি বলে দিয়েছি, প্রস্তাবটা তুমি শুনতে পর্যন্ত রাজি হবে না।'

'মুক্তির উপায়? কি?'

'উঁহুঁ, তুমি শুনতে রাজি হবে না।'

বিল, তিনটে গ্লাসে নির্জলা হুইস্কি ঢালছে, বাধা দিলো। 'ওদের প্রস্তাবে আমাদেরকে টাকা দেয়ার কথাও আছে। ওকে বলাই ভালো, মাইকেল।'

'বেশ,' আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো মাইকেল। 'তুমি রাজি হলে, সবাই আমরা এই বিপদ থেকে বাঁচতে পারি। দু'হাজার পাউণ্ড আয়ও হবে তোমার, জনি, যেহেতু ঝুঁকিটা তুমি নেবে।'

'দু'হাজার পাউণ্ড আয় হবে? আমি পাবো? দু'হাজার পাউণ্ড? বলো, কাকে খুন করতে হবে আমার?'

'আরে ধুর, খুন-খারাবির ব্যাপার নয়,' কাছে সরে এলো মাইকেল, ফিসফিস করে প্রস্তাবটা ব্যাখ্যা করতে শুরু করলো। জানে, প্রত্যাখ্যান করার উপায় নেই পেটি অফিসারের।

ছয়

নেপলস্ মাসুদ রানার প্রিয় শহর নয়। হারবারে পৌঁছুতে হলে সরু একটা রাস্তা ধরে যেতে হয়, রাস্তাটার প্রায় সার্বক্ষণিক অসহনীয় যানজট গুলিস্তানের যানজটকেও হার মানাবে। দীর্ঘ যানবাহনের লাইন পড়েছে, লাইনের শেষের দিকে আটকা পড়েছে ও, চারদিকে ড্রাইভারদের গালিগালাজ, হর্নের কান-ফাটানো শব্দ, পুলিসের ছুটোছুটি আর হুইসেলের আওয়াজ, যাকে বলে নরক একেবারে গুলজার। অবস্থা আরো দুর্বিষহ করে তোলার জন্যে শুরু হয়েছে ঝম ঝম বৃষ্টি।

এ যেন এমন একটা শহর, সময় যার কথা ভুলে গেছে। ভাড়া করা একটা ফিয়াট নিয়ে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে সামনে বাড়ছে রানা। ওর সামনে একটা ট্রাকে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আছে মিনারেল ওয়াটার ভর্তি অসংখ্য বোতল। পর্যটকদের আকর্ষণ হিসেবে নেপলস্ তার আগের মর্যাদা কখনোই ফিরে পায়নি। পরিবর্তে শহরটা ট্রানজিট পয়েন্ট হয়ে উঠেছে। লোকজন এয়ার-পোর্টে নামে, হয়তো দু'এক রাত শহরে কাটায়, তারপর পম্পেই শহরের দিকে কেটে পড়ে বা আনন্দ-ফুর্তি করার জন্যে ছোটে

সোরেন্টোর দিকে, অথবা ফেরি ধরে চলে যায় ক্যাপ্রি নয়তো ইজকিয়া অভিমুখে। ক্যাপ্রি আর ইজকিয়াকে বে অভ নেপলস্-এর গেট বলা হয়।

দ্বীপ দুটোকে বহুকাল ধরে বসবাসের অযোগ্য বলে গণ্য করা হচ্ছে, যদিও নিয়াপোলিটান-রা মাটি কামড়ে পড়ে আছে আজও। পর্যটক অবশ্য এখনো আসে। আর আছে ন্যাটো-র নাবিকরা, বিভিন্ন জলযান থেকে ছুটি পেয়ে দ্বীপ দুটোয় ঢুঁ মারে তারা। তাদেরকে টানে বারগুলো, সস্তা বিনোদনেরও কোনো অভাব নেই।

দু'এক হাত এগোয় ট্রাফিক, তারপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, এভাবে চলছে ঘন্টার পর ঘন্টা। নেপলসের রাস্তায় ধুলোর পাহাড় আছে, বিশেষ করে শীতকালে। শহরের মাথার ওপর ঝুলে আছে ভিসুভিয়াসের রোমহর্ষক হুমকি।

অবশেষে ফেরির কাছাকাছি পৌছুলো ফিয়াট। পিছনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রাইভেট কার আর মালপত্র বোঝাই ট্রাক বহর। একটা ট্রাক ওভারটেক করে এগোবার চেষ্টা করছে দেখে একজন পুলিস অফিসার তেড়ে এলো, পাদানিতে উঠে জানালা দিয়ে ট্রাকের ভেতর মাথা গলিয়ে দিলো সে, সকৌতুকে রানা দেখলো ড্রাইভারকে কষে একটা চড় মারলো লোকটা। শহরটা লণ্ডন হলে পুলিস অফিসারের ক্যারিয়ার খতম হয়ে যেতো, কিন্তু এখানের অবস্থা আলাদা, ড্রাইভার জানে অভিযোগ করলে নেপলসে আর গাড়ি চালাতে হবে না তাকে।

এক সময় ফেরিতে চড়ার সুযোগ পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে মেজাজ বিগড়ে গেছে রানার, শরীরের প্রতিটি পেশী আড়ষ্ট। ভেহিকেল ডেকে গাড়ি রেখে ফেরিতে উঠলো ও, দাঁড়াবার মতো

ভালো একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। লোকজনকে ধাক্কা দিয়ে পথ করে নিতে হলো, ছোটো একটা বারে ঢুকে অর্ডার দিয়ে কানা চোখের পানির মতো যে জিনিসটা পাওয়া গেল তার নাম নাকি কফি। অতিরিক্ত মিষ্টি, তবে গলা ভেজাবার প্রয়োজনটা মিটলো। এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিলো রানা, ভিলা কাপ্রিসিয়ানি-তে পৌঁছে সব জিনিসই নিজের পছন্দ ও চাহিদা মতো পাওয়া যাবে।

ফেরি যতো এগোলো, পিছনের উপকূল রেখা যেন কুঁচকে ছোটো হয়ে এলো। পেশাগত জীবনে আগেও বহুবার গা ঢাকা দিয়েছে রানা, যদিও এবারের গা ঢাকা দেয়াটা ভান মাত্র। এবার যে বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে, তার মাত্রা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন রানা, জানে কোথাও একটু ভুল হয়ে গেলে পৈত্রিক প্রাণটা হারাতে হবে। এরকম ঝুঁকি আগেও বহুবার নিয়েছে রানা, প্রতিবার হয় ভাগ্যগুণে নয়তো বুদ্ধির জোরে বেঁচে গেছে। কিন্তু ভাগ্য বা বুদ্ধির সহায়তা সব সময় না-ও পেতে পারে ও।

প্রথমবার এখানে এসেছিল রানা গরমের দিনে, শুধু গা ঢাকা দেয়া উদ্দেশ্য ছিলো না, বিশ্রামগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এবার বিপদ মাথায় করে এসেছে রানা। হারবে নাকি জিতবে জানা নেই। জিতলে বেঁচে থাকবে ও, হারলে মারা পড়বে। যোগ অংকের মতো সহজ ব্যাপার।

ফেরির কিনারায় দাঁড়িয়ে, এক ঘন্টা পর, একটা দুর্গ দেখতে পেলো রানা। দুর্গের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেছে রাস্তাটা, পৌঁচেছে ইজকিয়ার দিকে। আর দশ মিনিট যেতেই ডকে ভিড়লো ফেরি, আবার সেই চেঁচামেচি, হুড়োহুড়ি শুরু হলো। সবগুলো গাড়ির হর্ন বাজছে। কাঠের পাটাতন ফেলে গাড়ি নামাবার ব্যবস্থা, কিন্তু কে

কার আগে যাবে সেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাওয়ায় কেউই এক ইঞ্চি এগোতে পারছে না। বৃষ্টি থামেনি, ফলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠলো।

আরো আধ ঘন্টা পর ঝামেলা থেকে খানিকটা মুক্তি পাওয়া গেল। ফিয়াটের ড্রাইভিং সিটে বসার আগে গাড়িটাকে ভালো করে পরীক্ষা করে নিলো রানা, কারণ জানে নিরীহ মানুষের প্রতি কোনো দরদ নেই বাস্ট-এর। ধীরে ধীরে, লাইনের বাইরে না গিয়ে, ফেরি থেকে নেমে এলো ও। পশ্চিম দিকে গাড়ি ছোটালো, নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় নিজেকে খানিকটা অসহায় লাগছে। সতর্কতার সাথে ক্ষেত্র তৈরি করেছে রানা, ইয়োভিলটন ন্যাভাল বেসের ভেতরে ও বাইরে বহু লোককে কথাচ্ছলে জানিয়েছে ছুটি কাটাতে কোথায় যাচ্ছে সে। বে অভ নেপলসে, একা। সন্দেহ নেই বাস্টকে যে লোক তথ্য যোগান দেয় তার কানেও খবরটা পৌছে গেছে।

ইয়োভিলটন থেকে বাস্ট যে তথ্য পাচ্ছে, জানে ওরা। আরো জানে, কেনেথ কালভিনই চিহ্নিত করেছে রানাকে। বিড়ালকে—গ্রেনডা বার্ককে—লেলিয়ে দিয়েছে ওর দিকে। কেনেথ কালভিন, ফারাজ লেবানন বা ডন বাম্বিনোর কোনো ফটো শত চেষ্টা করেও যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকেও পরিষ্কার কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি, কারণ বাস্ট-এর নেতাদের তারা দু'এক পলকের জন্যে দেখেছে কি দেখেনি। রানা শুধু নিশ্চিতভাবে জানে যে দা ক্যাট বা বিড়াল একটা মেয়ে। কেউ বলছে, মেয়েটা লম্বা, কেউ বলছে খাটো। একবার শোনা গেল, মোটা। আরেক সূত্র থেকে জানানো হলো, একহারা। শুধু সবার একটা বর্ণনা মেলে, তার চুল কালো। ঘন কালো।

ভাড়া করা গাড়ি নিরাপত্তার জন্যে একটা হুমকি। ভিলা কাপ্রিসিয়ানিতে না পৌঁছুনো পর্যন্ত রানার কাছে কোনো অস্ত্রও থাকছে না। মারভিন লংফেলো যখন চূড়ান্ত প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করছেন, মনে পড়ে যাওয়ায় রানা নিজেও তখন উপলব্ধি করে, নিরাপত্তার দিক থেকে ভিলাটা আসলে দুঃস্বপ্ন বিশেষ। সরু, খানা-খন্দে ভরা রাস্তাটা ধরে গাড়ি চালাবার সময় সারাক্ষণ ভিউ মিররে একটা চোখ রাখলো ও। ফেরিতে দেখা কয়েকটা গাড়ি রয়েছে পিছনে—একটা ভলভো, একটা ফোক্সওয়াগেন। তবে কোনোটাই ওর পিছু নিয়েছে বলে মনে হলো না।

ছোট্ট দুই শহরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু গলিটা, এই রাস্তা ধরেই ভিলায় পৌঁছুতে হবে রানাকে। বাঁক নেয়ার পর গলি থেকে সরে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে জঙ্গলে ঢুকলো ফিয়াট। দশ মিনিট অপেক্ষা করলো রানা, ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে আছে। স্বাভাবিক গতিতে চলে গেল কয়েকটা গাড়ি, ফেরিতে ওগুলোকে দেখেছে ও, একটারও গতি শ্লথ হলো না বা সরু গলিটার ভেতর ঢুকলো না। তবু আবার ভিলার পথ ধরার পর ভিউ মিররে সতর্ক নজর রাখলো ও।

দ্বীপের কোনো কিছুই বদলায়নি, যেমন মনে আছে তেমনি দেখতে পেলো সব। বাঁক নেয়ার আগে পর্যন্ত এলাকাটাকে নোংরা আর অযত্নলালিত বলে মনে হলো, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে, প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখে নেচে উঠলো মন। পাহাড়গুলো গাঢ় উজ্জ্বল সবুজ, ঢালগুলো নরম ঘাসে ঢাকা, গড়াগড়ি খেতে ইচ্ছে করে। গলিটা সরু হলেও, পিচঢালা, কোথাও কোনো বড় গর্ত নেই। সামনে কয়েকটা বিল্ডিং দেখা গেল, দোকানগুলোর চওড়া

দরজা পুরোপুরি খোলা, এক পাশে পরিচ্ছন্ন পেট্রোল স্টেশন। এতোক্ষণে ভিলার গেটটা দেখতে পাচ্ছে রানা। ডান দিকে, ধূসর রঙের পাথর। মনে মনে আশা করলো, ভিলাটা খুব একটা বদলায়নি।

গেটটা খোলা, বাঁক নিয়ে ভেতরে ঢুকলো ফিয়াট, এঞ্জিন বন্ধ করে নেমে পড়লো রানা। ওর সামনে বড়সড় একটা পদ্মদীঘি। ডান দিকে, দীঘির লাগোয়া আরেকটা গেট, লতাপাতায় ছাওয়া ধাপগুলো উঠে গেছে ওপরদিকে, চোখ তুলতেই ভিলার সাদা গম্বুজটা দেখতে পেলো রানা। কয়েকটা ধাপ বেয়ে উঠেছে, এই সময় কে যেন ডাকলো ওকে।

'সিনর মাসুদ রানা?'

গলা চড়িয়ে জবাব দিলো রানা, ধাপগুলোর মাথায় উঠে এলো, দেখলো ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে উদ্ভিন্ন যৌবনা এক নারী। কি কারণে সঠিক বলতে পারবে না, মেয়েটাকে দেখে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলো ও। বাঙালী মনের সংস্কার হতে পারে, নির্জন একটা বাড়িতে পূর্ণ যৌবনা যুবতীর সাথে নিজেকে একা দেখে দেহ-মনে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক, বিশেষ করে যেখানে নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। মিষ্টি চেহারা মেয়েটার; গোপন করার চেষ্টা করলেও, দুষ্টামির ঝিলিক চাপা থাকছে না চোখে। স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেও, রানার মনে হলো ভারি চঞ্চল মেয়েটা। ট্যাংক টপ আর জিনস্ পরে আছে, পরিচ্ছন্ন, তবে এখানে-সেখানে এক-আধটু ছেঁড়া—আধুনিক ফ্যাশন কিনা বলতে পারবে না রানা। হাঁটুর উপরে জিনসের পায়া দুটো চোখে পড়ার মতো ফুলে আছে, ভেতরটা নিরেট আর সুগঠিত, পরিষ্কার বোঝা যায় জিনসের আড়ালে রয়েছে

চমৎকার গোলগাল একজোড়া উরু। সাদা-কালো চোখ, ছোটো নিখুঁত নাকের চারপাশে মিষ্টি মুখ নীরব হাসিতে উদ্ভাসিত। গোটা অবয়বকে ঘিরে রেখেছে কালো, কোঁকড়ানো চুল।

ভিলার কাঁচ-মোড়া, বড়সড় স্লাইডিং দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে মেয়েটা, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীঘিটার পাশে। তার ডান দিকে কয়েকটা পাম আর ঝাঁকড়া মাথা অন্যান্য গাছকে সঙ্গী করে স্থির হয়ে রয়েছে সাদা মার্বেল পাথরের একটা দেবী মূর্তি, সম্পূর্ণ নগ্ন, যৌনতার প্রতীক যেন—পাশে দাঁড়ানো মেয়েটাও যেন হুবহু তারই প্রতিচ্ছবি।

'সিনর রানা,' আবার বললো মেয়েটা, গলা নয় যেন সেতারের সুরেলা ঝংকার। 'আমি ক্লডিয়া মন্টেরা।' নামটা ইটালিয়ান, উচ্চারণ ভঙ্গিতেও তার ছাপ পাওয়া গেল। 'এখানে আমি আপনাকে স্বাগত জানাবার জন্যে রয়েছি। আপনার দেখাশোনার দায়িত্বও আমার ওপর। আমি একজন মেইড।'

মেইড কিনা বাজি ধরতে রাজি নয় রানা, ধীর পায়ে চওড়া টেরেস ধরে এগোলো ও। টেরেসটা সবুজ ক্যানভাস দিয়ে ছাওয়া, যাতে গরমের দিনে সুইমিং পুলে যেতে পা দুটো সেদ্ধ না হয়। শীতকালে কখনোই খোলা থাকে না ভিলাটা, মারভিন লংফেলো কিভাবে ভাড়া করলেন কে জানে। মালিকের সাথে নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাঁর, গোপন চুক্তি হয়েছে। কিংবা হয়তো চাপ দিয়ে কাজ হাসিল করেছেন তিনি।

যেন রানার চিন্তাধারা বুঝতে পেরেই, হাতটা লম্বা করে অপ্রত্যাশিত শক্ত মুঠিতে রানার কব্জি চেপে ধরলো ক্লডিয়া মন্টেরা। 'সিনোরা চলে গেছেন। ক্রিসমাসটা মিলানে কাটাবেন। আমি

এখানে আছি ভিলাগুলো পাহারা দেয়ার জন্যে।’

‘ভাবছি বাস্ট–এর হয়েও পাহারা দিচ্ছো কিনা,’ ভাবলো রানা।

‘আসুন, আপনাকে সব দেখাই।’ রানার হাতে সামান্য টান দিলো মেয়েটা, যেন একটা চঞ্চল বাচ্চা মেয়ে। কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো সে। ‘ইস, ভুলে গিয়েছিলাম! কাকে কি দেখাবো! আপনি তো চেনেনই। এখানে আগেও আপনি এসেছেন, তাই না?’

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকালো রানা, তার পিছু পিছু বড় একটা সাদা কামরার ভেতর ঢুকলো। খিলান আকৃতির সিলিং, তার সাথে মিল রেখে সোফা আর চেয়ার সাজানো হয়েছে, কাভারগুলো ক্রীম কালারের। কাঁচ ঢাকা তিনটে টেবিল রয়েছে। চারটে ল্যাম্প, ফোটা পদ্ম আকৃতির সাদা কাঁচ ঘিরে রেখেছে। দেয়ালে চারটে পেইন্টিং দেখলো রানা, একটা হুকনি–র বলে মনে হলো, এক লোক নির্জন সুইমিং পুলের ধারে বিষণ্ন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাকি তিনটেতে বাগানের দৃশ্য। কোন্ বাগানের জানা আছে রানার।

ভিলাটা রানার পরিচিত, জানা সত্ত্বেও পথ দেখিয়ে রানাকে নিয়ে চললো ক্লডিয়া মন্টেরা, প্রায় ঝড়ের বেগে। এক এক করে তিনটে বিশাল আকারের বেডরুমই দেখালো ওকে। ‘কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা ব্যবহার করবেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না, কেমন?’ গালে একটা আঙুলের ডগা ঠেকিয়ে ভান করলো চিন্তিত, হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো চেহারা, ‘পেয়েছি! একেক রাতে একেকটা!’ হাততালি দিলো সে। ‘ভারি মজার ব্যাপার হবে সেটা, কি বলেন?’ তারপরই বিস্ফোরিত হলো মিষ্টি সুরেলা ঝংকার।

মেইন রুম থেকে তিনটে বেডরুমে যাবার দরজা, অপর একটা

দরজা দিয়ে সরু প্যাসেজে বেরুনো যায়। প্যাসেজের গায়ে ছোটো-বড় খোপ, সে-সবে সুষ্ঠুভাবে সাজানো রয়েছে দুটো রেফ্রিজা-রেটর, কাটলারি, তৈজসপত্র, তৈরি করা খাবার ইত্যাদি। প্যাসে-জের শেষ মাথায় কিচেন। মেইন রুমের পিছনটা বাঁকা হয়ে আরেক দিকে ঘুরে গেছে, ওদিকটা ডাইনিং এরিয়া—পুরনো এবং আধুনিক আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। ডাইনিং এরিয়ার পিছনে একজোড়া ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো, দ্বিতীয় টেরেসে বেরুনো যায়। টেরেসের বামদিক থেকে উঠে গেছে ধাপগুলো, তিন দিক ঘেরা সমতল একটা ছাদে। মাথার ওপর কাঠের ফ্রেমের সাথে টালি সাজানো, নিচে লম্বা একটা টেবিল—গরমের দিনে এখানে বসে খানাপিনা করতে দারুণ ভালো লাগে। ছাদের খোলা দিকে মুখ করে দাঁড়ালে দূরে দেখা যায় ঝলমলে শহর ফোরিও। শহরের প্রাচীন গির্জাটা নতুন করে মেরামত করা হয়েছে, দুধের মতো সাদা সেটা, হেডল্যাণ্ড থেকে সাগরে বেরিয়ে থাকা খয়েরি পাথরের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে।

বৃষ্টি থেমেছে, মেঘের ফাঁক থেকে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। সাদা গির্জার গায়ে লেগে প্রতিফলিত রোদ চকচক করছে পানিতে। শহরটার দিকে আবার তাকালো রানা, মাথার ওপর সবুজ বনভূমি ঘেরা পাহাড় ঝুলে আছে। শীতকালে ওই পাহাড়ে পিকনিক করতে যায় মানুষ। রানার দৃষ্টি গির্জার ওপর ফিরে এলো।

'সুন্দর, তাই না?' রানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লডিয়া মন্টেরা। 'ওই গির্জাই তো স্থানীয় জেলেদের রক্ষা করছে। মাছ ধরতে বেরুবার আগে সবাই ওরা গির্জায় ঢুকে প্রার্থনা করে যায়।'

নিজের পাশে মেয়েটার উপস্থিতি সম্পর্কে প্রতি মুহূর্ত সজাগ রানা। ঘুরলো ও, ধীরে ধীরে, সিঁড়ির কাছে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে

ভিলার পিছনদিকটায় আরেকবার তাকালো, দু'চোখ ভরে দেখে নিলো প্রকৃতির শোভা।

ভিলার ইতিহাস কিছু কিছু জানা আছে রানার। সিনোরা, এই মুহূর্তে যিনি মিলানে আছেন, স্থানীয় লোকজন তাঁকে পাগল ভাবতো। বিখ্যাত এক শিল্পীর বিধবা পত্নী তিনি, কি এক খেয়ালে এই অনুর্বর পাথুরে জায়গাটা কেনেন। ডিনামাইট ফাটিয়ে কিছু পাথর ভাঙান, গ্রীক যুগের আদলে একটা অ্যাম্ফিথিয়েটার বানান। তারপর শক্ত পাথরের গায়ে ভিলাটা তৈরি করেন। দুর্গ আকৃতির আরো চারটে ছোটো ভিলা আছে, মান্ধাতা আমলের, মেরামত করার পর এখন প্রতি বছর গরমের দিনে ভাড়া দেয়া হয়। সিনোরার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো বাগানটা, যেটার ছবি ভিলা কাপ্রি-সিয়ানিতে বাঁধানো রয়েছে।

পাথরের রাজ্যে গাছপালা বা সবুজের সমারোহ কল্পনা করা পাগলামি ছাড়া কি। কিন্তু সিনোরা অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছেন। তিনি নিজে যেমন গাছপালা ভালোবাসেন, তেমনি কাজ করার জন্যে যাদের বাছাই করলেন তাদেরও ওই গুণটা ছিলো। প্রচুর পরিশ্রম আর সময় লাগলো, কিন্তু উদ্যানটি হলো দেখার মতো—সাইপ্রেস, পাম, পাহাড়ী ফুল, পাতাবাহার, গোলাপ-ঝোপ ইত্যাদি নিয়ে একশো রকমের গাছ রয়েছে। বাগানের ভেতর সরু সরু পথ, লতাপাতা দিয়ে ছাওয়া। আছে খুদে পুকুর আর কৃত্রিম ঝর্না। সরু পথের নিচে পানির চঞ্চল স্রোত বয়ে চলেছে, ওপরে কাঠের সেতু, সেতুর ওপর দিকটা খিলান আকৃতির। পাথর সাজিয়ে ঢাল তৈরি করা হয়েছে, কৃত্রিম পাহাড়ী ঝর্না থেকে সবেগে নেমে এসে একটা পুকুরে পড়ছে পানি, পানিতে রয়েছে বিভিন্ন রকমের

মাছের ঝাঁক। বাগানটার স্মৃতি আজও রানার মনে অম্লান হয়ে রয়েছে।

চোখ তুলে পাহাড়ের দিকে তাকালো রানা। পাথর কেটে সরু আঁকাবাঁকা পথ তৈরি করা হয়েছে গায়ে, প্রতিটি বাঁকের কাছে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গাছপালা, পথের দু'পাশে ঝোপ-ঝাড়। প্রকৃতিকে ভালো না বাসলে, নিবেদিত প্রাণ হতে না পারলে এতো বড় অর্জন কারো পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। এক সময় নিজেদের ভুল বুঝতে পারে স্থানীয় লোকজন, উপলব্ধি করে সিনোরা নমস্য ব্যক্তি; তাচ্ছিল্য ও ব্যঙ্গ নয়, অঢেল শ্রদ্ধা আর ভক্তিই তাঁর প্রাপ্য।

'সিনোরা,' যেন রানার মনের কথা বুঝতে পেরেই বললো মেয়েটা, 'দুর্লভ এক প্রতিভা।'

'আমাদের সবার মন যদি তাঁর মতো হতো,' বলে এক পাশে সরে দাঁড়ালো রানা, ধাপ বেয়ে মেয়েটাকে আগে নামার সুযোগ দিয়ে, তাকিয়ে আছে পিছনের টেরেসে। পুলের পাশে দু'জনের দেখা হওয়ার পর থেকে প্রতি মুহূর্ত ক্লডিয়া মন্টেরার ওপর নজর রাখছে রানা, একবারও তার দিকে পুরোপুরি পিছন ফেরেনি। শুধু তাই নয়, ছাদে যখন একেবারে কাছাকাছি সরে এলো মেয়েটা, শরীরটা তার দিকে ফিরিয়ে রেখেছিল ও, একটা হাত আড়ষ্ট ও প্রস্তুত অবস্থায় ছিলো, আক্রান্ত হলে যাতে সাথে সাথে ঠেকাতে পারে। রানার জানা নেই ক্লডিয়া মন্টেরা দা ক্যাট বা বিড়াল অর্থাৎ গ্লেনডা বার্ক, কিংবা তার কোনো মেসেঞ্জার কিনা।

বাড়িতে ফিরে এসে মেয়েটা জানালো, স্টোভ জ্বালবে সে। 'আজ রাতে ঠাণ্ডা পড়বে, আমি চাই না আমার ঘাড়ে অক্ষম একজন ভর করুক।' রানার দিকে আড়চোখে তাকালো সে, যেন আভাসে

জানিয়ে দিতে চাইলো সক্ষম ও ইচ্ছুক হলে নিজের ঘাড়ে রানাকে নিতে আপত্তি নেই তার।

ক্ষীণ একটু হাসলো শুধু রানা, বললো, নিচে গিয়ে গাড়ি থেকে লাগেজগুলো আনবে ও। 'তোমার কাছে চাবি আছে?' জানতে চাইলো। 'গেটে তালা দিতে চাই।'

'অবশ্যই। কিচেনে পাবেন। সব সময় যেখানে রাখা হয়।' দুই কি তিন সেকেণ্ডের বিরতি। 'আপনি যা আশা করেন তার সবই পাবেন কিচেনে।' আবার বিরতি। 'স–ব, সিনর রানা।'

'আমাকে শুধু রানা বললেই হবে,' কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে বললো রানা।

কিচেনে ঢুকতেই টেবিলের ওপর পড়ে থাকা চাবির গোছাটা দেখতে পেলো ও, পেনলাইট কী–রিঙের সাথে আটকানো, যেন মনে হলো এইমাত্র কেউ ছুঁড়ে ফেলেছে এখানে। যদিও সবচেয়ে ছোটো চাবিটা আলাদাভাবে চেনা গেল, বাকিগুলোর কাছ থেকে একটু তফাতে পড়ে রয়েছে। গোছাটা তুলে নিয়ে টেবিলের দেরাজ খুললো রানা, ছোটো চাবিটা দিয়ে।

দেরাজের ভেতর পড়ে রয়েছে নাইন এমএম ব্রাউনিং অটো–মেটিক, সাথে তিনটে স্পেয়ার অ্যামুনিশন ক্লিপ। অ্যাকশন পরীক্ষা করলো রানা, তেল দিয়ে পিচ্ছিল করা হয়েছে মেকানিজম। চেম্বারে এক রাউণ্ড গুলিও রয়েছে। পরে অটোমেটিকটা খুলবে রানা, প্রতিটি পার্টস পরীক্ষা করবে। 'কিচেনে তালা দেয়া একটা দেরাজে পিস্তলটা পাবে তুমি,' মারভিন লংফেলো বলেছেন। পিস্তলটা কি ক্লডিয়া রেখেছে এখানে? নাকি কৌতূহলবশত উঁকি দিতে গিয়ে রহস্যটা জেনে ফেলে?

হাতের তালুতে নিয়ে পিস্তলটার ওজন অনুভব করলো রানা। লোড করা অস্ত্রের মতোই ভারি লাগলো। স্পেয়ার ম্যাগাজিন-গুলোতেও কোনো খুঁত পেলো না। তবে ওর জানা আছে, আগ্নেয়াস্ত্র ও অ্যামুনিশনে কারিগরি ফলিয়ে ওজন ঠিক রাখার ব্যবস্থা করা যায় অনায়াসে। তা যদি ঘটে, জীবনের শেষ সত্যটা জানবে তুমি, কেউ তোমার সাথে চালাকি করেছে, নষ্ট করে রেখেছে ফায়ারিং-পিন, মেকানিজম অথবা গুলিটা।

আপাতত স্রেফ বিশ্বাস রাখতে হবে রানাকে। উইণ্ডচিটারের পকেটে স্পেয়ার ম্যাগাজিনগুলো ভরলো ও, ব্রাউনিঙের সেফটি 'অন' পজিশনে আনলো, গুঁজে রাখলো ওয়েস্টব্যাণ্ডে—যথাসম্ভব বামদিকে ঘেঁষে, যাতে লুকানো থাকে, তারপর বাঁটটা নিচের দিকে ঠেলে দিলো, মাজলটা যাতে বাম দিকে তাক করা থাকে। মনে রাখার মতো পরামর্শ, ভোলেনি রানা। ছায়াছবির পুলিস বা এজেন্টরা ওয়েস্টব্যাণ্ডে সোজা করে পিস্তল রাখে, কিন্তু তাদের জানা নেই তাতে করে পায়ের পাতায় গুলি লাগার ঝুঁকি থাকে। 'এমনকি তোমার টেসটিকলস-ও উড়ে যেতে পারে,' একজন ইন্সট্রাক্টর একবার সাবধান করে দিয়ে বলেছিল রানাকে।

দেরাজে আবার তালা লাগালো রানা, কিচেনের কাঁচ বসানো দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো। ঘুরে ফিরে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, ভিলা কাপ্রিসিয়ানির নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। মেইন গেট আর ধাপগুলোর নিচের গেট খুলতে খুব বেশি সময় লাগবে না, লক-গান ব্যবহার করলে। স্লাইডিং দরজাটা ভিলা থেকে সামনের টেরেসে আসার পথ, ওটা ভাঙতে হলে শব্দ হবে, যদিও ওটা ভাঙতেও খুব বেশি সময় লাগবে না। কিচেনের দরজাটা শুধুই

কাঁচ। আর পিছনের ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো দুটো ইস্পাতের ক্রোবার দিয়ে নব্বুই সেকেণ্ডের মধ্যে খুলে ফেলা সম্ভব।

মেইন গেটে বোল্ট লাগালো রানা, গাড়ি থেকে ভারি কেসটা বের করলো। দ্বিতীয় গেটে তালা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো ওপরে, মেইন স্লাইডিং দরজা ঠেলে। টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লডিয়া মন্টেরা, মিটার চেক করছে। বাইরে করা প্রতিটি কল মনিটর করবে ওটা। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালো সে, মিষ্টি হাসি খেলে গেল চোখেমুখে। সংখ্যাগুলো পড়লো সে, সায় পাবার আশায় তাকালো রানার দিকে। 'এবার আমি তোমাকে দেখাই খাওয়াদাওয়ার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে।' হাসিমুখে পথ দেখালো রানাকে। 'যা যা দরকার সব পেয়েছো তো, রানা?' কাঁধের ওপর দিয়ে সরাসরি রানার চোখে তাকালো একবার, মুখে লেগে আছে সেই মিষ্টি হাসি, এবার তাতে যেন একটু কৌতুক বা দুষ্টামির ছোঁয়া।

মাথা ঝাঁকালো রানা। মেয়েটা পক্ষে, নাকি বিপক্ষে?

একটানে রেফ্রিজারেটরের দরজা খুলে খাবারগুলোর দিকে আঙুল তাক করলো ক্লডিয়া মন্টেরা। মুরগী, বাছুরের মাংস, ডিম, মাখন, পনির, দুধ, তিন বোতল ওয়াইন, সসেজ, পাস্টা। কাবার্ড আর দেরাজগুলোর উল্টোদিকে বসানো ছোটো ফ্রিজে রয়েছে শাক-সব্জি। 'কাল পর্যন্ত চলবে তো?'

'রাতে যদি না কোনো রাক্ষস হাজির হয়।'

'ক্রিসমাসের আগে কালই আসল মার্কেটিং করার দিন।' কাল শনিবার এবং ক্রিসমাস ঈভ।

মাথা নাড়লো রানা। 'আমি ক্রিসমাস উৎসব পালন করছি, এ-

কথা বলা ঠিক হবে না।'

'বুঝতে পারি। কিন্তু কারণটা জানি না। মনে শান্তি নেই, সেটা কারণ, নাকি তুমি খ্রিস্টান নও বলে?'

'কে বললো তোমাকে, মনে শান্তি নেই?'

'যুবা বয়সে তুমি নিঃসঙ্গ, নিরিবিলি এক দ্বীপে পালিয়ে এসেছো, মনে শান্তি নেই তার আর কি প্রমাণ দরকার?' পাল্টা প্রশ্ন করলো ক্লডিয়া মন্টেরা।

'উৎসবে শরিক হচ্ছি না, তার কারণ এখানে একটা কাজ নিয়ে এসেছি আমি,' বললো রানা। 'আমার পেশায় ছুটি কাটানোটা জরুরী কাজের পর্যায়েই পড়ে।'

কৌতূহলের লাগাম টেনে ধরলো মেয়েটা, রানার পেশা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করলো না।

তার দিকে প্রায় কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো রানা, জানতে চাইলো সে কিভাবে উৎসবটা পালন করছে।

'কোথাও যাবার উপায় নেই আমার, তোমাকে তো আগেই বলেছি। পাহারাদার। বড় ভিলাটায় ক্রিসমাস উৎসব পালন করবো আমি। একা। সব ঠিকঠাক মতো চলছে কিনা দেখার জন্যে টেরেল আর তাদানো আসবে। ওরা মালি। সিনোরার কাজ করে এমন কিছু মেয়ে আছে, তারাও আমাকে দেখতে আসতে পারে।'

'গাড়ি নিয়ে কাছের শহরটায় একসময় যেতে পারি,' বললো রানা। 'দেখা যেতে পারে রেস্তোরাঁগুলো আমাদের জন্যে বিশেষ কি রান্না করেছে, কি বলো?' যদি ডাইনী হয়, কাছাকাছি রাখাই ভালো।

'আপনি খুব সদয়, সিনর রানা। ভারি খুশি হবো আমি।'

'গুড।' গাঢ় কালো চোখ দুটো নিরুদ্বিগ্ন দেখলো রানা, ওর চোখে রাডার–এর মতো স্থির তাক করা।

'এবার আমি বাড়িটায় ফিরে যাবো। বড় ভিলাটায়। লা সিনোরা রোজই একবার করে টেলিফোন করেন আমাকে।' হাত–ঘড়ির ওপর চোখ বুলালো ক্লডিয়া মন্টেরা। 'আর পনেরো মিনিটের মধ্যে কলটা আসবে। ফোন ধরার জন্যে ওখানে আমি না থাকলে খেপে যাবেন। উনি রেগে গেলে আমি খুব ভয় পাই।'

রানা লক্ষ্য করলো ফ্যান্সি টাইপের একটা ঘড়ি পরেছে মেয়েটা। কালো মেটাল, কিনারায় খুদে অনেকগুলো বোতাম। মধ্যপ্রাচ্যের এয়ারলাইন পাইলটরা এ–ধরনের ক্রনোমিটার ব্যবহার করে।

পিছনের টেরেসে বেরিয়ে যাবার মুখে দরজার কাছে থামলো ক্লডিয়া মন্টেরা। 'শোনো, রানা। রান্নায় আমার হাত খারাপ নয়। আজ রাতে এসে যদি তোমার জন্যে খাবার তৈরি করি, কেমন হয়?'

রাজি হবার ঝোঁকটা গলা কাটতে জল্লাদের যতোক্ষণ সময় লাগে তার চেয়ে কম সময়ে দমন করলো রানা। স্মিত হেসে মাথা নাড়লো ও। 'তোমার খুব দরদ, মন্টেরা। সম্ভবত কাল, কেমন? খুবই ক্লান্ত বোধ করছি, তাড়াতাড়ি বিছানায় লম্বা হতে চাই। বিশ্রামটুকু একান্ত দরকার। হালকা কিছু মুখে দিয়ে, হাতে একখানা ভালো বই নিয়ে শুয়ে পড়বো।'

'ইজকিয়ার বিরাট এক আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছো তুমি,' বললো মেয়েটা, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাসার সময় নাকের দু'পাশে কেঁপে উঠলো ফোলা ফোলা লালচে গাল। আমন্ত্রণ ভরা দৃষ্টিতে রানার দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে সে।

'পরে পুষিয়ে নেয়া যাবে,' বললো বটে রানা, কিন্তু ইতিমধ্যে জবাব পেতে দেরি হচ্ছে দেখে দরজার কাছ থেকে অদৃশ্য হয়েছে মেয়েটা। মেইন ভিলার দিকে হেঁটে যাচ্ছে সে। পায়ের শব্দ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, শুনতে পেলো রানা।

বাড়ির পিছনের কামরাটা বেছে নিলো ও, যে-কোনো দরজা বা জানালা থেকে সবচেয়ে দূরে। কামরাটা বড়, কাঠের একটা পুরনো খাট রয়েছে। দেয়ালের সাথে বানানো ক্লজিটটায় দরজা আছে। বিছানার দিকে মুখ করে রয়েছে মাঝারি আকৃতির আইকন।

একটা স্যুট আর তিন জোড়া স্ল্যাকস ক্লজিটে ঝুলিয়ে রাখলো রানা, দেরাজে যত্ন করে রাখলো শার্ট, শর্টস এবং অন্যান্য জিনিস। তোয়ালেটা চেয়ারের পিঠে মেলে দিলো। ভারি রোল-নেক সোয়েটারটা ছুঁড়ে দিলো বিছানার ওপর। লেদার কেস টুল-কিট জায়গা পেলো টেবিলের ওপর। মেইনরুমে এসে টেলিফোনের দিকে এগোলো রানা। তিনবার রিঙ হবার পর ইংল্যাণ্ডে রিসিভার তোলা হলো। 'মাছরাঙা,' বললো রানা।

'হেলকিন,' দূর হলেও, পরিষ্কার শোনা গেল আওয়াজটা। 'হেলকিন।'

'অ্যাকনলেজ,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো রানা।

'যতোটুকু সম্ভব তোমাকে আমরা কাভার দেবো,' রানাকে বলেছেন মারভিন লংফেলো। 'প্রতিদিনের জন্যে আলাদা পাস-ওয়ার্ড, সবাই যাতে বুঝতে পারে কে কি।' ঠিক হয়ে আছে, পৌঁছেই টেলিফোন করবে রানা। তারপর প্রতি চব্বিশ ঘন্টা অন্তর ওই একই সময়ে যোগাযোগ করবে। সেদিনের পাসওয়ার্ড জানানো হবে রানাকে, সেটার মেয়াদ হবে পরবর্তী যোগাযোগের সময়

পর্যন্ত। 'চাই না আমাদের নিজের কোনো লোক গুলি খেয়ে মরুক।'

কিচেনে ঢুকে হালকা কিছু খাবার তৈরি করলো রানা, চারটে ডিম দিয়ে ওমলেট আর টমেটোর সালাদ। কিচেনে বসে একাই খেলো ও, ক্লডিয়া মন্টেরার দেয়া ওয়াইনের বোতলটা খুললো, খেলো মাত্র তিন ঢোক।

কিচেন থেকে বেরিয়ে গোটা ভিলাটা আরেকবার ঘুরে এলো রানা। প্রতিটি তালা পরীক্ষা করলো, পরীক্ষা করলো বোল্টগুলো। জানালা ও দরজার পর্দাগুলো টেনে দিলো ও। সবশেষে ফিরে এলো মেইনরুমে, বসলো চেয়ারটায়, টুলকিটটা পাশে নিয়ে।

অটোমেটিকটা খুললো রানা, আবার জোড়া লাগাবার আগে প্রতিটি পার্ট সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করলো। তারপর, দু'জোড়া প্লায়ার্স দিয়ে চার রাউণ্ড অ্যামুনিশন থেকে চারটে বুলেট সরালো, চারটে ম্যাগাজিন থেকে যেটা খুশি বেছে নিয়েছে। পরীক্ষায় কোনো গলদ ধরা পড়লো না। নষ্ট শেলগুলো ফেলে দিলো রানা, একটা ম্যাগাজিন ভরলো, ঠেলে ঢুকিয়ে দিলো ব্রাউনিঙের বাটে, অন্য ক্লিপগুলো রিঅ্যাডজাস্ট করার আগে কক করলো মেকানিজম। দুটো ক্লিপ পুরোপুরি ভরা, বাকি দুটোয় দু'রাউণ্ড করে কম থাকলো।

পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে তৈরি হতে রাত দশটা বেজে গেল। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার সারলো রানা, গায়ে চড়ালো মোটা রোল-নেক, কোমরে তুললো ভারি কর্ড স্ল্যাকস, পা ঢুকালো নরম কালো মোকাসিনে। একটা লেদার শোল্ডার-হোলস্টার বের করলো কেসের তলা থেকে। হোলস্টারে ব্রাউনিং ঢোকাবার আগে উইণ্ডচিটারটা পরে নিলো। স্পেয়ার ম্যাগাজিনগুলো ভাগাভাগি করে ঢুকিয়ে রাখলো

কয়েকটা পকেটে। ছুটিটা যে আরামদায়ক হবে না, জানে ও। রাতটা যুদ্ধ করে কাটাতে হয় কিনা সেটাই শুধু জানা নেই।

সবশেষে এক কামরা থেকে আরেক কামরায় গেল রানা, শুরু করলো কিচেন থেকে। প্রতিটি কামরার ফার্ণিচার নতুন করে সাজালো ও, ভারিগুলো দরজা ও জানালার সামনে টেনে আনলো। দরজা–জানালার সামনে, গোটা মেঝেতে, মাইনের মতো, ছড়িয়ে রাখলো কাঁচের প্লেট, গ্লাস আর কাপ–পিরিচ। ভেতরে যদি কেউ ঢুকেও পড়ে, তাকে টর্চ ব্যবহার করতে হবে, নয়তো প্রচুর শব্দ হবে। এমন কি সাথে টর্চ থাকলেও, দক্ষ যে–কোনো লোককে পা বাড়াতে হিমশিম খেতে হবে, বাধাগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে। প্রতি জোড়া চেয়ারের মাঝখানে নাইলন কর্ড বাঁধলো রানা, কর্ডের সাথে ঝুলিয়ে দিলো বাসন–কোসন।

এরপর বিছানায় লম্বা বালিশ ফেলে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলো। কোনো আগন্তুক দেখে ভাববে, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছে ও। কৌশলটা মান্ধাতা আমলের, তবে যে–লোক দ্রুত খুন করে পালিয়ে যেতে চায়, তাকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে আজও কাজে লাগে। সবশেষে কেসের ভেতর থেকে একটা স্লীপিং ব্যাগ বের করলো রানা।

সব আলো নিভিয়ে দিলো ও। নিঃশব্দে এগোলো ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর দিকে। ডাইনিং এরিয়া থেকে পিছনের টেরেসের পথ ওটা।

বাইরে আকাশটা পরিষ্কার, যদিও চাঁদ এখনো পুরোপুরি ওঠেনি। নিঃশব্দে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো বন্ধ করে তালা দিলো রানা। ধীর পায়ে, সতর্কতার সাথে, ক্যানভাস ঢাকা ছাদে উঠে এলো ও। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস ঘুসি মারলো মুখে, তবে স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে

পড়ার পর আর শীত লাগলো না। ব্যাগটা ধাপের কাছাকাছি দেয়াল ঘেঁষে ফেলেছে ও। একটু পরই দু'চোখে ঘুম নেমে এলো ওর।

চিরকালই হালকা ঘুম রানার, পেশার খাতিরে অভ্যেস হয়ে গেছে। ঘুমটা ভাঙলো অকস্মাৎ, ঝট্ করে খুলে গেল চোখের পাতা, সমস্ত ইন্দ্রিয় এক নিমেষে সম্পূর্ণ সজাগ, কিছু শুনতে পাবার আশায় কান দুটো খাড়া। সন্দেহ নেই, নরম একটা শব্দ নিশ্চয়ই হয়েছে। কিছু আঁচড়ানোর মতো, নিচে থেকে—ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর কাছাকাছি কোথাও থেকে।

স্লীপিং ব্যাগ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো রানা, গড়িয়ে খানিকটা সরে এসে দাঁড়ালো, ব্রাউনিংটা বেরিয়ে এসেছে হাতে, সেফটি ক্যাচ অফ করা। ইতিমধ্যে মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড পেরিয়েছে ঘুম ভাঙার পর। মাথা নিচু করে এগোলো রানা, নিচু পাঁচিলের কাছে পৌঁছে উঁকি দিলো নিচে, তাকালো পিছনদিকের টেরেসে উঠে যাওয়া ধাপগুলোর দিকে।

মেঘের আড়ালে মুখ লুকাচ্ছে চাঁদ, ম্লান আলোতেও মূর্তিটাকে পরিষ্কার দেখতে পেলো রানা। ঝুঁকে তালাটা পরীক্ষা করছে।

রুদ্ধশ্বাসে ধাপগুলোর দিকে এগোলো রানা। নিচে সিধে হলো মূর্তিটা, এতোক্ষণে তার পূর্ণ আকৃতি ও গড়ন দেখতে পেলো ও। সিধে হয়ে ঘুরছে মূর্তিটা। সতর্ক আগন্তুকের হাতে একটা অস্ত্র রয়েছে, সম্ভবত পিস্তল, দু'হাতে শক্ত করে ধরা, ধরার ভঙ্গিই বলে দেয় প্রফেশনাল সে।

মেয়েটা ঘুরলো, সেই সাথে সিধে হলো রানাও—হাত দুটো লম্বা করে দিলো সামনে, নিজের পিস্তলটা শক্ত করে ধরে আছে, পা দুটো সামান্য ফাঁক। 'খবরদার!' কঠিন সুরে বললো রানা। 'কোনো

রকম চালাকি নয়, মন্টেরা। হাতের ওটা ফেলে দাও, তারপর পা দিয়ে ধাক্কা মারো।'

নিচের ছায়ামূর্তি ঝট্ করে ঘুরলো, গলা থেকে আচমকা দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে এলো।

'যা বলছি করো! এখুনি!' নির্দেশ দিলো রানা, ট্রিগারে চেপে বসছে ওর আঙুল।

সাত

পিস্তলটা ফেললো না ক্লডিয়া মন্টেরা, ছুঁড়ে দিলো ঝোপ লক্ষ্য করে, যাতে কোনো শব্দ না হয়। 'রানা। হেলকিন,' ফিসফিস করে বললো সে। 'হেলকিন। কেউ ঢুকে পড়েছে।'

মন্টেরার গলা থেকে ইটালীয় উচ্চারণ ভঙ্গি উধাও হয়েছে, ব্রিটিশ উচ্চারণে ইংরেজি বলছে সে, লক্ষ্য করলো রানা। সাঙ্কেতিক শব্দটা জানা আছে তার, রানার নির্দেশও পালন করেছে, তবে এমন সতর্কতার সাথে যেন তৃতীয় কেউ কোনো শব্দ শুনতে না পায়। ধাপগুলো বেয়ে দ্রুত নেমে এলো রানা, খেয়াল রাখলো পিঠটা যেন সব সময় পাঁচিলের দিকে থাকে। 'হেলকিন' উচ্চারণ করার পর ওর মনে আর কোনো দ্বিধা বা সন্দেহ নেই।

'কি দেখেছো?' মন্টেরার কাছে থামলো রানা, তার কানে ফিসফিস করলো।

'টর্চ। টর্চের আলো।' উত্তেজনায় হাঁসফাঁস করছে মন্টেরা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখ বুলাচ্ছে চারদিকে। 'দ্বিতীয় গেটের দিকটায়, পাঁচ মিনিট আগে। সোজা চলে আসি আমি।'

'কোত্থেকে দেখলে তুমি আলোটা?'

'মেইন ভিলা থেকে। নজর রাখছিলাম। ভিলার ওপরতলার ঝুল-বারান্দা থেকে।'

'পিস্তলটা খুঁজে নাও,' বললো রানা, ইঙ্গিতে ঝোপটা দেখালো। 'আমার পিছনে থাকবে, কাভার দেবে আমাকে।'

হাঁটু গেড়ে বসলো মন্টেরা, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের ভেতরটা হাতড়াতে শুরু করলো। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর দিকে পিঠ দিয়ে স্থির পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। হেলকিন, ভাবলো ও। ক্লডিয়া লক্ষ্মী মেয়েদের একজন, ওদেরই দলের। হেলকিন শব্দটা নিয়ে এই প্রথম মাথা ঘামালো রানা। বিএসএস-এর কোড বিশেষজ্ঞরা অদ্ভুত একটা শব্দ বেছে নিয়েছে। ওর মনে পড়লো, হেলকিন হলো দান্তে-র লেখা ইনফারনো-র একটা চরিত্র— বারোটা পিশাচের একটা—মায়ার ফাঁদ পেতে আকর্ষণ করে।

ক্লডিয়া মন্টেরা যে আকৃষ্ট করার মতোই মেয়ে তাতে আর সন্দেহ কি।

'আমাকে কাভার দাও,' পাঁচিল ঘেঁষে এগোতে শুরু করে আবার বললো রানা। পাঁচিলের কোণ ঘুরে বাঁক নিলো দ্রুত, কিচেনের দরজার কাছে কারো ছায়া দেখামাত্র গুলি করার জন্যে হাতের পিস্তলটা তৈরি।

কেউ নেই। পাঁচিল ঘেঁষে আরো সামনে এগোলো রানা, পিছনে তাকিয়ে দেখে নিলো মন্টেরা আসছে কিনা। খানিকটা দূরে, সাদা পাঁচিলের গায়ে তার গাঢ় আকৃতিটা দেখতে পেলো ও, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে সামনে বাড়ছে, পিস্তলটা দু'হাতে শক্ত করে ধরা, কনুই দুটো ভাঁজ করা, ফলে অস্ত্রটা কপালের কাছাকাছি উঠে এসেছে।

পরবর্তী বাঁকটা ঘুরলে ভিলার সামনের অংশে পৌঁছে যাবে রানা, টেরেস আর পুলটা দেখতে পাবে। সামনের দিকে আচমকা ডাইভ দিলো ও, কঠিন কংক্রিটের ওপর গড়িয়ে দিলো শরীরটা, হাত দুটো লম্বা করা, কাউকে দেখতে পেলেই গুলি করবে।

ধাপগুলোর গোড়ায়, গেটের কাছাকাছি নড়াচড়া লক্ষ্য করলো রানা। 'হল্ট! হল্ট! নইলে গুলি করবো!'

গেটের ওদিকটায় যে-ই থাকুক, নিজেদের তারা এই মুহূর্তে নিরাপদ বলেই ধরে নিয়েছে। ওয়াটার-লিলি আর পাম গাছের ফাঁক দিয়ে ছুটে এলো দুটো বুলেট, রানার কাছাকাছি কংক্রিটের ছাল তুলে ছিটকে গেল আরেক দিকে। এখন আর কিছু নড়তে দেখছে না রানা, তবে পেছন থেকে গুলির দুটো শব্দ শুনলো ও, সেই সাথে আহত পশুর মতো গুঙিয়ে উঠলো কে যেন।

ঝট্ করে ঘাড় ফেরালো রানা। গুলি করেছে মন্টেরা, ব্রাউনিং নিয়ে আহত শত্রুর পিছু নিলো সে, ছুটলো তীরবেগে। চিৎকার করে থামতে বললো রানা, কারণ ধাপগুলোর নিচে লুকিয়ে থাকতে পারে কেউ। ওকে খুন করার জন্যে একজন মাত্র আততায়ীকে পাঠাবে না ওরা। হিসেবে ওর যদি মারাত্মক কোনো ভুল না হয়ে থাকে, একটা টিম কাজ করছে এখানে। মন্টেরা শুধু তালা খোলার লোকটাকে আহত করেছে, যে কিনা দ্বিতীয় গেটটাই পেরুতে পারেনি।

অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না, মন্টেরার পিছু নিলো রানা, চেষ্টা করছে পাঁচিল ঘেঁষে থাকার। যে-কোনো মুহূর্তে মেশিন-গানের বিস্ফোরণ শুনতে পাবার আশঙ্কায় শরীর আড়ষ্ট, টান টান হয়ে আছে পেশী। শত্রু যখন এসে পড়েছে, আক্রমণ তো হবেই। কিন্তু না, গুলির শব্দ নয়, কানে ঢুকলো গাড়ির আওয়াজ। দূরে, বেশ দূরে, একটা গাড়ি স্টার্ট নিলো। কাঁকরের ওপর টায়ারের শব্দও হলো। আততায়ীরা কি সবাই চলে গেল? নাকি দু'একজন রয়ে গেল আশ-পাশে? আওয়াজটা ইচ্ছে করে করা হলো না তো, ধোঁকা দেয়ার জন্যে?

অন্ধকার থেকে আর কোনো গুলি হলো না, নিরাপদেই গেটের কাছে পৌঁছুলো মন্টেরা। মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকালো সে, ডাকলো রানাকে। 'চাবি, রানা। তোমার কাছে চাবি আছে।'

পেনলাইট রিঙ থেকে ভেতরের গেটের চাবিটা এরই মধ্যে বেছে বের করেছে রানা।

পাঁচিলের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে মন্টেরা, রানা তাকে পাশ কাটিয়ে এগোবার সময় গাছ আর লতাপাতার আড়াল পাবার চেষ্টা করলো সে। বিশ সেকেণ্ড লাগলো তালাটা খুলতে, মনে হলো এক ঘন্টা। তালা খোলার শব্দ হতে রানা অনুভব করলো, ওর ঠিক পিছনে এসে হাজির হয়েছে মন্টেরা, ওকে কাভার দেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

কোথাও কেউ নেই। কিছু নড়ছে না। অন্ধকার চিরে কোনো বুলেটও ছুটে এলো না। গেটের সামনে শুধু রক্তের ভিজে দাগ দেখা গেল। পেনলাইটের আলোয় গাঢ় আর তেলের মতো চকচকে।

ছড়িয়ে পড়লো ওরা। বামে গাড়ির দিকে এগোলো রানা,

মেয়েটা ডান দিকে; দু'জনেই কুঁজো হয়ে আছে, সতর্ক, এগোচ্ছে মেইন গেটের দিকে।

গাড়িটা পরীক্ষা করতে ত্রিশ সেকেণ্ড নিলো রানা। তালা দেয়া রয়েছে, ছোঁয়নি কেউ। প্রায় একই সময়ে গেটের কাছে পৌছুলো ওরা, দেখলো লক-পিস্তল দিয়ে ভাঙা হয়েছে তালাটা।

দু'জন গেট পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। দ্রুত রাস্তা পেরুলো রানা, ওকে কাভার দিলো মন্টেরা। প্রায় দশ মিনিট নিজেদেরকে ওরা সহজ টার্গেট হিসেবে রাখলো। কিন্তু কিছুই ঘটলো না। আততায়ীরা এতো সহজে হাল ছেড়ে দিলো? বিস্মিতই হলো রানা। কাদের পাঠিয়েছিল বাস্ট? ওদের বিড়ালটা এতোই ভীতু যে ওদেরকে সজাগ দেখেই পালিয়ে গেল?

মন্টেরাকে বললো রানা, 'গেটটার একটা ব্যবস্থা করতে হয়।'

মাথা ঝাঁকালো মন্টেরা। 'প্যাডলক আর চেইন আছে। নিয়ে আসি।' গাড়িপথটা ধনুকের মতো বেঁকে গেছে, সেটা ধরে হন হন করে এগোলো সে, ফিরে যাচ্ছে ভিলার দিকে।

ধাপগুলো বেয়ে তাকে ওপরে উঠতে দেখলো রানা।

ফিয়াটটা আবার পরীক্ষা করলো ও, তারপর পাঁচিলের গায়ে হেলান দিলো। আমার জন্যে এতো কেন ঝামেলা পোহাচ্ছে ওরা? নিজেকে প্রশ্ন করলো ও। ইনভিনসিবলে ওকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধুমাত্র একজনকে, অর্থাৎ ওকে সরিয়ে দিলে সমস্যার সমাধান হবে কি? ও না থাকলে ওর জায়গায় আরেকজন আসবে। মারভিন লংফেলোর কথাগুলো মনে পড়লো। 'ওরা ভাবছে তোমার কোনো জুড়ি নেই। ভাবছে ইনভিনসিবলে তোমার উপস্থিতি ওদের জন্যে পয়জন।' বিএসএস

চীফ হেসে উঠে যোগ করেছেন, 'আমার বিশ্বাস, রানা, বাস্ট আর তার লিডাররা আসলে তোমার ফ্যান ক্লাবের মেম্বার। সই করা নিজের একটা ফটো ওদেরকে পাঠিয়ে দিতে পারো।'

অন্ধকারে কাঁধ ঝাঁকালো রানা। প্রসঙ্গ সেটা নয়। স্টকিং হর্স সে, গলায় রশি বাঁধা ছাগল, একটা ফাঁদ। লোভে পড়ে যে ফাঁদে পা দেবে বাস্ট। কিন্তু কি ঘটলো? ছাগলটা পা ছুঁড়ছে দেখেই পালিয়ে গেল বিড়াল।

কপাল মন্দ, আহত লোকটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওরা। প্রচুর সময় পেয়েছিল, আহত লোকটাকে ফেলে যাবার ঝুঁকি নেয়নি। কে আহত হলো, বিড়াল নয় তো?

আবার ওরা হামলা করবে। সম্ভবত আজ রাতেই কোনো এক সময়। তবে সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই। হাতঘড়ির দিকে তাকালো রানা। সাড়ে তিনটে বাজে।

এক সাথে দুটো করে ধাপ টপকে নেমে আসছে মন্টেরা। মেয়েটা তাহলে মেইড সার্ভেন্ট নয়।

চেইন দিয়ে গেটটা বন্ধ করলো ওরা, ধাতব আর কংক্রিটের গর্তে বোল্ট ঢোকালো, জায়গামতো ঝুলিয়ে দিলো ভারি প্যাড-লকটা। চারপাশটা আরেকবার দেখে নিয়ে ঘুরলো ওরা, দ্বিতীয় গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো। ওটায় তালা দিলো রানা, ভিলাটা ঘুরে পিছনের টেরেসের দিকে এগোলো।

'কফি বানাচ্ছি,' বললো মন্টেরা, এমন সুরে যে তর্ক চলে না।

পিছনের জানালার তালা খুললো রানা, প্রথমে ভেতরে ঢুকতে দিলো মেয়েটাকে। আলো জ্বালছে রানা, মন্টেরা মন্তব্য করলো, তার মনে হচ্ছে এখানে যেন জিপসীরা তাঁবু ফেলেছে। 'সত্যি তুমি

সতর্ক, রানা। কেউ এলে আপনাআপনি যন্ত্রসঙ্গীত বেজে উঠবে।'

'সেটাই উদ্দেশ্য ছিলো।' হাসলো রানা। 'জানা ছিলো না আমার এতো কাছাকাছি একজন বডিগার্ড আছে। আমাকে তুমি জানাওনি কেন?'

'সেরকম কোনো নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়নি,' প্রায় কঠিন সুরে বললো ক্লডিয়া মন্টেরা, বিশুদ্ধ ইংরেজিতে।

'তোমার কাছে আমি ঋণী হয়ে থাকলাম।'

'কেন?'

'তুমি আমাকে সাহায্য করেছো আজ।'

'সেতো তুমিও আমাকে করেছো।' ঘুরলো মেয়েটা, মুখে চাপা হাসি, পিস্তলটা একটা টেবিলে রাখলো। 'তবে খুব বেশি ঋণী বোধ করলে তোমার উচিত ঋণ শোধ করার পদক্ষেপ নেয়া। সাধারণত এ-ধরনের ঋণ কিভাবে পরিশোধ করো তুমি?' টেবিলের দিকে পিছন ফিরে পুরোপুরি রানার দিকে ফিরলো মন্টেরা, চোখেমুখে আগ্রহ আর প্রত্যাশার আলো।

'দু'জনেই যখন দু'জনের কাছে ঋণী, দু'জন মিলে আলোচনা করে ধার-দেনা শোধ করার একটা উপায় ঠিকই খুঁজে বার করতে পারবো।' দু'জনই ওরা পরস্পরের দিকে এগোলো। গায়ে গা ঠেকে যাবে, দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা। রানার মুখ আর মন্টেরার মুখ, দুটোর মধ্যে কোনো দূরত্ব নেই বললেই চলে। শিরদাঁড়া খাড়া করলো রানা, তারপর ঘুরলো। 'কফি, ভুলে গেছো?' জিজ্ঞেস করলো ও। 'আমাদের সজাগ থাকতে হবে, ফিরে আসতে পারে ওরা।'

'খানিক পরই আলো ফুটবে,' বললো মন্টেরা, কিচেনে ঢুকে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। 'দিনের বেলা ফিরে আসবে কিনা সন্দেহ আছে

আমার।'

এক সেকেণ্ড কথা বললো না রানা, তারপর জানতে চাইলো, 'কতোটুকু জানো তুমি, মন্টেরা?'

'জানি তুমি এখানে আসবে, তারপর তোমাকে খুন করার চেষ্টা হবে,' রানার দিকে তাকালো না মেয়েটা।

'যারা খুন করার চেষ্টা করবে তাদের সম্পর্কে কতোটুকু জানো তুমি?'

'আমি ফুললি ট্রেইণ্ড, রানা।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না। আমি জানতে চেয়েছি আত-তায়ীদের সম্পর্কে কতোটুকু জানো তুমি।'

'উন্মাদ একদল লোকের সংগঠন বাস্ট পাঠাবে তাদের। ওরা টেরোরিস্ট। আমাকে জানানো হয়েছে, ওরা জানবে তুমি এখানে আছো। তোমার ব্যবস্থা করার জন্যে যে-কোনো ঝুঁকি নেবে ওরা...।'

'এমনকি আত্মহত্যারও, মন্টেরা। সেজন্যেই মুহূর্তের জন্যেও আমাদের অসতর্ক থাকা চলবে না। ওরা আমাকে রাস্তায় আক্রমণ করতে পারে, কিংবা এখানে, রাতে বা দিনে। আমি ম্যাগনেট, ওরা লোহার পেরেক। ওদের একজনকে মুঠোর ভেতর চাই আমরা। যদি সম্ভব হয়, জ্যান্ত।'

কফি বানাবার সময়টুকু চুপ করে থাকলো মন্টেরা। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি ভয় পাচ্ছো, রানা?'

'ভয় পাচ্ছি মানে?'

'তোমাকে একজন মেয়ে দেহরক্ষী দেয়া হয়েছে বলে?'

হেসে উঠলো রানা। 'আরে না! কেন বুঝি না, অনেক মেয়েই

মনে করে আমাদের পেশার লোকজন নারী–বিদ্বেষী। এ–ধরনের পরিস্থিতিতে উপযুক্ত ট্রেনিং পাওয়া মেয়েরা পুরুষের চেয়ে অনেক সময় ভালো করতে পারে। তুমি নিজেই তার একটা প্রমাণ। ওদের একজনকে প্রায় ফেলে দিয়েছিলে। আমি কাছাকাছি ছিলাম অথচ গুলি করিনি বা করতে পারিনি। এমনকি আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাও তুমি। উঁহুঁ, মেয়ে দেহরক্ষী পাওয়ায় অসহায় বোধ করছি না, বা নিরাপত্তাহীনতায়ও ভুগছি না। অবশ্য আসল কারণটা এ–ও হতে পারে নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি। নিজের ওপর আমার বেশ অনেকখানি আস্থা আছে। যদিও, এ–ধরনের পরিস্থিতিতে দেহরক্ষী দরকার। ভালো ট্রেনিং পাওয়া একজন দেহরক্ষী আমার দায়িত্ব নিয়েছে, সেজন্যে আমি খুশি।'

'গুড।' মাথা তুললো মন্টেরা, গাঢ় চোখ দুটোয় কি এক আলো ফুটে উঠেছে, ক্ষমতা বা গর্ব, দুটোর যে–কোনোটা বা দুটোই হতে পারে। 'গুড। কারণ আমাকে তোমার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি বস্, আমার কথা মতো চলতে হবে তোমাকে। ঠিক আছে?'

মাথা নাড়লো রানা, হাসি হাসি ভাবটুকু মুছে গেল মুখ থেকে। 'সেরকম কোনো নির্দেশ পাইনি আমি। বোধহয় ভুল করছো তুমি। বলেছে, স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে আমাকে। আরো বলেছে, আমার ওপর নজর রাখার জন্যে এখানে আমাদের একজন থাকবে।'

'সেই একজন হলাম আমি,' কফি ভর্তি কাপটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলো মন্টেরা। 'কালো? গুড। চিনি?'

'না।'

'ভালো অভ্যেস। কোনো মেয়ে নির্দেশ দিলে যদি উদ্বেগ বোধ করো, লণ্ডনে ফোন করছো না কেন?' চোখ তুলে তাকালো মন্টেরা, দু'জোড়া চোখ কয়েক সেকেণ্ড এক হয়ে থাকলো, যেন দু'জনের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে। তারপর ঝট্ করে মাথা ঝাঁকালো রানা, এগোলো টেলিফোনটার দিকে। স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে পারবে না ও, তবে আভাসে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করে আসল সত্যটা জেনে নেয়া সম্ভব।

তিন বার রিঙ হতে অপরপ্রান্ত থেকে রিসিভার তোলা হলো। 'মাছরাঙা বলছি কাঠ ঠোকরাকে,' বললো রানা, রাগের ভাবটা চাপা থাকলো না। এমনকি বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলোও ওকে পরামর্শ দেন বা অনুরোধ করেন, কিন্তু হুকুম করেন না। অথচ ক্লডিয়া মন্টেরা, একজন বডিগার্ড হয়ে বলছে কিনা সে-ই নাকি বস্, তার কথা মতো চলতে হবে ওকে। রানার আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে।

এক সেকেণ্ড পর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, ডিউটি অফিসারের, বললো, 'কাঠঠোকরা। বলুন।'

'স্টেশনে পৌঁচেছে ট্রেন,' ট্রেন সাংকেতিক শব্দ, অর্থ বাস্টু।

'অ্যাক্সিডেন্ট করেনি তো?' ডিউটি অফিসার জানতে চাইলো।

'করেনি মানে! হেলকিনের সাথেও দেখা হয়েছে।'

'গুড।'

'শৃঙ্খলা সম্পর্কে জানতে চাই, কাঠঠোকরা।'

'হেলকিন নেতৃত্ব দেবে। আপনি তার নির্দেশ মেনে চলবেন, মাছরাঙা।'

'ধন্যবাদ, কাঠঠোকরা।' রাগে লালচে হয়ে উঠলো রানার

চেহারা, তবে রিসিভারটা ক্রেডলে রাখার সময় মন্টেরার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। কাঁধ ঝাঁকালো ও। 'দেখা যাচ্ছে তোমার কথাই ঠিক।' চেহারাটা স্বাভাবিক করলো ও। 'ক্লডিয়া মন্টেরা, বলো, তোমার পরবর্তী নির্দেশ কি?'

রানার সামনে টেবিলের ওপর কফির কাপটা চোখ-ইশারায় দেখালো মন্টেরা। 'প্রথমে কফিটুকু খেয়ে নাও।' বড় একটা চেয়ারে বসে আছে সে, হেলান দিয়ে, ঠোঁটের কোণে খেলা করছে কোমল এক টুকরো হাসি। কালো জিনস্ আর রোল-নেক পরে আছে সে, শরীরের চড়াই-উৎরাই আর ভাঁজগুলো ফুটে আছে কাপড়ের বাইরে। জিনসের প্যান্ট তার লম্বা পা কামড়ে আছে, রোল-নেক সাহায্য করছে স্তনের আকৃতি ফুটিয়ে তুলতে। ঢোক গিললো রানা।

'তোমার তাহলে ধারণা, আজ ওরা দ্বিতীয়বার হামলা করবে না?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

মাথা নাড়লো মন্টেরা। 'এখানে নয়। সাবধান থাকতে হবে যখন বাইরে বেরুবো আমরা।'

'বাইরে বেরুবো?'

'ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে রেস্তোরাঁগুলো আমাদের জন্যে বিশেষ কিছু রান্না করেছে কিনা দেখবে না?' মনে করিয়ে দিলো মন্টেরা।

'ও, হ্যাঁ, ক্রিসমাস। আচ্ছা, তোমার ইটালিয়ান উচ্চারণ গেল কোথায়?' রানার গলায় সামান্য বিদ্রূপ।

'উবে গেছে।'

'লক্ষ্য করছি। নির্দেশটা কি বলবে না?'

'আমাদের বিশ্রাম নেয়া উচিত। তারপর বাইরে বেরুবো, কেনাকাটা করবো—যাকে বলে স্বাভাবিক আচরণ। আমরা বাইরে

না বেরুলে ওরা হয়তো হামলা করবে না, তবু গেট দুটো ঠিকঠাক করার জন্যে টেলিফোনে লোক ডাকবো আমি। আমাদের বোধহয় কুকুরের সাহায্যও নেয়া উচিত।'

'কুকুর?'

'আমাদের কাছে একজোড়া ডোবারম্যান আছে। ভয়ানক হিংস্র। রাতের বেলা ওগুলোকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি।'

'আয়োজনে দেখছি কোনো ত্রুটি নেই। সিনোরার এখানে কতোদিন হলো কাজ করছো তুমি?'

মিষ্টি-মধুর, ছোট্ট, সুরেলা ঝংকার ঝরে পড়লো মন্টেরার গলা থেকে, সকৌতুকে রানার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আটচল্লিশ ঘন্টা। প্রভাবশালী মহলের সাথে ভালো যোগাযোগ রাখেন সিনোরা, তার ওপর আবার আমাদের চীফের খুব প্রভাব। এম. এল.-এর খাতিরে ভিলা ছেড়ে চলে গেছেন তিনি। নিজের স্টাফদেরও সরিয়ে দিয়েছেন। যে-দু'জনের কথা তোমাকে বলেছি-টেরেল আর তাদানো-ওদেরকে এক্সট্রা হেভি হেলপ করতে পারো। বাস্ট টিমের সাথে যখন সংঘর্ষ হতে যাচ্ছিলো, আশপাশেই ছিলো ওরা, কিন্তু ওরা শুধু চূড়ান্ত সংকট দেখা দিলে সাহায্য করবে।' মন্টেরা আরো জানালো, টেরেল আর তাদানো মেইন ভিলাতে আছে। 'সেজন্যেই নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নিতে পারো তুমি। ওদেরকে এখন আমি সতর্ক করে দেবো। আমরা বাইরে বেরুনোর আগে পর্যন্ত পাহারা দেবে ওরা।'

দেহ-ভঙ্গিমায় বেশ কয়েকটা আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর পরিবর্তন এনে চেয়ার ছাড়লো মন্টেরা, ধীর পায়ে এগোলো টেলিফোনটার দিকে। ইটালীয় ভাষায় সংক্ষেপে নির্দেশ দিলো সে।

লোক দু'জনকে পাহারার দায়িত্ব নিতে হবে, সকালে খুব কম খেতে দিতে হবে কুকুর দুটোকে। আজ রাতে চেইন খুলে ঘর থেকে বের করা হবে ওগুলোকে। তার আগে, তাদানো কি মেইন গেটটা একটু দেখবে? নতুন তালা, হ্যাঁ। ভালো হতো যদি অ্যালার্ম সিস্টেম যোগ করা যায়।

একদৃষ্টে মন্টেরার দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

রিসিভার নামিয়ে রেখে পা বাড়ালো মন্টেরা, রানার চেয়ারটার সামনে পৌঁছে থামলো সে। 'দেখলে তো, রীতিমতো দক্ষ আমি।'

'মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করিনি।'

রানার দিকে পিছন ফিরলো মন্টেরা, তারপর পিছু হটলো, আড়ষ্ট হয়ে উঠলো রানা, মন্টেরা যেন ওর কোলের ওপর বসতে চাইছে। কিন্তু না, বসলো বটে সে, তবে চেয়ারের হাতলে। বিচিত্র একটা গন্ধ পেলো রানা, আশ্চর্য এক পুলক আর ভালো লাগার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো সারা শরীরে। বসন্তকালে এই গন্ধটা, ভোর বেলা, গ্রামদেশে পাওয়া যায়, নদীর কিনারায় দাঁড়ালে। নতুন কোনো সেন্ট? চিনতে পারলো না রানা। কেমন যেন আচ্ছন্ন বোধ করলো ও। ওর কি নেশা ধরে যাচ্ছে?

'এখনো আমার ধারণা,' বললো মন্টেরা, 'একটা মেয়ের হাতে নেতৃত্ব থাকায় খুশি হতে পারছো না তুমি।'

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে রানা জানতে চাইলো, 'তোমার আসল নাম কি?'

'আগেই তো বলেছি, ক্লডিয়া মন্টেরা,' এবার নামটা উচ্চারণ করলো মন্টেরা ইটালিয়ান সুরে।

'সে তো জানি, বিশ্বাসও করেছি, কিন্তু আর কোনো নাম নেই

তোমার?'

খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা। 'আমাকে বলা হয়েছে, কোনো কোনো সময় স্রেফ একটা মেশিন তুমি। রোবটের মতো বেরসিক। কিন্তু এই মুহূর্তে তুমি কল্পনাকে প্রশ্রয় দিতে চাইছো। আমার নাম ক্লডিয়া বিয়েট্রিচ মারিয়া দ্য মন্টেরা।'

'বিয়েট্রিচ? দান্তের সেই চরিত্র…?'

'ওরা তোমার সম্পর্কে ভুল ধারণা দিয়েছে আমাকে,' চাপা হাসির সাথে বললো মন্টেরা। 'তুমি বেরসিক তো নওই, কাব্য এবং সাহিত্য সম্পর্কেও তোমার আগ্রহ আছে। শোনো…আমার মা ইংরেজ, বাবা ইটালিয়ান। অক্সফোর্ড, লেডি মার্গারেট হলে পড়াশোনা করেছি। বাবা ছিলো ইটালিয়ান ফরেন সার্ভিসে। ওদের বিয়েটা যখন ভেঙে গেল, মায়ের ভাগে পড়লাম আমি। আমার মা ছিলো সমাজের মক্ষিরানী, লাখে একটা সুন্দরী।'

'সুন্দর তুমিও কম নও।'

'হাসির ব্যাপার নয়,' রাগের সাথে বললো মন্টেরা। 'সুন্দরী মক্ষিরানীর সাথে থাকতে হলে টের পেতে।'

'দুঃখিত,' বললো রানা, বুঝলো রাগটা ভুক্তভোগীর।

'থাক, পারিবারিক তিক্ততা নিয়ে আলোচনা করবো না। শোনো…আধুনিক সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করি আমি, তারপর ফরেন সার্ভিসে ঢোকার জন্যে পরীক্ষা দিই…।'

'ফেল মারো?'

'হ্যাঁ।'

'থাক বলতে হবে না, জানি। এক লোক এসে তোমাকে বললো, ফরেন অফিসে একটা চাকরি দিতে পারে সে। ব্যাপারটা

ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই জড়িয়ে পড়লে তুমি…কিসের সাথে? না, এসপিওনাজের সাথে।'

মাথা ঝাঁকালো মন্টেরা। 'প্রায় তাই, তবে আমাকে ওরা আমার ভাষা জ্ঞানের জন্যে নিলো। তারপর কমপিউটার সায়েন্সে একটা ডিগ্রী নিলাম। ওরা আমাকে ডিউটি করতে পাঠালো রিজেন্ট পার্কের কাছাকাছি একটা অফিসে…অফিস না বলে ওটাকে পাতালপুরী বলাই ভালো।'

রানা জানে। রিজেন্ট পার্ক থেকে অফিস বিল্ডিংটা দেখা যায়। আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্কিং-এর নিচে গোপন একটা কমপিউটার রুম আছে বিএসএস-এর । অত্যাধুনিক কমপিউটার দিয়ে সাজানো। 'ওখানে পাঠাবার পর ওদের মনে পড়লো তুমি একজন ভাষা বিশেষজ্ঞ?'

'অনেকটা তাই। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত অফিস, আমার সর্দি লেগে যায়।'

'তুমি পাতাল থেকে বেরুতে চেয়ে আবেদন-পত্র জমা দিলে। কিন্তু তোমার মতো হাস্যময়ী, লাস্যময়ী সুন্দরী একটা মেয়ে বুলেটের টার্গেট হবার জন্যে আগ্রহী হলো কেন বলো তো?'

রানার কাঁধে হেলান দিলো মন্টেরা, তার মুখ রানার মুখের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। 'কারণ, রানা, বিপদ আর রোমাঞ্চ সাংঘাতিক প্রিয় আমার। তাছাড়া, হালকাভাবে নিয়ো না, আমার দেশকে আমি ভালোবাসি। দেশের জন্যে নিজের সামর্থ্য অনুসারে কিছু করতে চাই আমি। বুলেটের কথা যদি বলো, পিস্তলে আমার হাত খুব ভালো।'

'তা তুমি এরইমধ্যে প্রমাণ করেছো।' নিজের সাথে মেয়েটার

অনেক মিল খুঁজে পাচ্ছে রানা।

'আমার আরো একটা উপযুক্ততা আছে, কর্তৃপক্ষ সেটারও খুব দাম দেয়।'

'আচ্ছা? কি সেটা?'

'জবাবটা একটু ঘুরিয়ে দিলে শোভন লাগবে,' সকৌতুক হাসির সাথে বললো মন্টেরা। 'আমাকে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে শুধু বডিগার্ড হিসেবে নয়। আমাকে দেখতে হবে তুমি যাতে খুশি থাকো, টেনশন-মুক্ত থাকো।'

'মানে?'

দুটো মুখ এক হলো। দু'জোড়া ঠোঁট ঘষা খেলো, ব্যাপারটা সেরকম নয়, বা জনপ্রিয় রোমান্টিক উপন্যাসে যেমন দেখা যায় অস্থির আবেগ আর উত্তেজনায় পরস্পরকে খামচে ধরেছে নায়ক-নায়িকা, ছিঁড়ে ফেলছে ব্রেসিয়ার, সেরকম কিছুও নয়। ওদের বেলায় ব্যাপারটা দাঁড়ালো, দুটো মুখের মাধ্যমে ভাবাবেগ বিনি-ময়। এক মিনিট পর ওদের শরীর আর হাতও বিনিময় কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করলো। পাঁচ মিনিট পর মন্টেরা বললো, শুকনো খসখসে গলায়, যে-গলার সাথে মন-মাতানো তার গায়ের গন্ধটা দারুণ মানিয়ে যায়, 'প্রিয় রানা, তুমি কি ভালোবাসবে আমাকে?'

'তোমার সাথে কাজ করে আনন্দ আছে, মিস ক্লডিয়া বিয়েট্রিচ মারিয়া দ্য মন্টেরা।'

'মিস্টার রানা, জীবনে অন্তত একবার এমন পুরুষের সান্নিধ্যে সব মেয়েকেই বোধহয় আসতে হয়, যাকে না বলা যায় না।'

'নিজেকে আমার ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে।'

'অবশ্যই তুমি ভাগ্যবান। তোমার হাতের মুঠোয় জানো এটা

কি সম্পদ?'

'আমি জানবো, আমাকে জানতে হবে।'

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বেডরুমে ঢুকলো ওরা। বাইরে ইতি-মধ্যে সূর্য উঠেছে। মেইন গেটে কাজ শুরু করেছে তাদানো, নতুন তালা আর ইলেকট্রনিক সেনসর ফিট করছে। আবার যদি কেউ তালা ভাঙার চেষ্টা করে, অ্যালার্ম বেজে উঠবে।

ধূসর রঙের, দুর্গ আকৃতির মেইন ভিলার ওপরের একটা কামরায় দ্বিতীয় লোকটা, টেরেল, ছায়ার ভেতর দাঁড়িয়ে বাগান আর সামনের পাথুরে দিগন্তরেখার ওপর কড়া নজর রাখছে। আবার যদি হামলা হয়, লোকগুলো ওদিক থেকেই আসবে, মেইন গেট দিয়ে নয়। সামনে থেকে আক্রমণ বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়েছে। টেরেল ভাবলো, তার নতুন বস্, যে মেয়েটার সাথে মাত্র দু'দিন আগে পরিচয় হয়েছে, যার ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করার সাধ্য কোনোদিনই হবে না তার, সামনে থেকে আক্রমণ করা হলে সে কি অসহায় বোধ করবে? বোধহয় করবে, অনুমান করলো সে, তবে আক্রমণটা ভাড়াটে লোকদের তরফ থেকে পরিচালিত হলে পাল্টা আক্রমণের শিকার হতে হবে অর্থাৎ নির্ঘাৎ জুতো খেতে হবে, সন্দেহ নেই।

বহুদূরে প্লাইমাউথে, নিজের পাপের কথা ভেবে শাস্তি পাচ্ছে পেটি অফিসার জনি। রাতটা দুই বন্ধুর সাথে একসাথেই কাটালো সে। প্রচুর মদ খেলো তারা। দুই বন্ধুর একজন লম্বা কালো এক মেয়েকে নিয়ে সময় কাটালো, পরে তার মুখ থেকে শোনা গেল, এতোদিন যা

সে ফ্যান্টাসি বলে ধারণা করে এসেছে, মেয়েটা নাকি তা বাস্তবে করে দেখিয়েছে।

'সময়ের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে,' জনিকে মনে করিয়ে দিলো মাইকেল, চেহারা বিষণ্ন ও গম্ভীর।

'বিবেক বিসর্জন দিয়ে আমাদেরকে উদ্ধার করার সময় হয়েছে,' নরম সুরে মন্তব্য করলো বিল।

দু'হাতের মুঠোয় মাথার চুল মুচড়ে ধরলো জনি। 'ওহ্, গড!' এটা-সেটা নানা অজুহাত দেখিয়ে সময় নিয়েছে সে, কিন্তু জানে বিপদটা এড়াবার কোনো উপায় তার নেই। ক্রিসমাস ঈভ, পকেটে রয়েছে ট্রেনের টিকেট, স্ত্রী ও বাচ্চাদের কাছে ফিরে যেতে চায় সে।

'ব্যাপারটা সিরিয়াস, জীবন-মরণ সমস্যা,' বললো বিল, উদ্বেগে ঝুলে পড়েছে তার মুখ।

'সিরিয়াস মানে!' বিড়বিড় করে উঠলো মাইকেল। 'সমাজে মুখ দেখাবো কিভাবে? আত্মীয়স্বজনরাই বা কি বলবে? ছি-ছি-ছি, কি কুক্ষণেই যে তোমার শখ চাপলো আর আমরাও সাহায্য করতে রাজি হয়ে গেলাম...।'

'জানি, সব আমার দোষ...।'

'তবে, সমস্যা যেমন আছে, তেমনি তার সমাধানও আছে। শুধু সমাধান নয়, কিছু টাকাও পাওয়া যাবে। কিছু নয়, বেশ মোটা টাকা। ওগুলো তোমার, জনি।'

'হ্যাঁ, তা-ও জানি। আমি শুধু...'

'শোনো, জনি।' বিল তার লোমশ হাতটা দিয়ে জনির কব্জি চেপে ধরলো, ব্যথা পেয়ে কাতরে উঠলো জনি। 'শোনো, ভেবো না যে তোমাকে কিছু চুরি করতে বলা হচ্ছে। লোকগুলোর মাত্র কয়েক

ঘন্টা সময় দরকার, তার বেশি কিছু না।'

'জানি···,' থামলো জনি, চোখে আকুল দৃষ্টি নিয়ে কামরার চারদিকে তাকালো। 'আমি জানি। এর কোনো বিকল্প নেই, তাই না?'

'সত্যি নেই।' মাইকেল শান্ত, তার কণ্ঠস্বর কোমল, চেহারায় সহানুভূতি।

মাথা ঝাঁকালো পেটি অফিসার। 'ঠিক আছে। কাজটা আমি করবো।'

'কথা দিচ্ছো তো?' বিলের প্রশ্ন।

'দিচ্ছি।'

'ওরা তোমাকে সময়টা জানাবে, জায়গাটা কোথায় বলবে, ইকুইপমেন্ট দেবে—তুমি এখান থেকে চলে যাবার আগেই। তুমি যদি তোমার কথা রাখো, টাকা পাবে, ফটোগুলোর সমস্ত পজিটিভ আর নেগেটিভ নষ্ট করে ফেলা হবে, তোমার সামনেই। আর যদি অকারণে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাও···ঈশ্বরই বলতে পারবে কি ঘটবে তারপর। তোমার সুখের সংসার যে ধ্বংস হয়ে যাবে, এটুকু নিশ্চিত। আমার আর বিলের অবস্থা? লুকিয়ে বেড়ানোর অভ্যেস আছে আমাদের, ওদের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারবো। কিন্তু তোমার লুকোবার কোনো জায়গা নেই। কি বলছি বুঝতে পারছো তো? ওরা তোমার খোঁজে দেশটা চষে ফেলবে, জনি!' শিউরে উঠলো সে। 'মরে যাওয়াটা কঠিন কিছু নয়, কিন্তু নির্যাতন সহ্য করা—ওরে বাপরে!'

'বললাম তো, কাজটা করবো,' আবার বললো পেটি অফিসার। সত্যি কথাই বলছে সে। জানে, তার সামনে আর কোনো পথ খোলা

নেই।

নাইন এমএম ব্রাউনিং অটোমেটিক পিস্তল শরীরে লুকিয়ে রাখা সহজ নয়। সেজন্যেই 'ক্লোজ প্রোটেকশন' এক্সপার্টরা ছোটো আর হালকা অস্ত্র রাখার পরামর্শ দেয়। ছোটো একটা পিস্তলও একই কাজ করবে।

মন্টেরা তার পিস্তল বহন করছে শোল্ডার ব্যাগে। রানা ব্যবহার করছে শোল্ডার-হোলস্টার, এমনভাবে অ্যাডজাস্ট করেছে যাতে বাম শোল্ডার ব্লেডের সরাসরি পিছনে থাকে অস্ত্রটা।

শহরে কেনাকাটা করতে যাচ্ছে ওরা। টেরেল আর তাদানো আড়ালেই থাকলো, ওরা বেরিয়ে যাবার পর নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন।

শহরটা ছোট্ট। আজ শনিবারে রাস্তায় প্রচুর যানবাহন, স্থানীয় পুলিস হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে কেনাকাটা করার আজই শেষ দিন। দোকানে দোকানে প্রচণ্ড ভিড়, ক্রেতারা হন্তদন্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে মনের মতো জিনিসটার খোঁজে।

নির্ধারিত জায়গাটায় কোনো রকম একটা ফাঁক পেয়ে গাড়ি রাখলো ওরা। কেনাকাটার তালিকাটা রয়েছে মন্টেরার হাতে। ইতিমধ্যে ঠিক হয়েছে, তার হাতের রান্না খাবে রানা। অর্থাৎ কোনো রেস্তোরাঁয় না ঢুকে বাজার থেকে রান্নার উপকরণ কিনবে। এতে করে আরেকটা লাভ হবে, সারাটা দিন ভিলায় অলস সময় কাটাতে হবে না। মন্টেরা রাঁধবে, তাকে সাহায্য করবে রানা।

প্রায় নাকে দড়ি দিয়ে রানাকে ঘোরাতে শুরু করলো মন্টেরা। বাজারের অলিগলি কোথাও ঢুকতে বাকি রাখলো না মেয়েটা, তার

নাকি তাজা আর টাটকা শাকসব্জি ছাড়া চলবে না। আধ ঘন্টা লাগলো কাঁচা বাজার সারতে, ট্রলিতে তোলা হলো সব। কেনা-কাটায় মনোযোগী হলেও, লক্ষ্য করলো রানা, মন্টেরার সতর্ক চোখ দুটো খানিক পরপরই চারপাশে চক্কর দিচ্ছে। নেতৃত্বের গুণই হলো, নিজের দায়িত্ব কখনো ভোলা যায় না। পরবর্তী গন্তব্য সম্পর্কে রানাকে আগাম জানিয়ে দিলো সে, বিড়বিড় করে। তার একটা হাত সব সময় ঢুকে থাকলো শোল্ডার-ব্যাগের ভেতর।

মন্টেরা যে প্রফেশনাল, মনে মনে স্বীকার করলো রানা। তার প্রতিটি আচরণ সিকিউরিটির নিয়মে বাঁধা, এবং মনে হলো মাথার পিছনেও তার যেন একজোড়া চোখ আছে। একবার, রানার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে মন্টেরা, ফিসফিস করে বললো, 'না, রানা। ওগুলো বেলজিয়ামে তৈরি, নিয়ো না। দেখো ফ্রেঞ্চ ওয়াইন আছে কিনা। কয়েক লিরা বেশি দাম পড়বে, কিন্তু ঠকতে হবে না।' আরেকবার, রানার পিছন থেকে ফিসফিস করলো সে, রানার দিকে পিঠ, 'টিনের কৌটা নয়, রানা, বোতল। কৌটা একবার খুললে সবটুকু ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু বোতল হলে ছিপি লাগিয়ে বন্ধ করা যাবে।'

মন্টেরা এমনকি ছোটো একটা গাছও কিনলো। 'এবারের ক্রিসমাসটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। একজন অ-খ্রিস্টানকে সব দিয়ে ফেললাম।' রানার দিকে ফিরে হাসলো সে, হাসিটায় কোনো খেদ নেই, আছে আমন্ত্রণ, যেন বলতে চাইছে, চলো তাড়াতাড়ি ফিরে যাই ডেরায়, মজার খেলাটা আবার শুরু করি। এই একবারই রানার দিকে ভালো করে তাকালো মেয়েটা।

জিনিস-পত্র সব গাড়িতে তোলা হলো। রানা আবদার ধরলো,

কয়েক মিনিটের জন্যে একা ছেড়ে দিতে হবে তাকে, গোপন কিছু কেনাকাটা আছে ওর। ব্যাপারটা পছন্দ হলো না মন্টেরার, তবে দোকানের সামনে পাহারা দেয়ার সুযোগটা আদায় করে নিলো।

জুয়েলারের দোকানে ভিড় খুব বেশি, রানাকে ঢুকতে দেয়ার আগে নিজে একবার ভেতরটা দেখে এলো মন্টেরা, দোকানের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালো। ভেতরে ঢুকে চেইনসহ হৃৎপিণ্ড আকৃতির একটা লকেট কিনলো রানা। অনেক দাম পড়লো, তবে ওর ছুটির যাবতীয় খরচা বিএসএস বহন করছে যখন, পুষিয়ে যাবে। দোকানের বাইরে দাঁড়ানো মন্টেরাকে লক্ষ্য করলেও, দোকানি জানে না ক্রেতা রানার সাথে মেয়েটার কোনো সম্পর্ক আছে। অলঙ্কারটা প্যাকেট করার সময় একগাল হাসলো লোকটা, বললো, 'আপনার ডার্লিং যদি সাংঘাতিক সুন্দরীও হয়, এটা পরলে তার রূপ আরো বহুগুণ বেড়ে যাবে।'

হেসে ফেললো রানা। তারপর ওর মনে পড়লো, অনেক দিন পর কোনো মেয়ের জন্যে এতো দামী উপহার কিনলো ও। সন্দেহ নেই, মেয়েটাকে মন থেকে ভালো লেগেছে।

গাড়ি চালাচ্ছে রানা, পাশে বসে পথ-নির্দেশ দিচ্ছে মন্টেরা। একটা মোড়ে পৌঁছুলো ওরা, যানজট লেগে আছে। বিষণ্ন, ক্লান্ত চেহারার একজন পুলিস অফিসার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

পিস্তলটা বের করে কোলের ওপর রাখলো মন্টেরা। তার চোখ-জোড়া সদা সতর্ক, চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

লাইনবন্দী গাড়ি, এক এক করে এগোচ্ছে সাদা স্টপ-মার্কারের দিকে। রানা তাকিয়ে রয়েছে পুলিস অফিসারের দিকে, হাত দিয়ে

ইঙ্গিত করলেই এগোতে পারে ফিয়াট। ঠিক এই সময় অনুভব করলো ও, সরাসরি সামনে থেকে, এক জোড়া চোখ অপলক তাকিয়ে আছে ওর দিকে। নড়ে উঠলো রানা, সাথে সাথে দেখতে পেলো তাকে, পরমুহূর্তে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল।

একটা মেয়ে। ঝট্ করে ঘুরে পিছন ফিরলো ওর দিকে। তারপর হন হন করে এগোলো। কিন্তু এক পলক দেখেই তাকে চিনে ফেলেছে রানা। তার হাঁটার পরিচিত ভঙ্গিটাও ধরা পরে গেছে ওর চোখে।

পিছন থেকে হর্নের শব্দে কান ঝালাপালা হবার জোগাড় হলো, সেই সার্থে ড্রাইভারদের চিৎকার। সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠলো মন্টেরার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, 'রানা, অফিসার তোমাকে এগোতে বলছেন! ফর হেভেনস সেক, মুভ!'

ক্লাচ ছেড়ে দিয়ে বাঁকটা ঘুরলো রানা, লক্ষ্য করলো পুলিস অফিসার মাথা জাঁকিয়ে হতাশা প্রকাশ করছে, যেন বলতে চায় ফিয়াটের ড্রাইভারকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়া উচিত হয়নি।

একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে ভিলা কাপ্রিসিয়ানিতে ফিরলো রানা। ভাবছে, এতো জায়গা থাকতে এখানে কি করছে ফার্স্ট অফিসার রুবি বেকার? বিশেষ করে এই শহরে কি কাজ তার, যেখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে রয়েছে সে?

আট

কয়েক সেকেণ্ড ধরে বোঝার চেষ্টা করলো রানা, মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা বিবেকের দংশন কিনা। খুব কম করেও যদি বলা হয়, রুবি বেকারের রূপ-যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল ও, সেটা নানাভাবে প্রকাশও করেছে, তবে ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মেরে যায় মেয়েটা অনিশ্চিত সিকিউরিটি রিস্ক প্রতিপন্ন হওয়ায়। ফার্স্ট অফিসার রুবি বেকারের মধ্যে কি যেন একটা জিনিস ঠিক মেলে না। এই মুহূর্তে কাছে পিঠে তার শারীরিক উপস্থিতি উদ্বিগ্ন করে তুলেছে ওকে। মন্টেরাকে বিষয়টা সম্পর্কে জানানো দারকার, তবে এখন নয়, সময় হলে। পরে।

ভিলা কাপ্রিসিয়ানির গেট খোলা দেখলো ওরা। ছোটোখাটো, শক্ত-সমর্থ এক লোক ধাপগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিনস্ পরেছে লোকটা, টি-শার্টে লেখা রয়েছে-'দ্য ম্যান হু ডাইজ উইথ দ্য টোস্ট টয়েজ উইনস'। সোনালি চুল লোকটার, ফুলে থাকা বাহুর পেশী দেখে যে-কোনো বক্সারের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করবে। লোকটা যে পেশাদার রক্ষক, একবার তাকিয়েই বোঝা যায়।

'তাদানো,' সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলো মন্টেরা।

গাড়ি থেকে জিনিস–পত্র নামাচ্ছে রানা, তাদানোর সাথে বিড়–বিড় করে কথা বললো মন্টেরা। এক সময় এগিয়ে এলো লোকটা, গেট বন্ধ করলো, তালা দিলো, ষড়যন্ত্র করার ভঙ্গিতে চোখ মট–কালো, তারপর রানার হাতে ধরিয়ে দিলো চাবিটা। পাঁচিলের গায়ে একটা বোতামের দিকে ইঙ্গিত করলো সে, আইভি লতায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। মূকাভিনয়ের সাহায্যে বোতামে চাপ দেয়ার ভঙ্গি করে বুঝিয়ে দিলো, কেউ গেট বা তালাটা নাড়াচাড়া করলে অ্যালার্ম বেজে উঠবে।

এরপর সবাই ওর ভিলায় উঠে এলো, পিছনের ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো দিয়ে বড় ভিলাটার দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল তাদানো। তার চেহারা আর আচরণের মধ্যে এমন একটা বেপরোয়া ভাব আছে যেন দরজা ব্যবহার করার দরকার করে না, দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে, মুহূর্তের জন্যে যদি বা থামে, তা শুধু চুল থেকে ধুলো ঝাড়ার জন্যে।

খাবার আর পানীয় মন্টেরার দায়িত্বে রেখে ধাপ বেয়ে আবার নিচে নামলো রানা, গাড়িটায় তালা দিলো, ভেতরের গেট বন্ধ করে ফিরে এলো।

'আমাদের আর কোনো কাজ নেই।' রানার কাছে চলে এলো মন্টেরা, দু'হাতে আলগাভাবে ধরলো ওকে, শরীরে শরীর ঠেকিয়ে আস্তে আস্তে চাপ বাড়ালো।

'ব্যাপারটা ওরা পছন্দ করবে না,' বললো রানা। 'না করারই কথা। যার জন্যে এতো খাটাখাটনি করছে ওরা, সে যদি ফুর্তিতে মেতে থাকে...।'

'কি যে বলো না তুমি, রানা!' দীর্ঘশ্বাস ফেললো মন্টেরা, রানার মধ্যে অপ্রত্যাশিত একটা পরিবর্তন টের পাচ্ছে সে।

'ঠিকই বলছি।'

'আমার কথা শোনো। বেচারা টেরেল আর তাদানো জানে এবারের ক্রিসমাস উৎসবে তাদেরকে পাহারাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কাজ কাজই, এর মধ্যে মন খারাপ করার কিছু নেই। তাছাড়া, আসল কাজটা ডোবারম্যানরাই করবে। মোটকথা, কে কি ভাবলো বা অনুভব করলো তাতে আমার কিছু আসে যায় না—আমি তোমাকে, মাই ডার্লিং রানা, কোনো অবস্থাতেই চোখের আড়াল করছি না, যদি না আরেকটা বাস্ট টিম আবার হামলা চালায়।'

'দঙ্কে মরো, তাদানো আর টেরেল।'

হাসির সাথে কেঁপে উঠলো মন্টেরার পেট, নিজের শরীরে সেটা অনুভব করে পুলকিত হলো রানা।

'শুনছো,' বললো মন্টেরা। 'বড় ভিলাটায় যাচ্ছি আমি। ওদেরকে সব বুঝিয়ে দিতে হবে। একটা ফোন করারও সময় হয়েছে। ফিরে এসে উৎসব উদ্বোধন করবো, কেমন?' আস্তে করে রানার ঠোঁটে চুমু খেলো সে, রানা অনুভব করলো আগে কখনো এভাবে কেউ ওর মুখচুম্বন করেনি। চুমো খাওয়াটা যেন একটা আর্ট, মন্টেরা যেন দক্ষ একজন আর্টিস্ট, মুখটা যেন ওর গোপনতম অস্তিত্ব। চুম্বন, উপলব্ধি করলো রানা, আজকের এই ধসে পড়া দুনিয়ায়, হারিয়ে যাওয়া একটা শিল্প। মন্টেরা সেটাকে পুনরাবিষ্কার করার পর কৌশলে ব্যবহার করছে।

পিছনের টেরেসে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, পাথুরে পথ থেকে ভেসে আসা মন্টেরার পায়ের আওয়াজ শুনছে, ভাবছে আসলে তার হয়েছেটা কি। হৃদয়গত ব্যাপারে কখনোই দ্রুত, গুরুত্বপূর্ণ কোনো

সিদ্ধান্ত নেয় না ও। দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পেশাগত জীবনে দরকার হয়, মেয়েদের ব্যাপারে নয়। অথচ অস্বীকার করার উপায় নেই মন্টেরা নামের ইটালিয়ান মেয়েটা জাদু করেছে ওকে। মাত্র একটা দিন কাটিয়েই মনে হচ্ছে কতো যুগ ধরে যেন চেনে।

ব্যাপারটাকে কোনোভাবেই স্বাভাবিক বলা যায় না। সেটাই উদ্বেগের কারণ। মন্টেরা ওর হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে। রানার স্বভাবে শৃঙ্খলা এতোই প্রবল, এ-ধরনের ঘটনা কদাচ ঘটে। এমনকি সোহানাকে ভালোবাসতেও প্রচুর সময় নিয়েছিল ও। ওই একটা দৃষ্টান্ত ছাড়া, মেয়েদের ব্যাপারে স্বাভাবিক প্লেবয় ব্যাচেলর বলা যায় তাকে—পছন্দ হলে কোন মেয়েকে কাছে টানে, সতর্ক করে দিতে ভোলে না যে কোনো বাঁধনে জড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়, তার পেশা ও চরিত্র ব্যাপারটা অনুমোদন করে না। কারো ওপরই কখনো জোর খাটায় না রানা। বেশিরভাগ সময় দেখা যায়, আগ্রহটা মেয়েটারই বেশি। তারপরও, কোনো মেয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সময় কাটানোর সময়, অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয় ওকে—জানে, ওকে বধ করার জন্যে সুন্দরী মেয়েদেরই পাঠানো হবে। ওকে কাছে পাবার জন্যে তারাই ব্যগ্রতা প্রকাশ করবে।

বাঁধনে জড়াতে চায় না রানা, কারো সাথে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক করতে চায় না, কারণ এ-সবের সাথে ওর নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত। ওর একার নয়, সংশ্লিষ্ট মেয়েটারও। রানার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, শুধু কাভারের প্রয়োজনে ফিল্ড অফিসারদের বিয়ে করা উচিত। ওর বিশ্বাসের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে মন্টেরা।

বিষয়টা নিয়ে আরো কিছুক্ষণ দ্বন্দ্বে ভুগলো রানা, তারপর ওর মনে পড়লো, নতুন কোড সংগ্রহ করতে হবে ওকে। ভিলায় ফিরে

এসে লণ্ডনে ফোন করলো ও।

তিন বার বেল বাজতে অপর প্রান্তে রিসিভার তোলা হলো। 'মাছরাঙা,' বললো রানা। 'দ্বিতীয় দিন।'

'ড্রাগনটূথ,' বহুদূর থেকে পরিষ্কার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'রিপিট। ড্রাগনটূথ।'

'অ্যাকনলেজ।' রিসিভার নামিয়ে রাখলো রানা। তারমানে, ভাবলো ও, বি এস এস–এর কোড এক্সপার্টরা আবারও দান্তেকে ব্যবহার করেছে। ছাত্রজীবনে লেখাপড়ায় ফাঁকি দেয়নি রানা, এখনও অবসর সময়ে পচুর পড়াশোনা করে ও। তাছাড়া, ওর স্মৃতিও খুব প্রখর। সব ক'টা লাইনই মনে করতে পারলো ও। দান্তের দ্য ডিভাইন কমেডির ইনফার্নোয় আছে।

'ফ্রন্ট অ্যাণ্ড সেন্টার হিয়ার, গ্রিজলি অ্যাণ্ড হেলকিন···
ইউ টু, ড্রেডডগ···
কার্লিবিয়ার্ড, টেক চার্জ অভ আ স্কোয়াড অভ টেন।
টেক গ্রাফটার অ্যাণ্ড ড্রাগনটূথ অ্যালঙ উইথ ইউ।
পিগফাস্ক, ক্যাট্‌ক্লু, ক্র্যামপার অ্যাণ্ড ক্রেজিরেড।'

কয়েকটা পিশাচের নাম। নরকে থাকে ওগুলো, মুখে ধারালো দাঁত, হাতে ছুঁচালো নখ, আগুন আর ফুটন্ত পানিতে বসবাসরত দোজখীদের খেদিয়ে বেড়ায়। তার মানে, ভাবলো রানা, প্রাচীন, রহস্যময়, আধিভৌতিক বাস্ট শব্দটার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অফিসাররা। তিন মাথাঅলা দানব, একটা ভাইপারের পিঠে চড়ে আছে—ওগুলোকে নরকের কীট বলে কল্পনা করা হয়েছে।

'ড্রাগনটূথ, রানা।' ওর পিছনে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো দিয়ে কখন ফিরে

এসেছে মন্টেরা বলতে পারবে না রানা, কোনো শব্দই পায়নি। বিড়ালের মতোই নিঃশব্দ সে।

'হ্যাঁ। ড্রাগনটুথ,' বললো রানা, চিন্তামগ্ন। বিড়াল, ভাবলো ও। ফার্স্ট অফিসার রুবি বেকার কি বাস্ট-এর বিড়াল হতে পারে— গ্লেনডা বার্ক? 'ড্রাগনটুথ,' আবার বললো ও, মন্টেরার উদ্দেশ্যে বিষণ্ন হাসলো। হাসিটার পিছনে ওর মস্তিষ্ক হিসাব মেলাতে ব্যস্ত।

গ্লেনডা বার্কের ফাইলে দেখা যায়, সেই কৈশোর থেকে নিবেদিতপ্রাণ টেরোরিস্ট সে। দুটো ঘটনায় ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস তার কাছাকাছি পৌঁছুতে পারে, তবু অন্যান্য বাস্ট নেতাদের মতোই, আজও ভূতের মতো অদৃশ্য একটা অস্তিত্ব হয়ে রয়েছে গ্লেনডা বার্ক। তার আকৃতি ও আকার সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্যই পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি বিশ্বাসযোগ্য চেহারার বর্ণনা। কিন্তু রুবি বেকারের একটা ইতিহাস আছে। রানা এমনকি রুবির চাচাকেও চেনে, ওয়েস্ট কান্ট্রিতে বেকারটন ন্যাব-এর মালিক। রুবির চাচাতো ভাই-বোনকে দু'একবার দেখেওছে রানা। ব্যাকগ্রাউণ্ডটা উড়িয়ে দেয়ার মতো নয়। নাকি ভুল করছে রানা? আরেকটা চিন্তা ঢুকলো মাথায়।

'কি হয়েছে, রানা?' চিন্তায় বাধা পড়লো, ওর কাছে এসে দাঁড়ালো মন্টেরা, ওর গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টানলো ওকে, কালো মায়াভরা চোখ দিয়ে রানার মুখে কি যেন খুঁজলো। ওই চোখ দুটো প্রায় দুর্বল করে ফেললো রানাকে, চোখ জোড়ার তলাবিহীন কালো গভীরতা ওকে যেন মন্টেরার মস্তিষ্কে টেনে নিতে চাইছে, যাতে মেয়েটার সাথে নিজের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎই শুধু দেখতে পায় ও। বিপদ আর দায়িত্ব থেকে মুক্ত একটা সুখময়

ভবিষ্যৎ।

পিছু হটলো রানা, লম্বা করা হাত দিয়ে ধরে আছে মন্টেরাকে। 'শহরে একজনকে দেখলাম। ওখানে তার থাকার কথা নয়।'

মুখের চেহারা সামান্য বদলে গেল মন্টেরার। উদ্বেগের ক্ষীণ একটা ছায়া পড়লো মাত্র। বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার, যে-কোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির জন্যে নিজেকে সব সময় প্রস্তুত রাখে মেয়েটা, কোনো কিছুতেই অস্থির হয় না বা ঘাবড়ে যায় না। রানাকে আরামকেদারার দিকে টেনে নিয়ে গেল সে, শান্তসুরে একের পর এক প্রশ্ন করলো। তার প্রতিটি প্রশ্ন সমস্যার মধ্যিখানটাকে লক্ষ্য করে উচ্চারিত হলো, যে-কারণে ভিলা কাপ্রিসিয়ানিতে রয়েছে রানা। বোঝা গেল, আর সব কিছুর মতো, ইন্টারোগেটর হিসেবেও অত্যন্ত দক্ষ মন্টেরা।

এক এক করে সব কথাই বললো রানা। ইয়োভিলটনে যেভাবে দেখেছে ফার্স্ট অফিসার রুবি বেকারকে, সিকিউরিটির ব্যাপারে তার অবহেলা, একদল রেন-কে তার নেতৃত্বে ইনভিনসিবলে পাঠানো হবে—রয়্যাল নেভি সাধারণত যা কখনো করে না।

'তাছাড়া, তোমাকেও যে পাঠানো হবে তা-ও সে জানতো?' জিজ্ঞেস করলো মন্টেরা।

'কোথায়?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রানা, জানানোর দরকার না থাকলে জানানোর দরকার নেই, এই নিয়ম সম্পর্কে এখনো পুরোপুরি সচেতন ও।

'কোথায় আবার, ইনভিনসিবলে। রানা, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছো না পুরোপুরি ব্রিফিং না করে এই অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে? আক্রমণ '৮৯ উপলক্ষ্যে তোমাকে ইনভিনসিবলে

পাঠানো হবে, মেয়েটা তা জানতো, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'হ্যাঁ, জানতো। ব্যাপারটা যে গোপন রাখা দরকার, এটা যেন সে বুঝতে পারেনি। ব্যাপারটা ছিলো ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন গসিপ কলামিস্টকে বলে দেয়ার মতো। সিকিউরিটির সাধারণ জ্ঞানটুকুও নেই তার।'

'সেটা তার অভিনয়ও হতে পারে, কারণ শত্রুপক্ষের এজেন্ট হলে সিকিউরিটি সম্পর্কে সাধারণ কেন, সমস্ত জ্ঞানই তার থাকতে হবে, তা না হলে তাকে রোপণ করা হবে কেন।' চিন্তা করছে মন্টেরা, কপালে খুদে দু'একটা রেখা ফুটলো উদ্বেগের। রানা লক্ষ্য করলো, দুশ্চিন্তায় পড়লে আরো সুন্দর দেখায় মিষ্টি চেহারাটা। 'শোনো, রানা,' বলে রানার উরুর ওপর একটা হাত রাখলো মন্টেরা, বৈদ্যুতিক ধাক্কার মতো রানার সারা শরীরে পুলকের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো, ফলে শরীরের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালীটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। 'শোনো, বড় ভিলায় একটা রেডিও আছে, সম্পূর্ণ নিরাপদ। এ এমন একটা বিষয়, দেরি করে রিপোর্ট করা চলে না। বেশিক্ষণ লাগবে না আমার। দু'একটা কাজ সেরে রাখবে তুমি, তারপর আমি ফিরে এসে বাকিটা সারবো। কাল ডিনারের জন্যে যদি ভেজিটেবল না চাও তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।'

দেশীয় অর্থে যাদেরকে সাহেব বা বাবু বলা হয়, কোনোভাবেই তাদের দলে পড়ে না রানা। নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করে ও, প্রায় সব রকম কাজ কিছু কিছু জানাও আছে। আর রান্নাবান্নায় তো রীতিমতো ভালো হাত ওর। এর আগেও নিজের হাতে রান্না করে অনেক মেয়েকে খাইয়েছে ও।

মুখে কিছু না বলে শুধু মাথাটা কাত করলো একদিকে, মন্টেরা চলে যাবার পর কিচেনে গিয়ে ঢুকলো। এক গাদা টমেটো, শসা, কাঁচামরিচ, পিঁয়াজ, পুদিনা পাতা, গাজর, ইত্যাদি নিয়ে বসলো ও। কাজ করছে, তবে সমস্যাটা মাথা থেকে নামছে না। মন্টেরা খুব গুরুত্বের সাথে নিয়েছে ব্যাপারটাকে। কাছে পিঠে রুবি বেকারের উপস্থিতি উদ্বিগ্ন করে তুলেছে তাকে।

রানার মন বলছে, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে ভিলা কাপ্রি-সিয়ানিতে। সাংঘাতিক কিছু একটা।

ক্রিসমাস ঈভের ছুটিতে বাড়িতে থাকলেও, রানার কথা ভেবে প্রায় সারাক্ষণই উদ্বেগের মধ্যে আছেন মারভিন লংফেলো। অতিরিক্ত, নিরাপদ একটা টেলিফোন লাইন বসানো হয়েছে বাড়িতে, রানা ও ভিলা কাপ্রিসিয়ানি সংক্রান্ত যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর হেড-কোয়ার্টারে পৌঁছুনোর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তিনিও যাতে জানতে পারেন।

কলটা যখন এলো, ফোনের কাছাকাছিই ছিলেন তিনি। রিসি-ভারটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলেন। সংক্ষেপে বললেন, 'এম!'

নিরাপদ লাইনের অপরপ্রান্তে রয়েছে জন মিচেল। 'একটা ঘটনা ঘটেছে, স্যার।'

মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো, কথা বললেন না।

এক সেকেণ্ড বিরতি নিয়ে আবার বললো মিচেল, 'আজ দু'বার যোগাযোগ হয়। প্রথমে সাধারণ সাইফার বদল। তারপর আরেক-বার। আ ফ্ল্যাশ, স্যার।'

'সিরিয়াস?'

'নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না, স্যার। ড্রাগনটূথের একটা রিপোর্ট ওটা। মনে হচ্ছে দ্য ক্যাট অথবা তার কোনো সহকর্মী, ওখানে হাজির হয়েছে, ঘুর ঘুর করছে আশপাশে। জানতে চাওয়া হয়েছে, তাকে ধরার চেষ্টা করা হবে, নাকি সে কি করে দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।'

'তার টিম কতো বড় কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি?'

'বলা অসম্ভব, স্যার। তিনজন হতে পারে, সম্ভবত আরো বেশি। টিমের একজন আহত হয়েছে, আগেই জেনেছি আমরা।'

কানে রিসিভার নিয়ে ধীরে ধীরে সোফায় বসলেন বিএসএস চীফ! ঝাড়া বিশ সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন তিনি। তারপর বললেন, 'নিরেট ইনফরমেশন দরকার আমাদের, চীফ অভ স্টাফ। পেরেকের মতো কঠিন। তবে, উদ্দেশ্য যদি পূরণ হয়, ড্রাগনটূথকে বলো চরম নিষ্ঠুর হতে। ইটালিয়ানদের সাথে আমাদের চুক্তি এখনো বহাল আছে তো?'

'ওদিকে কোনো সমস্যা নেই, স্যার।'

'গুড। প্রয়োজনে নিষ্ঠুর হতে হবে। আরেকটা নির্দেশ আছে...।' জন মিচেলের উদ্দেশ্যে দশ মিনিট কথা বললেন মারভিন লংফেলো, বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন নির্দেশটা। তারপর তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে, 'পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাবে আমাকে,' বলে ক্রেডলে রেখে দিলেন রিসিভার। চোখ বুজে ভাবনার রাজ্যে হারিয়ে গেলেন বিএসএস চীফ। ভাবছেন, বিদেশী এক যুবক, তার জন্যে এতো কেন উদ্বেগ বোধ করেন তিনি, কেন এতোটা কাতর হয়ে পড়েন? তার মনে বিরাট একটা জায়গা দখল করে নিয়েছে এই ছোকরা, কারণটা কি? তাঁর কোনো পুত্রসন্তান নেই, তবে কি যে পুত্রসন্তানের

অভাব চিরকাল অনুভব করে এসেছেন তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পান তিনি রানার মধ্যে? নাকি সব কিছু মিলিয়ে এমন এক চরিত্র রানা, যাকে ভালো না লেগে পারে না? গাড়ির শব্দে সংবিৎ ফিরলো তাঁর। চোখ মেলে জানালার দিকে তাকালেন। তাঁর মেয়ে-জামাই এসে পৌঁছুলো। রানার কথা মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে সোফা ছাড়লেন বৃদ্ধ, হাসিমুখে এগোলেন দরজার দিকে।

ক্রিসমাস ট্রি-টা সস্তাদরের রঙচঙে জিনিস দিয়ে সাজালো মন্টেরা, নিজের পছন্দ মতো শহর থেকে কিনে এনেছে সে। কাল ডিনারের জন্যে রান্নার কাজও সেরে ফেললো সে। দু'জনের মতো সুপ আর হালকা খাবার তৈরি করে খেয়ে নিয়েছে আগেই, এই মুহূর্তে অলস সময় কাটাচ্ছে।

ইজি চেয়ারে লম্বা হয়ে আছে রানা। ওর পায়ে হেলান দিয়ে, মেঝেতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে মন্টেরা, রানার হাত তার খোলা কাঁধে নড়াচড়া করছে। মাঝে মধ্যে কাঁধ বেয়ে নেমে আসছে হাতটা, বেশ অনেকটা।

লণ্ডনের সাথে মন্টেরার যোগাযোগ সম্পর্কে এতোক্ষণ কোনো প্রশ্ন করেনি রানা। এখন মনে হলো, সময় হয়েছে। 'কি প্রতিক্রিয়া হলো ওদের?' জানতে চাইলো ও।

'কাদের?'

'কাছে পিঠে রুবি বেকারকে দেখা গেছে শুনে কি বললো লণ্ডন?'

শরীরটা মোচড়ালো মন্টেরা, রানার দিকে যাতে তাকাতে পারে। 'তোমার না জানাই ভালো। সমস্ত দিক সামলানো হবে,

রানা। গোটা ব্যাপারটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো রানা, ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো, এ-ধরনের পরিস্থিতি ওর কাছে সম্পূর্ণ নতুন। 'সাধারণত প্রোটেকশন দেয়ার দায়িত্বটা আমিই পালন করি, নির্দেশ যা দেয়ার সবসময় আমিই দিই।'

'বেশ তো,' খসখসে গলায় বললো মন্টেরা, কাল রাতে ও আজ সকালে তার গলার এই খসখসে ভাবটার সাথে পরিচয় হয়েছে রানার। 'বেশ তো, রানা, দু' একটা নির্দেশ তুমিও তো আমাকে দিতে পারো। অন্তত একটা নির্দেশের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছি আমি, তুমি বুঝতে পারো না?'

'কি জানি, ধরতে পারিনি। বয়স যা-ই হোক, তোমাকে আমার খুব জাঁদরেল মেয়ে বলে মনে হয়েছে। এমনকি...।'

'এমনকি বিছানাতেও? আমি জানি। তবে চাইলেই যে-কোনো ভূমিকা নিতে পারি আমি। পরীক্ষা করে দেখবে নাকি?'

'খানিক পর।' গলা শুনে মনে হলো ভারি রিল্যাক্স বোধ করছে রানা। 'জানো, মন্টেরা, বয়স বাড়ার পর কোনো ধর্মীয় উৎসবের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই। তবু বলবো, উৎসবটা তোমাদের হলেও, নিজেকে আমার আজ খুব ভাগ্যবান আর সুখী লাগছে। সম্ভবত পাশে একজন আদর্শ গার্লফ্রেণ্ড আছে, সেটাই কারণ।'

নিজের কাঁধ থেকে রানার হাত দুটো নামালো মন্টেরা, কিন্তু ছাড়লো না। রানার আঙুলগুলো মুখের কাছে তুলে গন্ধ শুঁকলো সে, চোখ বুজলো আবেশে। তারপর প্রতিটি আঙুলে চুমো খেলো। সবশেষে বললো, 'তোমাদের কোনো উৎসব সম্পর্কে বলো আমাকে, রানা। স্মরণীয় কোনো উৎসবের কথা মনে পড়ে?'

'পড়ে,' বলে আড়মোড়া ভাঙলো রানা, লম্বা করা পা দুটো টান টান করলো। 'ছোটোবেলার কথা। ঈদ,' থেমে থেমে উচ্চারণ করছে রানা, যেন কাহিনীটা ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। 'গ্রামের বাড়িতে ঈদ উপলক্ষ্যে বেড়াতে গেছি। অদ্ভুতই বলবো, সেটাই আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় পরব।' হেসে উঠলো রানা। 'অদ্ভুত বলছি এই জন্যে যে সেবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। চিকেন পক্স, বুঝলে। ঈদের ক'দিন আগেই অসুখ দেখা দেয়, মাত্র ভালো হয়ে উঠছি।'

'স্মরণীয় কেন?'

হেসে উঠলো রানা, যেন স্কুলছাত্র। 'বাবার কাছে যা যা আব-দার করলাম, সব তিনি কিনে দিলেন। শহর থেকে একটা এয়ার-গানও কিনে আনা হলো।'

'আর কি? শুধু এয়ারগান পেয়েছিলে বলে?'

'বিছানা ছেড়ে উঠতে দেয়া হলো না আমাকে। তবে বাবা জানালাটা খুলে দিলেন, কার্নিশে একটা টিনের কৌটা রেখে বললেন, টার্গেট প্রাকটিস করো। মাত্র আধঘন্টার জন্যে সুযোগটা দেয়া হলো আমাকে। সন্ধ্যায়, মা-বাবাকে লুকিয়ে, আমার বন্ধু আতিক এলো আমাকে দেখতে। লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম আমি। ওকে দেখে আনন্দে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। কিন্তু আমার বাবা ঘরে ঢুকে তিরস্কার করলেন আতিককে, বললেন ছোঁয়াচে অসুখ, সে না এলেই ভালো করতো। কিন্তু আতিক ভয় পেলো না, কৌটোয় করে লুকিয়ে আনা সিমাই আর ফিরনি খাওয়ালো আমাকে নিজের হাতে। সে ঘটনা ভোলার নয়। আতিক আমাকে এতো ভালোবাসতো, আগে কখনো বুঝিনি।' মাথা নাড়লো রানা।

'কোনো দিন ভুলবো না। আগেও বুঝিনি, সেদিনের পরেও আর বোঝার সুযোগ হয়নি।' মাথা নাড়লো রানা। 'না। কোনো দিন ভুলবো না।'

'সেদিনের পরে মানে?'

'আমার বন্ধু পরদিন পুকুরে ডুবে মারা যায়।'

ভাষা হারিয়ে নিঃশব্দে কেঁদে ফেললো মন্টেরা। রানাকে দু'হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো সে। তার চোখ দুটো মুছিয়ে দিলো রানা, বিড়বিড় করে বললো, 'বহুকাল আগের কথা, মন্টেরা। এবার তোমার পালা। তোমার স্মরণীয় ক্রিসমাস সম্পর্কে বলো।'

মোচড় খেয়ে রানার দিকে পুরোপুরি ফিরলো মন্টেরা, ওকে টেনে চেয়ার থেকে মেঝেতে নামালো, নিজের পাশে। 'এবারের ক্রিসমাস। কোনো ক্রিসমাসই বড় কিছু নিয়ে আসেনি আমার জন্যে, আজকেরটা বাদে। গোটা ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত লাগছে আমার। দ্রুত, যেন চোখের পলক ফেলার আগেই, কি সব আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। আমি যেন গেঁথে গেলাম তোমার সাথে। সত্যি বিশ্বাস করতে পারছি না। আগে তো কোনো পুরুষকে দেখে এরকম অস্থিরতা বা ভাবাবেগে আক্রান্ত হইনি আমি!'

পকেট হাতড়ে প্যাকেট করা উপহারটা বের করলো রানা। 'মেরি ক্রিসমাস, মন্টেরা।'

প্যাকেট খুলে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল মন্টেরার। 'মাই গড!' প্রায় আঁতকে উঠলো সে।

'পছন্দ হয়েছে তোমার?'

'ভালো করে চিনলে না জানলে না,' মন্টেরার দু'চোখ বেয়ে

পানি গড়াচ্ছে, 'একেবারে হৃদয় দিয়ে বসলে?'

পরে, বেডরুমের গাঢ় অন্ধকারে, আনন্দঘন এক মুহূর্তে, ফিস্‌-ফিস করলো মন্টেরা, 'মেরি ক্রিসমাস, রানা ডার্লিং।'

কিছু না ভেবেই জবাব দিলো রানা, 'সবাই সুখী হোক।'

টেরেল, তাদানো আর ওদের কুকুরটা নিজেদের দায়িত্ব নিশ্চয়ই ঠিকমতো পালন করেছে। শান্তিময় তৃপ্তিভরা রাতটায় অকস্মাৎ এমন কিছু ঘটলো না যাতে পরস্পরের আলিঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় ওদের দু'জনকে। ক্লান্ত হয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো ওরা, কেউ ওদের ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো না।

সাড়ে দশটায় ঘুম থেকে জেগে দৈনন্দিন গৃহস্থালি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো মন্টেরা, বেশিরভাগ সময় কিচেনে কাটালো, খাবার তৈরির কাজে। নাইন এমএম ব্রাউনিং পিস্তলটা কোমরে গোঁজা থাকলেও, মোটেও বেমানান লাগলো না।

রানাকে বিছানা থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামালো সে, বললো, 'টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। খেতে বসে যদি দেখি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, একটা কিলও মাটিতে পড়বে না।'

খাওয়া শেষ করে মস্ত একটা হাই তুললো রানা। 'মনে হচ্ছে এক হপ্তা ঘুমাতে পারবো।'

'জ্বী-না, সেটি হচ্ছে না।' চেয়ার ছাড়লো মন্টেরা। 'দ্বীপের আরেক প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছো তুমি আমাকে। এতো বেশি খেয়ে ফেলেছি, সাগরের তীরে হাঁটাহাঁটি না করলে হজম হবে না। এসো।' দ্রুত পায়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে, ছোঁ দিয়ে চাবি তুলে নিয়ে স্লাইডিং কবাট খুললো। 'এসো, দেখি, কে কার আগে গাড়ির কাছে পৌঁছুতে পারে!' বলেই দরজার দিকে ছুটলো

সে।

ব্রাউনিংটা তুলে নিলো রানা, কক করলো, গুঁজে রাখলো শোল্ডার-হোলস্টারে। দেখে নিলো গাড়ির চাবিটা পকেটে আছে কিনা। তারপর মন্টেরাকে ধরার জন্যে ছুটলো।

মন্টেরা ভেতরের গেটের তালা খুলেছে মাত্র, গেটটার দিকে নেমে যাওয়া ধাপগুলোর মাথায় এসে দাঁড়ালো রানা। 'থামো! আমার জন্যে অপেক্ষা করো!' ডাকলো ও, হাসছে।

রানা তার পিছু ধাওয়া করেছে দেখে খিলখিল করে হেসে উঠলো মন্টেরা, দৌড় দিলো গাড়ির দিকে। আচমকা বুকের ভেতর রানার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠলো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ও। চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত। সামনের মেইন গেট খোলা, হাঁ হাঁ করছে। 'না!' চিৎকার করলো ও, গলার সব ক'টা রগ ফুলে উঠলো। 'না! মন্টেরা!' দেখলো, ফিয়াটের দরজা খুলছে মন্টেরা, হাতল ধরে টান দিচ্ছে। চোখ আর মাথা থেকে যে কথাটা বলা হচ্ছে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না রানার। 'মন্টেরা, না! না-না! খুলো না...!'

কিন্তু গাড়ির দরজা খুলে গেল। দরজাটা খুলছে, মুখ তুলে রানার দিকে তাকালো মন্টেরা, মিষ্টি উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখ, পরিতৃপ্ত পরম সুখী একটা মেয়ে। পরমুহূর্তে ফিয়াটের ভেতর থেকে বিশাল একটা আগুনের বল উথলে উঠলো। বিস্ফোরণের ধাক্কাটা এক মুহূর্ত পর লাগলো, পিছন দিকে ছিটকে পড়লো রানা, তালা লেগে গেল কানে, বিধ্বস্ত ফিয়াট থেকে আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠে ঝলসে দিলো চোখ দুটো।

পিস্তলটা বের করার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু পিছন থেকে

জড়িয়ে ধরলো ওকে কে যেন।

তারপর সব কিছু যেন স্বপ্নের ভেতর ঘটতে শুরু করলো। যেন আরেকটা জীবনে প্রবেশ করেছে রানা। সবই দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু পুরোপুরি সচেতন নয়। কয়েকটা গাড়ি এলো, এলো লোকজন। কেউ ইউনিফর্ম পরা, কেউ সাদা পোশাকে। কে যেন ছুটে ভিলার পিছন দিকে চলে গেল, কানে তালা লাগলেও রানার মনে হলো ঘেউ ঘেউ আওয়াজ আর তারপর গুলির শব্দ শুনতে পেলো সে, বাগানের দিক থেকে ভেসে এলো।

ভিলার পিছন দিকে কখন কিভাবে পৌঁছুলো বলতে পারবে না রানা, টেবিলে ক্রিসমাস ভোজের অবশিষ্ট এখনো পড়ে রয়েছে। স্লাইডিং দরজা দিয়ে পরিচিত একটা মূর্তি ঢুকলো ভেতরে।

'ড্রাগনটুথ, ক্যাপটেন রানা,' রুবি বেকার বললো। 'আমি দুঃখিত, কিন্তু এছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না, এটাও ব্যর্থ হতে যাচ্ছিলো। আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন, স্যার? ড্রাগনটুথ।'

মুখ তুলে তাকাবার জন্যে সাহস সঞ্চয় করতে হলো রানাকে। ঘৃণায় কুঁচকে উঠলো ওর চেহারা। যখন তাকালো, সারা শরীর কাঁপছে ওর। তারপর, যেন প্রচণ্ড আতঙ্কে, চেয়ারের পিছন দিকে সরে যাবার চেষ্টা করলো ও, কুঁকড়ে ছোটো হয়ে গেল শরীর, যেন রুবি বেকারের কাছ থেকে পালাতে চাইছে।

নয়

দগ্ধ ও বিবর্ণ ফিয়াটের চারপাশে দমকল বাহিনীর লোকজন, অ্যামবুলেন্স কর্মী আর পুলিসকে দেখেছে রানা, তবু এ–সবের অর্থ বা তাৎপর্য পুরোপুরি বোধগম্য হয়নি ওর। অস্পষ্টভাবে, মনের কোনো এক গভীর কোণে, উপলব্ধি করতে পারছে প্রচণ্ড মানসিক বিপর্যয়ের শিকার সে। কিন্তু যতোবারই রুবি বেকারের দিকে তাকালো, আশা করলো তার জায়গায় দেখতে পাবে ক্লডিয়া মন্টেরাকে। মেয়েটা মারা গেছে, বিশ্বাস করতে পারছে না ও, কথাটা রুবি বেকার হাজার বার উচ্চারণ করলেও। ওর কানে যে তালা লেগে গেছে, বুঝতে পেরেছে রুবি, তাই ওর কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে চিৎকার করতে হয়েছে তাকে।

'মেয়েটা হয় "বিড়াল" ছিলো, নয়তো বিড়ালের ঘনিষ্ঠ সহকারী,' একই কথা বারবার বললো রুবি, রানার মনে হলো ওর ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

সাদা পোশাক পরা এক লোক ঢুকলো ঘরে, রুবির কানে কানে কি যেন বললো সে। উত্তরে রুবিও ফিসফিস করলো। এর আগেও কয়েক বার ঘরে ঢুকেছে লোকটা। রুবি বলছে, শুনতে পেলো

রানা, 'এম. যাদেরকে এখানে পাঠিয়েছিলেন, তারা বিশ্বস্ত জেনেই পাঠিয়েছিলেন। আমাদের এক লোক ধরে ফেলে, তাদের বদলে অন্য লোক কাজ করছে এখানে। ব্যাপারটা ধরা পড়ে তাদানো নামে লোকটাকে বাগানে কাজ করতে দেখার সময়। তখনই পুরোপুরি সতর্ক হই আমরা। পরিস্থিতি সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত ছিলো না।' রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'এই অবস্থা চলে মেয়েটার সাথে কাল আমি তোমাকে দেখার আগে পর্যন্ত।'

ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো দিয়ে আরো দু'জন লোক ঢুকলো, কথা বললো রুবির সাথে। রানার দিকে মুহূর্তের জন্যে তাকালো রুবি, তারপর চোখ সরিয়ে নিলো। লোক দু'জন চলে যাবার পর রানাকে বললো সে, বিষণ্ন সুরে, মেয়েটার যে-দু'জন সহকারী ভিলায় কাজ করছিল, বন্দুক-যুদ্ধে মারা গেছে তারা। 'আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, চরম নিষ্ঠুর হতে হবে, তবু আমরা চেষ্টা করেছি টিমের অন্তত একটা লোককে যেন জ্যান্ত ধরতে পারি। দুর্ভাগ্য, পারা গেল না। আরো একটা দুর্ভাগ্য, হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যই বলবো, জানতে পারলাম না মন্টেরা মেয়েটা আসলেই বিড়াল কিনা...,' চেহারায় বিব্রত ভাব দেখা গেল। '...এখনো বুঝতে পারছি না, নিশ্চিত হবার কোনো উপায় সত্যি আছে কিনা। বিস্ফোরণের পুরো ধাক্কাটাই খেয়েছে সে। বলা যায় কিছুই তার অবশিষ্ট নেই-বা যে-টুকু আছে তা সনাক্ত করার জন্যে যথেষ্ট নয়। দুঃখিত।' রানার মনে হলো, রুবি বেকার যেন ক্ষমাপ্রার্থনা করছে।

চেয়ারে চুপচাপ বসে রয়েছে রানা, তাকিয়ে আছে সিলিঙের দিকে, যেন রুবির কোনো কথা শুনতে পাচ্ছে না। বিড়বিড় করে একবার বললো, যেন একটা রোবট, 'প্রতিদিনের কোড বলেছে

আমাকে সে, ভুল করেনি একবারও।'

'টেলিফোনে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করা ছিলো, বড় ভিলাটায় বসে সবই ওরা জেনে ফেলে।' রুবি ধূসর রঙের স্কার্ট পরে রয়েছে, গায়ে সোয়েটার, পায়ে আঁটো করে ফিতে বাঁধা জুতো। সে বুঝতে পারছে, আশপাশের জগৎ থেকে অনেক দূরে রয়েছে রানা। 'ক্যাপটেন রানা? রানা? স্যার?' আবার রানাকে সচেতন করার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু নড়লো না রানা, আগের মতোই তাকিয়ে থাকলো সিলিঙের দিকে।

কিচেনে কে যেন রেডিও অন করলো। বিঙ কসবি গেয়ে উঠলেন, হ্যাভ ইওরসেলফ আ মেরি ক্রিসমাস। রুবি দেখলো, মাথাটা এক দিকে কাত হয়ে গেল রানার, যেন শোনার চেষ্টা করছে।

'বন্ধ করো ওটা, ইউ ক্লাউন!' ধমকে উঠলো রুবি বেকার, তারপর রানার দিকে ফিরলো। 'রেগুলার স্টাফ আর ওয়াচারদের পাওয়া গেছে, যাদেরকে আমাদের লোকেরা দায়িত্ব দিয়েছিল। ভাগ্যই বলতে হবে যে বেঁচে আছে ওরা—ওয়াইন সেলারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে, মুখে কাপড় গোঁজা। ওদের কাছ থেকে আমাদের লোকেরা রিপোর্ট আর চেহারার বর্ণনা পেলে আরো অনেক কথা জানতে পারবো আমরা। এখন, এখান থেকে আপনাকে আমার বের করতে হবে, স্যার। আমার কথা বুঝতে পারছেন তো, ক্যাপটেন রানা? আপনাকে তো ডিব্রিফ করা দরকার আমাদের।'

এক সময় মাথা ঝাঁকালো রানা, ধীরে ধীরে, যেন সাধারণ বুদ্ধি ফিরে পাচ্ছে ও। ওর মাথার ভেতর, কেউ জোরে কথা বললে বা কিছু ফেলে দিলে, বিস্ফোরণের শব্দটা আবার অনুভব করছে ও, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওর দিকে ফিরে হাসছে মন্টেরা, ফিয়াটের দরজা

ধরে টানছে, পরমুহূর্তে বিস্ফোরণের মাঝখানে ঢাকা পড়ে গেল। কানের ভেতর শোঁ শোঁ একটা আওয়াজ পাচ্ছে রানা, যেন স্থায়ী হয়ে গেছে ওটা। চোখ নামিয়ে রুবি বেকারের দিকে তাকালো ও। 'আমি, ব্যক্তিগতভাবে, মারভিন লংফেলোর সাথে কথা বলতে চাই,' ঠাণ্ডা নিস্তেজ কণ্ঠে বললো ও।

'এখুনি নয়, রানা···ইয়ে, স্যার। এখুনি নয়। প্রথমে আপনাকে আমাদের সরিয়ে নিতে হবে। কাজটা বিপজ্জনক, অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। এম. নির্দেশ দিয়েছেন, ডীপ কাভারে থাকতে হবে আপনাকে। এটা একান্ত প্রয়োজন। আপনাকে আমরা লোকচক্ষুর আড়ালে সরিয়ে দেবো, ইনভিনসিবলে ওঠার সময় আপনি যাতে নতুন করে উদয় হতে পারেন। আর এক হপ্তা পর।'

রানার মাথা দোলাবার ভঙ্গি দেখে মনে হলো, বুঝতে পেরেছে। যদিও ওর পরবর্তী প্রশ্নটা উল্টোটাই প্রমাণ করলো। 'সে যদি বাস্ট-এর সদস্য হয়, কি ঘটলো? ওরা কি তাহলে তাকে ভুল করে মারলো?'

'পরে, স্যার। প্লিজ। এখানে আপনার থাকাটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক। আমাদের হেলিকপ্টার আপনাকে নিতে আসছে। মেইনল্যাণ্ডে নিরাপদ বেস আছে আমাদের, সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে আপনাকে। ওখানে একটা ডিব্রিফিং টিম অপেক্ষা করছে, তাদের সাথে ভালো ডাক্তারও আছেন—যদি আপনার চিকিৎসা দরকার হয়···।'

'আমার চিকিৎসার দরকার নেই, ফার্স্ট অফিসার রুবি বেকার।'

'উইথ রেসপেক্ট, স্যার, অন্তত একবার ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা

করানো দরকার আপনাকে।' হেলিকপ্টারের শব্দ হলো, ভিলার ওপর চক্কর দিচ্ছে।

'পিস্তলটা আমি নিই, স্যার?' প্রশ্ন করলো মোটাসোটা, শক্ত-সমর্থ এক লোক।

'আমি বেঁচে থাকতে নয়!' এবার সত্যি সত্যি রেগে উঠলো রানা। 'আমি শিশু নই, বোকার মতো কিছু করতে যাচ্ছি না।' চোখ গরম করে চারদিকে তাকালো ও। 'আমরা তাহলে অপেক্ষা করছি কেন? চলো।'

বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। ভিলার মাথার ওপর পুরনো একটা অগাস্টা চপার দেখলো রানা, নেমে আসছে। চপারের গায়ে ইটালিয়ান নেভির মার্কিং।

রুবি বেকারের একজন লোক হাত তুলে ইশারা করলো, হ্যারনেস সহ একজন ক্রুকে নামানো হলো চপার থেকে, তারপর রানাকে তোলা হলো। হেলিকপ্টার ঘুরছে, যাবে উপকূলের দিকে, শেষ বারের মতো দোমড়ানো-মোচড়ানো পোড়া কালো ফিয়াটটা দেখতে পেলো রানা। রাস্তার দুই দিকে ব্যারিকেড তুলে টহল দিচ্ছে পুলিস।

এক ঘন্টা পর ক্যাসার্টার কাছাকাছি ছোটো একটা সামরিক ঘাঁটিতে পৌঁছুলো রানা। আকাশ থেকে ঘাঁটিটাকে সামরিক বলে মনেই হলো না। ছয়-সাতটা বিল্ডিং, সিকিউরিটি পেরিমিটার দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়াও আছে। গেটের গার্ডরা সশস্ত্র হলেও, ইউনিফর্ম পরা নয়।

বড়সড় একটা কামরা দেয়া হলো রানাকে, প্রচুর বাতাস ঢোকে, তবে আরাম-আয়েশের আয়োজন যথেষ্ট নয়। টেলিফোন বা টিভি

নেই, বাথরুমটা ছোটো, চোখ জুড়ানো কোনো প্রিন্ট বা ফটো নেই দেয়ালে। কিভাবে যেন ওর কেসটা গোছগাছ করে আনা হয়েছে ভিলা থেকে, দরজার পাশে পেলো সেটা রানা। বিছানায় শুয়ে পা দুটো টান টান করলো ও, ব্রাউনিংটা নাগালের মধ্যে রাখলো। অন্তত অস্ত্রটা কেড়ে নেয়নি ওরা। টেবিলের ওপর বেশ কয়েকটা পেপারব্যাক পড়ে রয়েছে—তার মধ্যে তিনটে থ্রিলার। একটা উইলবার স্মিথের, একটা ফরসাইথের, শেষটা গ্রাহাম গ্রীনের। বাকি বইগুলোর মধ্যে জেমস জয়েসের ইউলিসিস আর টলস্টয়ের ওঅর অ্যাণ্ড পীস—ও দেখলো রানা। নিজের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন রানা, জানে এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হলে মনটাকে অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে কিছুক্ষণ, কিন্তু বইগুলো ওকে কোনো সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হলো না। কারণ, প্রায় সব ক'টা বইই পড়া আছে ওর।

তাছাড়া, প্রচণ্ড ক্লান্তি লাগছে, পড়ায় মন দেয়ার মতো মানসিকতাও নেই। তবু অচেনা লেখকের একটা বই তুলে নিয়ে চোখ বুলালো রানা। ঘুম আসবে না জানে।

পড়তে পড়তে কখন যেন আবার নিকট অতীতের স্মৃতি ফিরে এলো মনে। ফিয়াটটা দেখতে পেলো রানা। সিঁড়ির ধাপে রয়েছে ও। লোহার গেটটা খোলা, হাঁ-হাঁ করছে। মিষ্টি হাসি ভরা উদ্ভাসিত চেহারা মন্টেরার, ফিয়াটের দরজা খুলছে। তারপর আগুনের বলটা ঢেকে ফেললো তাকে। উঁহুঁ, স্মৃতি তাকে নিয়ে খেলছে। সত্যিই কি তাই? দৃশ্যটা ঠিক এরকম ছিলো কি? উঁহুঁ, না। রানার দিকে ফিরে হাসছিল মন্টেরা, খালি হাতটা নাড়ছিল। তারপর কি? বিস্ফোরণের ধাক্কায় পিছন দিকে ছিটকে পড়লো ও? না, আরো কি যেন ঘটেছে।

নতুন করে স্মরণ করার চেষ্টা করলো রানা।

হাসতে হাসতে ফিয়াটের দরজা খুলছে মন্টেরা। ধোঁয়া। আগুনের বলটার সাথে প্রচুর ধোঁয়া ছিলো। কি ধরনের বোমা ব্যবহার করলো ওরা, এতো ধোঁয়া হলো কেন? সেমটেক্স বা আরডিএক্স হলে এতো ধোঁয়া বেরুবার কথা নয়। এই ব্যাপারটা অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে ওকে। এমন হতে পারে, ইদানীং টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনগুলো নতুন ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহার করছে। সে যাই হোক, বিস্ফোরণের সাথে সাথে টেরোরিস্ট সম্রাজ্ঞী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

দরজায় নক হলো। 'কাম,' বললো রানা, এক হাতে ব্রাউনিং-এর সেফটি অফ করলো, দরজার দিকে তাক করলো অস্ত্রটা।

লোকটা লম্বা, স্ল্যাকস আর সোয়েটার পরে আছে। গায়ের রঙে গাঢ় একটা ভাব চোখ এড়ালো না রানার, মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের মধ্যে দেখা যায় এরকম। তবে লোকটার গলায় বিশুদ্ধ অক্সফোর্ড ইংলিশ।

'ক্যাপটেন রানা?' জানতে চাইলো সে।

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'আমি মারিয়ো।' চল্লিশের মতো বয়স হবে, হাবভাবে সামরিক সতর্কতা আনার চেষ্টা রয়েছে, যেন বুঝিয়ে দিতে চায় সিভিলিয়ান নয় সে। হাসলো লোকটা, কিন্তু তাতে কোমলতার বা খুশির কোনো ভাব ফুটলো না। 'মারিয়ো মন্তাজ, যদিও বন্ধুরা আমাকে টমেটো মন্তাজ বলে ডাকে। শব্দ নিয়ে চাতুরি, বুঝলেন না! টমেটো মন্তাজ। হে-হে।'

'কি ঘটছে এখানে?' ভাবলেশহীন সুরে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ডাক্তার ভদ্রলোকেরা আপনাকে একবার পরীক্ষা করবেন। আমি শুধু জানতে এসেছি আপনি সুস্থ বোধ করছেন কিনা। মানে, ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে আপনি রেডি কিনা।'

'আসলে তুমি কে, মন্তাজ? আমি কোথায়; তুমি কোথায়, এখানে আসলে কি ঘটছে?'

'বেশ, আমি হলাম সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড।'

'কিসের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড?'

'এটার,' বলে জানালার দিকে হাত বাড়িয়ে বাইরেটা দেখালো মারিয়ো মন্তাজ।

'এটা কি?'

'কেন, কেউ আপনাকে বলেনি?'

'বললে তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম না।'

'ও, হ্যাঁ, ঠিক। আমরা আসলে কিছুটা অনিয়মিত।'

'ইররেগুলার? কি রকম ইররেগুলার?'

'ন্যাটোর অধীনে, ঠিক? হাইলি ক্লাসিফায়েড, বলতে পারেন। ভেরি হাইলি ক্লাসিফায়েড। কোনো বই বা খাতাতেও আমাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাবেন না, ঠিক?'

'বলে যান!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো রানা। হিপ্পি সহ্য করা যায়, কিন্তু সামরিক হিপ্পি অসহ্য।

'সিও আমেরিকান, ঠিক?'

'কিসের সিও?'

'বলতে পারেন, ম্যানেজ করি আমরা। দুনিয়ার লোক যদি কাউকে দেখতে না চায়, তাকে আমরা লুকিয়ে ফেলি। স্রেফ গায়েব করে দিই। এ-ধরনের কাজ করতে হয় আমাদের, ঠিক?'

'যেমন আমাকে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে?'

'হুঁ, হ্যাঁ, ঠিক। ক্যাপটেন রানা, বলুন তো, ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে আপনি তৈরি?'

বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রানা বললো, 'চলো কোথায় নিয়ে যাবে।'

ডাক্তার একজন নয়, কয়েকজন। তিন ঘন্টা ধরে রানাকে পরীক্ষা করলো তারা। এটা-সেটা অনেকগুলো টেস্টও করা হলো। ইএনটি স্পেশ্যালিস্ট বললো, 'আপনি ভাগ্যবান। এয়ারড্রামের কোনো ক্ষতি হয়নি। যা শুনলাম, মিরাকলই বলতে হবে।' এই লোকটাকে সামরিক বাহিনীর সদস্য বলে চিনতে ভুল হলো না রানার।

হাসপাতাল বিল্ডিঙের আরেক প্রান্তে নিয়ে আসা হলো রানাকে। পরিবেশ দেখেই বুঝে ফেললো, সাইকিয়াট্রিস্ট-এর পাল্লায় পড়তে হবে ওকে। রাগ হলো ওর। দেয়ালের ছবিগুলোই ফাঁস করে দিলো ব্যাপারটা—পরিষ্কার নীল আকাশ, নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য। এক ধারে এক গাদা ফুল ফুটেছে।

সাইকিয়াট্রিস্টদের পাল্লায় আগেও অনেকবার পড়েছে রানা, পরীক্ষার ধরন-ধারণ সম্পর্কে জানে। ইঙ্ক ব্লট নিয়ে আসা হলো দেখে মনে মনে হাসলো ও, কি উত্তর দেবে ঠিক করে ফেললো মনে মনে।

'প্রতিটির দিকে ভালো করে তাকান, তারপর বলুন কি দেখছেন আপনি।' তরুণ সাইকিয়াট্রিস্ট রানার সামনে ডেস্কের ওপর একটা করে ইঙ্ক ব্লট রাখলো। রোগীর অবস্থা যদি সিরিয়াস হয়, প্রজাপতিটাকে মনে হবে প্রার্থনারত পতঙ্গ। আর চুম্বনরত

দম্পতিটিকে মনে হবে মারাত্মক অস্ত্র। দু'বারই জবাব দিলো রানা, ওগুলো তার চোখে কুমারী মেয়ের স্তন বলে মনে হচ্ছে। পরীক্ষা শেষ হবার পর তরুণ সাইকিয়াট্রিস্ট হাসলো। 'আপনি আসলে বিরক্তবোধ করছেন তাই না, ক্যাপটেন রানা?'

'অবশ্যই। দেখুন, এরচেয়েও বড় মানসিক আঘাত পেয়েছি আমি। ভালো লাগতে শুরু করেছে, এমন একটা মেয়েকে হঠাৎ হারিয়ে ফেললে আর সব লোকের যে অবস্থা হয়, আমারও সেই একই অবস্থা। হঠাৎ, দ্রুত ঘটে গেছে ব্যাপারটা। এতো দ্রুত যে মেনে নেয়া প্রায় অসম্ভব। তারপরই শোক, নিজের প্রতি ধিক্কার। শক তো আছেই। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে প্রচণ্ড বিরক্তিই শুধু নয়, রাগও হচ্ছে আমার। রাগ হচ্ছে নিজের ওপর, বোকামির জন্যে। রাগ হচ্ছে ওদের ওপর, আমার জন্যে ফাঁদ পাতায়। ন্যাচারাল, তাই না?'

মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকালো সাইকিয়াট্রিস্ট। 'আপনি যেতে পারেন, ক্যাপটেন রানা। রাগ হলো সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। কাজেই আসুন পরস্পরের সময় বাঁচাই আমরা।'

রানা অবশ্য বললো না যে ওর মনে সন্দেহ রয়েছে, কেউ হয়তো ধুলো দেয়ার চেষ্টা করছে ওর চোখে। ব্যাপারটা পরে পরিষ্কার হয়ে যাবে, সময়মতো।

ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল মারিয়ো। 'সিও আপনার সাথে একটা কথা বলতে চান, স্যার।'

'একটা কথা, নাকি অনেকগুলো?'

চোখ পিটপিট করলো লোকটা। 'হ্যাঁ, তাই তো, অবশ্যই!'

বিল্ডিংগুলো বেশ লম্বা, ইঁটের কাঠামো, একজন ডিজাইনার

যেন ছ'টা মডেল পেরিমিটার ফেন্সিং--এর ভেতর এলোমেলোভাবে বসিয়ে দিয়েছে। সব ক'টা একতলা, দু'দিকে জানালা থাকলেও রানা লক্ষ্য করলো ভেতর দিককার কামরাগুলো জানালাবিহীন, দিনের আলো শুধু করিডরে ঢোকার সুযোগ পায়। লিভিং কোয়ার্টার আর হাসপাতালে বিভিন্ন ভাষায় লেখা অনেকগুলো নোটিশ দেখা গেল, কেউ যেন করিডরে কথা না বলে। কারণটা পরিষ্কার। শব্দ চুরির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সব রকম প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে ভেতরদিককার কামরাগুলোয়।

উঠনটা পেরুবার সময় কোন্ বিল্ডিংটা কি কাজে ব্যবহার করা হয় আন্দাজ করার চেষ্টা করলো রানা। একটা স্টাফদের জন্যে, আরেকটা সিনিয়র স্টাফদের জন্যে, হাসপাতাল, অসংখ্য অ্যান্টেনা দেখে বোঝা গেল তিন নম্বরটা কমিউনিকেশন সেন্টার, গেস্টদের জন্যে একটা (যেখানে ওকে থাকতে দেয়া হয়েছে), আর শেষেরটা, প্রবেশপথ থেকে সবচেয়ে দূরে, এক্সিকিউটিভ অফিস।

আন্দাজটা বোধহয় নির্ভুল, কারণ মারিয়ো মস্তাজ রানাকে শেষ বিল্ডিংটার দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। মারিয়ো, ভাবলো রানা, অতোটা বোকা নয় প্রথম যতোটা তাকে মনে হয়েছিল।

এক্সিকিউটিভ অফিসে অনেকগুলো কামরা, মাঝখানের বড় একটাতে বসে কমাণ্ডিং অফিসার। দরজায় নক করলো মারিয়ো, আমেরিকান উচ্চারণে ভেতর থেকে সাড়া দিলো কেউ। বললো, 'ওকে।' শান্ত, ধীর কণ্ঠস্বর, নরম।

'ক্যাপটেন মাসুদ রানা, রয়্যাল নেভি, স্যার,' গাধার ডাক ছাড়লো মারিয়ো।

মুখে হাসির একটা পোঁচ মাখলো রানা, ওর পিছনে মারিয়ো

দরজা বন্ধ করার পর দেখলো কামরার ভেতর একা ও। দেয়ালে কোনো মনোমুগ্ধকর ছবি নেই, নেই ফুল গাছ সহ টব। একদিকের বিরাট দেয়াল ঢাকা পড়ে আছে দুটো ম্যাপে—একটায় স্থানীয় ইটালিয়ান এরিয়া, অপরটা ইউরোপ। দ্বিতীয় ম্যাপটায় সব কিছু বিস্তারিত দেখানো হয়েছে, ম্যাপের গায়ে প্রচুর সামরিক প্রতীক চিহ্নও দেখলো রানা। বাকি ছবিগুলো সবই কোনো না কোনো ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত। ব্ল্যাকহক আর চিনুক হেলিকপ্টারগুলো বড় করে দেখানো হয়েছে, চিনুকগুলোর দরজা থেকে উথলে বেরিয়ে আসছে যুদ্ধের পোশাক পরা সৈনিকরা। কাছে পিঠে বিস্ফোরিত হচ্ছে মর্টার বোমা।

''চলে আসুন, ক্যাপটেন রানা। আপনাকে এখানে পেয়ে ভারি খুশি হলাম।' ছোটোখাটো মানুষটা, ডেস্কের পিছনে চেয়ারে এমনভাবে হেলান দিয়ে ছিলো, প্রথমে তাকে দেখতেই পায়নি রানা।

রানা এগোচ্ছে, চেয়ারে সিধে হলো কমাণ্ডিং অফিসার, তারপর দাঁড়ালো, হাতটা বাড়িয়ে দিলো রানার দিকে। অভিজাত ম্যাগাজিন, আর্ট পেপারে ছাপা, দামী কাপড় তৈরির কোনো কোম্পানীর বিজ্ঞাপন থেকে উঠে এসেছে যেন লোকটা। স্যুটটা প্যারিসের সবচেয়ে বিখ্যাত টেইলারিং শপ থেকে বানানো হয়েছে, ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস বা আর্মির বেতন থেকে ওটার মজুরী দেয়া সম্ভব নয়। একই কথা শার্ট আর টাই সম্পর্কে, দুটোই বিশেষ অর্ডার দিয়ে বানানো হয়েছে, দ্বিতীয় কারো ঠিক এ-ধরনের শার্ট বা টাই দেখতে পাওয়া যাবে না। জুতো জোড়া নকল নয়, খাঁটি গুচি, হাতে সেলাই করা।

দামী পরিচ্ছদের ভেতর লোকটা বেঁটে, রোগা, টাক শুরু হয়েছে মাথায়। গলার স্বরটা নরম শোনালেও, চেহারার মধ্যে প্রায় হিংস্র, রগচটা একটা ভাব চাপা থাকেনি। 'আপনাকে দেখে সত্যি খুশি হয়েছি, ক্যাপটেন রানা। দিনের শুরুতে আজ যে অসুবিধেয় পড়েন, সেজন্যে দুঃখিত। ছুটি কাটাতে এসে এ-ধরনের বিড়ম্বনা কারই বা ভালো লাগে। তবে, আমার অনুমান, আমরা যে-পেশায় আছি, ছুটির দিনেও কাজ করতে হয়, এমনকি ক্রিসমাসের ছুটিতেও। সে যাই হোক, নর্থাঙ্গার-এ আপনাকে স্বাগতম, ক্যাপটেন।'

'নর্থাঙ্গার?' পুনরাবৃত্তি করলো রানা, গলায় অবিশ্বাসের সুর।

'গোপন গাইডবুকে এই নামই দেয়া হয়েছে আমাদের। সে যাই হোক, আমি হার্ল ক্যাসিডি।' আকৃতি ছোটোখাটো হলে কি হবে, রানার মনে হলো প্রচণ্ড শক্তিশালী গরিলার সাথে করমর্দন করছে সে। 'বসুন, ক্যাপটেন। দু'একটা ব্যাপারে আলোচনা দরকার আমাদের।'

বসলো রানা। চেয়ারটা কোনো এফ/ফরটিন-এর পাইলট এক সময় ব্যবহার করতো, সেটাকে খানিক বদলে এখানে ফেলা হয়েছে। আরামদায়ক, মনে মনে স্বীকার করলো রানা। 'কি ব্যাপারে আলোচনা, মি.…ইয়ে…?'

'নো র‍্যাঙ্ক। পদ ইত্যাদি পছন্দ করে না ল্যাঙলি। আপনি আমাকে শুধু হার্ল বলে সম্বোধন করুন। পদের কথা যদি তোলেনই, আমি হলাম অফিসার কমাণ্ডিং নর্থাঙ্গার। আমার কাজ হলো বসে থাকা, শীতকালে হি হি করা, গরমের দিনে ঘামা, আর সচল স্পাইদের আসা-যাওয়া লক্ষ্য করা। আপনি, ক্যাপটেন, আমাদের সচল স্পাইদের মধ্যে একজন ভিআইপি।'

'আমার আসলে নিরেট কিছু এভিডেন্স দরকার, হার্ল। ভ্রাম্যমাণ স্পাই হিসেবে পরিচয় দিলে অনেক সময় মারা পড়তে হয়।'

'সেটা কোনো সমস্যা নয়। প্রমাণ দেয়া যাবে। আপনাকে আমি রানা বলতে পারি তো, বাই দ্য ওয়ে?'

'কেন নয়।'

ডেস্কের পিছনে স্টীলের ফাইলিং কেবিনেটটা খুললো কমাণ্ডিং অফিসার। রানা লক্ষ্য করলো, তিনটে চাবি আর দুটো ডিজিটাল টাচ-প্যাড ব্যবহার করতে হলো লোকটাকে। এখানকার পরিবেশ অদ্ভুত লাগছে রানার, প্রথম থেকেই। কোনোভাবেই যেন মিলছে না।

'এই নিন। দুটোই আছে—সাইফার, ডিসাইফার।'

কাগজ দুটো নিলো রানা, অরিজিন্যাল সাইফার-এর ফেইলসেফ ডাবল-চেক লক্ষ্য করলো। কোনো সন্দেহ নেই, সরাসরি মারভিন লংফেলোর কাছ থেকে এসেছে। তরজমা করা অংশটা পড়তে শুরু করলো রানা।

'ফ্রম বিএসএস ইউকে টু ওসি নর্থাঙ্গার বেস মেসেজ কনটিনিউজ থ্যাঙ্ক ইউ ফর অ্যাসিস্ট্যান্স রেফারেন্স আওয়ার মাছরাঙা স্টপ উড অ্যাপ্রিশিয়েট আ ডিব্রিফ কপি মি ওনলি স্টপ দিস অফিসার মাস্ট বি কেপ্ট ইন ডাউনলোড আনটিল জানুয়ারী টু স্টপ উইল সিগন্যাল হাউ হি ইজ টু প্রসিড অ্যাণ্ড জয়েন হিজ শিপ অন জানুয়ারী থ্রি স্টপ। বিএসএস ফিনিস।'

'আপনাকে খুশি করা গেছে তো, রানা?' ছোটোখাটো লোকটা মিটিমিটি হাসছে।

'বোঝাই যাচ্ছে, ডিব্রিফ-এর সুযোগ-সুবিধে আছে

আপনাদের।'

'তারা হয়তো সেরা নয়, তবে ভালো একটা টিম আছে বটে। একজন আপনাদেরই, মানে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসেরই লোক। ম্যাক বোলান। চেনেন তাকে?'

'চিনি না, তবে নামটা শুনেছি।'

'তার সাথে ল্যাঙলির দু'জন লোকও আছে—একজন হলো টার্নার, পেরেক আকৃতির একজন মানুষ, খুলিটা চ্যাপ্টা। দ্বিতীয় লোকটার নাম ওয়ালটন। ওয়ালটন জানে কার লাশ কোথায় পুঁতে রাখতে হয়, কিন্তু ভুলেও কাউকে বলবে না। বোধহয় সেজন্যেই এখানে তাকে পাঠানো হয়েছে। আপনাকে একবার যদি নর্থাঙ্গার বদলি করা হয়, জীবনে আর অ্যাকটিভ ডিউটি করার সুযোগ পাবেন না। সে যাই হোক, আপনি যে ভালো একটা ডিব্রিফ পাবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'বেশ ভালো, মারিয়ো জড়িত না থাকলেই হলো।'

'হাহ্-হা।' ডেস্কের কোণে ঘুসি মারলো হার্ল ক্যাসিডি। 'টমেটো মস্তাজ, ওর কথা বলছেন! আপনি জানেন, জুতো থেকে ফিতে পর্যন্ত খুলতে জানে না ও, কিভাবে খুলতে হয় তা যদি গোড়ালিতে লেখাও থাকে? আপনি চকলেট পছন্দ করেন রানা? আজ রাতে পুরোদস্তুর ক্রিসমাস ডিনার হবে আমাদের এখানে। টার্কি, পুডিং, কি নয়।'

'সাউণ্ডস ফান।' হাতঘড়ির দিকে তাকালো রানা। 'কিন্তু তার আগে আমি একটা ফোন করতে চাই।'

'ইয়েস?'

হার্ল ক্যাসিডির কণ্ঠে সন্দেহ, নাকি ওর কল্পনা? 'আজকের

কন্ট্যাক্ট কোড বদল হওয়া দরকার। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। প্লিজ, ফোনটা ব্যবহার করুন।' পাঁচ রঙের পাঁচটা টেলিফোনের মধ্যে একটার দিকে আঙুল তাক করলো হার্লে ক্যাসিডি। 'আপনি একা হতে চান?'

'না তার দরকার নেই।' এরইমধ্যে ডায়াল করতে শুরু করেছে রানা।

এবার রিঙ হলো চারবার, তারপর লণ্ডন প্রান্ত থেকে রিসিভার তোলা হলো। 'মাছরাঙা,' বললো রানা। 'তৃতীয় দিন।'

'ক্যাটক্ল দীর্ঘ লাইন থেকে শব্দটা ভেসে এলো। 'রিপিট। ক্যাটক্ল।'

'অ্যাকনলেজ।' রিসিভার নামিয়ে রাখতে যাবে রানা, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর থেকে একটা প্রশ্ন উচ্চারিত হলো, 'সব কিছু ঠিক আছে তো?'

'ওরা বলছে, আছে।'

'অ্যাকনলেজ।' বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ। তারমানে এখনো কৌশল, চাতুর্য ইত্যাদির সাহায্য নিচ্ছে ওরা। তবে এবার কোডটা পরিস্থিতির সাথে খুব ভালো মিলে যায়। দান্তের লাইনগুলো আরেকবার মনে পড়ে গেল রানার।

ফ্রন্ট অ্যাণ্ড সেন্টার হিয়ার, গ্রিজলি অ্যাণ্ড হেলকিন...
ইউ টু, ডেডডগ...
কার্লিবিয়ার্ড, টেক চার্জ অভ আ স্কোয়াড অভ টেন।
টেক গ্রাফটার অ্যাণ্ড ড্রাগনটুথ অ্যালঙ উইথ ইউ।
পিগফাস্ক, ক্যাটক্ল, ক্র্যামপার অ্যাণ্ড ক্রেজিরেড।

'আপনি আমার মুখ থেকেও শুনতে চান, ক্যাপটেন

রানা?' দেয়াল–আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইটা ঠিকঠাক করে নিচ্ছে হার্ল ক্যাসিডি।

'আপনি খুব ভদ্র, হার্ল,' বললো রানা।

কৃত্রিম রাগের সাথে চোখ রাঙালো হার্ল ক্যাসিডি। 'গাল দেবেন না, প্লিজ!'

'না।'

'গুড।' ঠোঁট টিপে হাসলো হার্ল ক্যাসিডি। 'আজ আমি বাজি ধরবো ক্যাটক্ল–র ওপর।'

'আপনি জিতবেন।' হেসে উঠলো রানা, একসাথে অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এলো ওরা।

সিনিয়র অফিসারদের কোয়ার্টারে, অফিসার্স ক্যানটিনে পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। বেশ বড় একটা জায়গা নিয়ে ক্যানটিনটা। ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। রানার মনে হলো, শুধু সুন্দর নয়, পরিবেশটা যেন অবাস্তবও। কেন এ–কথা মনে হলো, বলতে পারবে না ও। দোকান থেকে কিনে আনা ক্রিসমাস ট্রি থেকে তুষার ঝরছে, নিচে দাঁড়িয়ে আছে দেবীমূর্তি, প্রত্যেকের ঠোঁটে বাঁশি বা অচেনা ইনস্ট্রুমেন্ট। সবচেয়ে বড় গাছটার তলায় জড়ো করা হয়েছে উপহার সামগ্রী। গাছটার ভেতর ইলেকট্রিক বালবগুলো এমনভাবে সাজানো, একেকটা যেন সচল শিখা সহ সত্যিকার মোমবাতি।

মেয়ে বলতে একমাত্র রুবি বেকার উপস্থিত, রানাকে দেখামাত্র একদল পুরুষের ভিড় থেকে বিচ্ছিন্ন করলো নিজেকে, এগিয়ে এলো দ্রুত পায়ে। আঁটসাঁট কালো একটা স্যুট পরেছে সে, অত্যন্ত দামী।

'মাফ করবেন, স্যার,' বললো সে, চুমো খেলো রানাকে, একটু জোরেই, তাও আবার ঠোঁটে। 'এখানে এটার অনুমতি আছে,' বলে মাথার ওপর ঝুলন্ত, পরস্পরকে জড়িয়ে থাকা লতাগাছগুলোকে দেখিয়ে দিলো।

'আজ রাতে তোমার দেয়া-নেয়ার কোনো ব্যাপার আছে নাকি, ফার্স্ট অফিসার রুবি বেকার?' হাসলো রানা, তবে ঝুঁকলো না।

'ক্যাটক্ল,' শান্তকণ্ঠে উচ্চারণ করলো রুবি।

'ঠিক। ক্যাটক্ল।'

'ডিনার টেবিলে ওরা আমাকে আপনার পাশে বসাবার ব্যবস্থা করেছে, স্যার। আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'যদি না কাজের প্রসঙ্গ ওঠে।'

মাথা ঝাঁকালো রুবি, ঠোঁট কামড়ালো, তারপর দু'জন একসাথে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে।

খেতে বসে খুব একটা কথা বললো না রানা। ভোজটা হলো প্রথম শ্রেণীর। অ্যালকোহলের কোনো অভাব নেই। রানা অবশ্য সাবধান থাকলো, মাত্রা ছাড়িয়ে পান করলো না। মারিয়ো মন্তাজ-কে বদ্ধ মাতাল হতে দেখলো রানা। অনেকেই প্রলাপ বকতে শুরু করলো। ভাঙাচোরা চেহারা, বিশালদেহী দুই লোক, প্রথমে তর্ক বাধালো, তারপর মারামারি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, এই সময় হার্ল ক্যাসিডি এগিয়ে এলো। চাবুকের মতো সপাং সপাং আওয়াজ বেরিয়ে এলো তার গলা থেকে, প্রায় চিনতেই পারলো না রানা। বিশালদেহী লোক দু'জন এক মুহূর্তে নরম কাদা হয়ে গেল যেন।

'ক্রিসমাসটা এখানে বেশ জমেছে, কি বলো?' বললো রানা,

হাসছে না। 'ভালো কথা, তুমি কি এখানে আরো কিছুদিন থাকবে?'

'রেনদের জাহাজে তোলার জন্যে তাগাদা দিতে হবে না? একত্রিশ তারিখে চলে যেতে হবে আমাকে।'

'রয়্যাল নেভি এয়ার স্টেশন ইয়োভিলটনে?'

এক সেকেণ্ড দেরি করে মাথা ঝাঁকালো রুবি। 'আমার ধারণা ছিলো, আজ সন্ধ্যায় কাজ নিয়ে কথা হবে না।' তারপর, একেবারে হঠাৎ, 'আবার আমরা নতুন করে...ইয়ে, মানে...শুরু করতে পারি না, স্যার? সব ভুলে গিয়ে? যা হবার হয়েছে, ভুল তো মানুষের হতেই পারে। রানা? প্লিজ।'

'সম্ভব, হয়তো সম্ভব, সব মিটে গেলে। অবশ্য এখুনি নয়। যতোদিন না ঝামেলাটা মেটে। কোন্ ঝামেলা তুমি জানো।'

ম্লান মুখে মাথা ঝাঁকালো রুবি।

তবে সকালে রুবির চেয়েও ম্লান চেহারা দেখার সুযোগ হলো রানার। ব্রেকফাস্টে খেতে বসে ওরা তাকে জানালো, কাল গভীর রাত পর্যন্ত জমজমাট ছিলো পার্টি।

গাধার ডাক ছাড়তে ছাড়তে রানার ব্রেকফাস্ট টেবিলের দিকে এগিয়ে এলো মারিয়ো মন্তাজ। রানাকে বললো সে, খুব ভালো হয় ও যদি সাড়ে দশটার সময় তিন নম্বর স্যুইটে হাজিরা দেয়। 'দা ডিব্রিফ,' ব্যাখ্যা করলো সে।

সাড়ে দশটায় ওদের মুখোমুখি হলো রানা। আমেরিকান অফিসার ওয়ালটন আর টার্নার, ব্রিটিশ অফিসার ম্যাক বোলান। ম্যাক বোলান সম্পর্কে রানার কল্পনা একেবারেই মিললো না।

ওয়ালটন বয়স্ক, হঠাৎ আপাত অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করার একটা

ঝোঁক আছে তার মধ্যে। অবশ্য খানিক পরই বোঝা যায় প্রশ্নটা আসলে অপ্রাসঙ্গিক ছিলো না। টার্নার লোকটা, হার্ল ক্যাসিডির বর্ণনা অনুসারে, পেরেক আকৃতিরই বটে, পেরেকের মতো কঠিন আর শক্তও। যদিও প্রচুর হাসলো সে, কিন্তু চেহারা থেকে গাম্ভীর্য তাতে দূর হলো না, চোখ দুটো থাকলো ঠাণ্ডা, দৃষ্টির ভাষা পড়া যায় না। ম্যাক বোলানের চেহারা ক্লান্ত কেরানীর মতো, আচরণেও কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। লোকটা পাইপ খায়, তার হাতে জিনিসটা একেবারেই বেমানান। কোনো প্রশ্নই পুরোটা উচ্চারণ করে না সে।

ডিব্রিফ শেষ হতেই তিনজন ইন্টারোগেটর যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। তারপর তাদেরকে দ্বিতীয়বার আর কোথাও দেখলো না রানা।

ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখে রানার কামরায় এলো রুবি বেকার, জানালো, সে চলে যাচ্ছে। রানা তাকে বেশিক্ষণ আটকালো না, তবে পরিষ্কার বোঝা গেল আরো কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছে রয়েছে তার। 'তাহলে জাহাজে আবার দেখা হবে, কেমন?' শেষ কথাটা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো সে, রানার সন্দেহ হলো চোখের কোণ দুটো ভিজে উঠেছে। হয় মেয়েটা সত্যি ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে, নয় তো অস্কার পাবার উপযুক্ত অভিনেত্রী।

দু'দিন পর রানার পালা। মারভিন লংফেলোর সর্বশেষ সিগ-ন্যালটা ওকে দেখালো হার্ল ক্যাসিডি। সিগন্যালের বিষয়বস্তু মুখস্থ বলতে হলো রানাকে, ওর কোথাও ভুল হচ্ছে না দেখে নর্থাঙ্গার-এর কমাণ্ডিং অফিসার সন্তোষ প্রকাশ করলো।

হেলিকপ্টারে করে রোমে পৌঁছে দেয়া হলো ওকে। আলিটালিয়া-র ডেস্কে থামলো রানা, টিকেট আর কাস্টমস-

চেকিং–এর চিহ্নসহ একটা স্যুটকেস দেয়া হলো ওকে।

রোম থেকে প্লেনে করে স্টকহোম এলো রানা, পথে কিছু ঘটলো না। মিলিটারী ট্র্যান্সপোর্ট–এর জন্যে ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করতে হলো ওকে, ফেরিতে চড়ে পৌঁছুলো পশ্চিম জার্মানীর ন্যাভাল বেস ব্রেমারহ্যাভেন–এ। ওখানে এক রাত থাকলো রানা।

জানুয়ারির তিন তারিখ সকালে সী কিং হেলিকপ্টারে চড়লো রানা, পরনে রয়্যাল নেভির ইউনিফর্ম। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ইনভিনসিবলের দিকে রওনা হয়ে গেল সী কিং। তীর থেকে বিশ মাইল দূরে রয়েছে ইনভিনসিবলের এসকর্ট জাহাজগুলো, ওগুলোরই একটায় সী কিং থেকে নামলো রানা। রাতের মধ্যেই নর্থ সী–র একশো মাইল পাড়ি দিলো ওরা। এরপর শুরু হলো অপেক্ষার পালা, কখন অপারেশন আক্রমণ '৮৯ শুরু করার নির্দেশ আসবে।

নিরীহ দর্শন কয়েকটা বাসে নর্থাঙ্গার স্টাফদের তোলা হচ্ছে, রানা বিদায় নেয়ার চার ঘন্টা পরে। মারিয়ো মন্তাজ, পরনে সবুজ ট্রাউজার আর সামরিক সোয়েটার, সিও–র অফিসে ঢুকলো, নক না করেই। সিও ডকুমেন্টগুলো নষ্ট করছে। তার সেকেণ্ড–ইন–কমাণ্ডের দিকে ভালো করে তাকালোই না।

ডেস্কের সামনের চেয়ারটায় বসলো মারিয়ো মন্তাজ ওরফে ডন বাম্বিনো। 'তাহলে? আপনার বিশ্বাস, ওরা গিলেছে?' জিজ্ঞেস করলো সে। বাস্টি সাম্রাজ্যে ডন বাম্বিনো হলো 'সাপ', আর হার্ল ক্যাসিডি ওরফে কেনেথ কালভিন হলো 'ভাইপার'।

'অবশ্যই। ইনকামিং প্রতিটি সিগন্যাল সামলানো হয়েছে। কেউ

কোনো প্রশ্ন তোলেনি।'

গম্ভীর হলো ডন বাম্বিনো। 'শুধু আমি ছাড়া। আমি আপনার কৌশলটা বুঝতে পারছি না।'

কাগজ ছেঁড়ার যন্ত্রে আরো কিছু ডকুমেন্ট ভরলো কেনেথ কালভিন। নিঃশব্দে হাসলো সে। 'হ্যাঁ, বলুন। আপনি যে সন্তুষ্ট নন, সেটা বুঝতে পেরেছি, তবে নিজের ভূমিকায় আপনি নিখুঁতভাবে উতরে গেছেন। আপনার উদ্বেগের কারণটা কি বলুন তো, ডন বাম্বিনো?'

'আমার উদ্বেগের কারণ আপনি জানেন। রানাকে খুন করা উচিত ছিলো। এখানে, তাকে হাতে পাবার সাথে সাথে। খুনই যদি করা না হবে, এখানে তাকে নিয়ে আসার কি দরকার ছিলো?'

'এরইমধ্যে দু'বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। প্রথমবার দায়ী ছিলো মিসাইলটা—নিশ্চয়ই ওটার কোথাও গলদ ছিলো—আর পাইলট হিসেবে রানার অসাধারণ দক্ষতা।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে মনের খেদ প্রকাশ করলো সে। 'তারপর, ডন বাম্বিনো, আবার আমরা চেষ্টা করলাম। ফলাফল? আমরা মারতে গেলাম রানাকে, মারলাম...,' তার ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে সেঁটে গেল, চিন্তাটা তাকে যেন নার্ভাস করে তুলেছে। তারপর, ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলে, আবার মুখ খুললো সে। 'সিদ্ধান্তটা আমার, ডন বাম্বিনো। আমাদের আসল টার্গেটের কাছাকাছি না পৌঁছুনো পর্যন্ত আর কোনো খুন-খারাবি নয়। তখন প্রচুর সুযোগ পাওয়া যাবে। ইজকিয়ায় যা ঘটলো, এরপর রানার আকস্মিক মৃত্যু, গোটা অপারেশনটাকে ভণ্ডুল করে দিতে পারে। তারা এমনকি বাতিলও করে দিতে পারে প্রোগ্রামটা।'

'তাহলে তার মতো লোককে এখানে আনার কি দরকার ছিলো?'

মৃদু হাসলো কেনেথ কালভিন, ধৈর্যের প্রতিমূর্তি যেন। 'দরকার ছিলো বৈকি, জরুরী দরকার ছিলো। ইজকিয়ার পর এমনিতেও ওকে তারা এখানে পাঠিয়ে দিতো। ওর চারপাশে নিরাপত্তার দেয়াল তুলে বন্ধ করে রাখা হতো। আমরা ওকে আত্মবিশ্বাসী দেখতে চেয়েছি, যাতে আঘাতটা পায় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। এটা একটা সাইকোলজিক্যাল কৌশল। আমরা তার কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছি, তাকে জানার সুযোগ পেয়েছি। আপনার মনে হচ্ছে না, লোকটাকে এখন আপনি আগের চেয়ে ভালো চেনেন?'

'সে যে বিপজ্জনক তা জানি, তবে হ্যাঁ। হ্যাঁ, বলা যায় এখন তাকে আমি চিনি। কিন্তু আমরা কি সবার চোখে ধুলো দিতে পেরেছি?'

'যাদেরকে ধোঁকা দেয়া দরকার তাদেরকে দেয়া গেছে। অন্য কোনো বেস থেকে বা লণ্ডন থেকে কেউই এমন কোনো ভাব দেখায়নি যা দেখে মনে হতে পারে তারা উদ্বিগ্ন। রেগুলার স্টাফদের কৃত্রিম ঘুম ভাঙবে সকালে। সময়ের অদ্ভুত গরমিল সম্পর্কে তারা কেউ কোনো প্রশ্ন তুলবে বলে মনে হয় না আমার। অবশ্য এক সময় সবাই বুঝতে পারবে অজ্ঞাত কি এক কারণে যেন ক্রিসমাসটা ফাঁকি দিয়েছে তাদেরকে, ক'টা দিনের কোনো হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না, তবে ফারাজ লেবাননের সাপ্লাই দেয়া হিপনোটিকস আসল ঘটনা অন্তত হপ্তাখানেক চেপে রাখতে সাহায্য করবে, ভাগ্য ভালো হলে আট-দশ দিন কিছুই তারা ভালো করে স্মরণ করতে পারবে না। ততোদিনে, প্রিয় বন্ধু, সুপার পাওয়ারগুলোকে আমরা হাতের

মুঠোয় পেয়ে যাবো। ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা, রাশিয়া, তাদের সাথে এক লাইনে দাঁড়িয়ে ইউনাইটেড কিংডম-ও হাত জোড় করে করুণা ভিক্ষা চাইবে।'

প্রত্যাশায় জ্বলজ্বল করছে ডন বাম্বিনোর চোখ দুটো। হাসি হাসি মুখ, নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো। তারপর বললো, 'হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক। সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবার পর আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে বিরাট আয়োজন করতে হবে আমাদের।'

'কাউকে কৃতজ্ঞ করার জন্যে নয়,' বললো কেনেথ কালভিন, 'এতো ঝুঁকি নিচ্ছি শুধু টাকার জন্যে। টাকা দরকার আমার, টাকা! বিপুল, অঢেল, অগাধ টাকা চাই। মিলিয়নস অ্যাণ্ড মিলিয়নস! বিলিয়নস অ্যাণ্ড বিলিয়নস!' লোভে চকচক করছে তার চোখ।

দশ

পায়ের নিচে সামান্য কাঁপন অনুভব করলো রানা। বড় একটা জাহাজে ওঠার রোমাঞ্চই আলাদা। এখানে রুটিন ধরে সব কাজ হয়, প্রতিটি অফিসার ও ক্রু যে-যার কাজে ওস্তাদ, এমনকি সংকটের মুহূর্তেও নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটে না।

এইচএমএস ইনভিনসিবল রয়্যাল নেভির ইতিহাসে বলা যায়

সাম্প্রতিক সংযোজন। কোনো কোনো ব্যাপারে এরইমধ্যে কিংবদন্তী হয়ে উঠেছে জাহাজটা। ইনভিনসিবলের বিশাল প্ল্যাটফর্ম থেকে যে-কোনো ধরনের আক্রমণ পরিচালনা করা সম্ভব, এমনকি নিউক্লিয়ার যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতে পারবে ওরা।

জাহাজটার এয়ার গ্রুপে রয়েছে দশটা সী হ্যারিয়ার, এগারোটা অ্যান্টি-সাবমেরিন ওঅরফেয়ার (এএসডব্লিউ) সী কিং, দুটো অ্যান্টি-ইলেকট্রনিক ওঅরফেয়ার (এইডব্লিউ) সী কিং, আর একটা লিঙ্কস হেলিকপ্টার। অফিশিয়ালি বা টেকনিক্যালি ইনভিনসিবলকে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার বলা যায় না, ওটা আসলে টিডিসি, থ্রুডেক ক্রুজার। যদিও বিমানবাহী জাহাজ হিসেবে ফকল্যাণ্ড যুদ্ধে কাজে লাগানো হয়েছিল।

নতুন করে মেরামত এবং নতুন এঞ্জিন ও অস্ত্র দিয়ে সাজানোর পর এই প্রথম একটা মহড়ায় অংশগ্রহণ করছে ইনভিনসিবল। অপারেশন আক্রমণ '৮৯ জাহাজটাকে নিজের উপযোগিতা প্রমাণ করার সুযোগ এনে দিয়েছে। একই সাথে পরীক্ষা হয়ে যাবে নতুন করে বসানো ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট, ১২° ডিগ্রী হ্যারিয়ার স্কি-জাম্প-এর।

ব্যাপক পরিবর্তন ও মেরামতের পরও থ্রুডেক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে, বলা যায় জাহাজের সমস্ত ইকুইপমেন্টই রাখা হয়েছে ডেকের নিচ তলায়-শুধু স্টারবোর্ড সাইডের মাঝখানে মেইন ডেকের ৬৭৭ ফুট জুড়ে স্থাপিত লম্বা অ্যান্টেনা, রাডার ডিশ ও অন্যান্য ডিটেকশন ডিভাইসগুলোকে বাদ দিয়ে।

ইনভিনসিবল আর তার একজোড়া সিসটার শিপ, ইলাসট্রিয়াস ও আর্ক রয়্যালকে শক্তি যোগায় দৈত্যাকার চারটে রোলস-রয়েস

টিএমথ্রিবি টুইন–শ্যাফট গ্যাস টারবাইন।

পায়ের তলায় মৃদু কাঁপন নিয়ে নিজের বাঙ্কে বসলো রানা, ব্রাউনিংটা পরিষ্কার করা দরকার। রয়্যাল মেরিন ডিটাচমেন্ট ছাড়া, জাহাজে সে–ই একমাত্র হ্যাণ্ড–গান বহন করছে।

রানা সচেতন, ওর কেবিন থেকে মাত্র কয়েক ফুট সামনে দু'জন সশস্ত্র মেরিন দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে, পোর্ট সাইডে ডিউটি দিচ্ছে তারা, কড়া নজর রাখছে কয়েকটা কেবিনের ওপর। ওগুলোর কয়েকটায় আমন্ত্রিত ভিআইপি–রা থাকবেন। বাকিগুলো এরইমধ্যে রেন ডিটাচমেন্ট দখল করে নিয়েছে।

লাউডস্পীকারে ভেসে এলো ক্যাপটেন–এর যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। 'আপনারা সবাই শুনছেন তো? আমি ক্যাপটেন বলছি।' রানা জানে, গোটা জাহাজে সবাই তাদের কাজ বন্ধ করে কান পেতে আছে।

'আপনারা যেমন জানেন,' ক্যাপটেন, রিয়ার–অ্যাডমিরাল স্যার জন ওয়াল্টার, বলে চললেন, 'স্থল, নৌ ও বিমান মহড়া, অপারেশন অ্যাটাক এইটিনাইন নামে, ২৩.৫৯ ঘন্টায় শুরু হবে। ডিভিশন্যাল কমাণ্ডাররা আগেই আপনাদেরকে ব্রিফ করেছেন এই মহড়া সম্পর্কে, কাজেই আপনারা জানেন যে এটা ওশেন সাফারির মতো সাধারণ কোনো ট্রেনিং নয়। আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ২৩.৫৯ ঘন্টা থেকে আমরা আসল যুদ্ধের নিয়ম ধরে পরিচালিত হবো, শুধু জাপানে যেটা ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা বাদ দিয়ে বাকি সবই আমরা ব্যবহার করবো। এই মেসেজ অন্যান্য সব জাহাজেও রিলে করতে হবে, যেগুলোকে টাস্কফোর্স লেনিনগ্রাদ বলছি আমরা। ২৩.৫৯ ঘন্টায় জাহাজ অন্ধকার করে

দেবো আমরা।'

'আপনারা আরো জানেন, আজ সন্ধ্যায় অত্যন্ত সিনিয়র তিনজন অফিসারকে স্বাগত জানাবো আমরা। সাথে তাঁদের স্টাফরাও থাকবেন। স্টাফদের মধ্যে মহিলারাও আছেন। এই মুহূর্তে একটা রেন ডিটাচমেন্টও জাহাজে রয়েছে। আপনাদের ডিভিশন্যাল অফিসাররা আপনাদেরকে ইতিমধ্যে যা জানিয়েছেন তা পুনরাবৃত্তি করার কোনো প্রয়োজন নেই, তবু বলবো আমিঃ মহিলা অফিসার আর রেটিংদের সাথে মেলামেশা, স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের সময়টা বাদে, সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ডিউটির সময় বাদে কেউ কোনো মহিলার সাথে যেচে পড়ে কথা বললে বা ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলে, কঠিন শাস্তি পেতে হবে। শুধু এই ব্যাপারটা ছাড়া...,' দীর্ঘ বিরতি নিলেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল, ভয়ানক রসিক তিনি '...বাকি সব ব্যাপারে আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করি।'

আপনমনে হাসলো রানা। মেসেজটায় আসল কথা কিছুই বলা হয়নি। সন্দেহ নেই, এ এক ভিন্ন ধরনের মহড়া, আগে কখনো এরকম মহড়া অনুষ্ঠিত হয়নি।

মহড়ায় দুই পক্ষ অংশগ্রহণ করছে। লাল দল আর নীল দল। কে যে লাল আর কে যে নীল, হিসাব মেলানো সহজ নয়। ন্যাটোর প্রকাশ্য ভূমিকা বদলায়নি, তারা বরাবরের মতো নীল দলে রয়েছে। বাকি যারা অংশগ্রহণ করছে, দু'ভাগে ভাগ হয়ে এক ভাগ নাম লিখিয়েছে লাল দলে, অপর ভাগ যোগ দিয়েছে নীল দলে। উদাহরণ হিসেবে—রানাদের টাস্কফোর্সে রয়েছে রয়্যাল নেভির জাহাজ, কিন্তু অন্য দলে, লালে, রয়েছে রয়্যাল নেভিরই কয়েকটা সাবমেরিন।

সীল করা খামের ভেতর নির্দেশ পেয়েছে রানা, জাহাজে ওঠার

পর। তারপর ওকে বসতে হয়েছে রিয়ার–অ্যাডমিরাল জন ওয়াল্টারের কেবিনে, অন্যান্য এক্সিকিউটিভ অফিসারদের সাথে; ব্রিফিং–এর জন্যে। প্রথম সাক্ষাতেই টের পেয়ে গেছে রানা, রিয়ার–অ্যাডমিরাল জন ওয়াল্টার লোক হিসেবে মন্দ না হলেও, ব্যক্তিগতভাবে ওকে একেবারেই পছন্দ করতে পারছেন না। রানা কালা আদমী, আভাসে–ইঙ্গিতে কথাটা তিনি একাধিক বার স্মরণ করিয়ে দিলেন। একবার বিস্ময় প্রকাশ করে এ–ও বললেন যে খ্রিস্টান নয় বা জন্মগতভাবে ব্রিটিশ নয় এমন কেউ একজন রয়্যাল নেভিতে অফিসার হয়ে বসে আছেন, এ তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। তাঁর ভাবসাব লক্ষ্য করে প্রথম রাতেই বিড়াল মারার সিদ্ধান্ত নেয় রানা। এক পর্যায়ে রিয়ার–অ্যাডমিরালকে বিস্মিত ও হতবাক করে দিয়ে ডেস্ক থেকে লাল রঙের টেলিফোন রিসিভার তুলে নেয় ও, নিঃশব্দে ডায়াল করে বিএসএস হেডকোয়ার্টারের নম্বরে, তারপর রিসিভারটা জন ওয়াল্টারের দিকে বাড়িয়ে দেয়, বলে, 'আমার সম্পর্কে কোনো সন্দেহ বা প্রশ্ন থাকলে অ্যাডমিরাল মারভিন লংফেলোকে জিজ্ঞেস করুন। আমার ধারণা, তিনি আপনাকে নিজের চরকায় তেল দিতে বলবেন।'

রানার অপমানের জবাবে রিয়ার–অ্যাডমিরাল জন ওয়াল্টারও কম গেলেন না। বিএসএস হেডকোয়ার্টারের সাথে কথা বললেন তিনি, সরাসরি দাবি জানালেন তাঁর জাহাজ থেকে যেন ক্যাপটেন মাসুদ রানাকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

বিএসএস হেডকোয়ার্টার থেকে কে কথা বললেন বা কি বললেন, জানতে পারলো না রানা। মারমুখো ভঙ্গি নিয়ে ঝাড়া তিন মিনিট অপর প্রান্তের কথা শুনলেন জন ওয়াল্টার, তারপর ঝনাৎ

করে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে রানার দিকে রক্তচক্ষু তুলে তাকালেন। 'ভাববেন না, এখানেই শেষ হলো ব্যাপারটা। আমি এর শেষ দেখে ছাড়বো। ভালো কথা, আপনি তো প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং ফার্ম রানা এজেন্সির ডিরেকটর, তাই না? দেখবো ইংল্যাণ্ডে কিভাবে আপনার ফার্ম কাজ করে!'

'আমার ধারণাই তাহলে ঠিক, কি বলেন?' মুচকি হেসে জানতে চাইলো রানা, 'আপনাকে ওরা নিজের চরকায় তেল দিতে বলেছে।'

এ–সময় অন্যান্য অফিসাররা কেবিনে ঢুকে পড়লো, স্নায়ুযুদ্ধটা পাখা গজাবার সুযোগ পেলো না। ভালো অভিনেতা রিয়ার–অ্যাডমিরাল জন ওয়াল্টার, এরপর তিনি রানার সাথে সহাস্যে এমন আচরণ শুরু করলেন, যেন কতো মধুর সম্পর্ক দু'জনের। রানা বুঝলো, কঠিন ভাষায় ধমকে দেয়া হয়েছে ভদ্রলোককে।

এক্সারসাইজ ব্রিফিং তিন প্রস্থ। রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আক্রমণ '৮৯–এর স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব, সংশ্লিষ্ট পার্টিগুলোর অবজেকটিভ।

রাজনৈতিক পরস্থিতি খুবই জটিল। ক্রিসমাসের কিছু আগে চেয়ারম্যান গর্বাচেভকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার জন্যে বড় ধরনের একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। ষড়যন্ত্রটা আসলে গ্লাসনস্টের বিরুদ্ধে। রাশিয়ান আর্মি, নেভি আর এয়ারফোর্সের উচ্চপদস্থ অফিসাররা জড়িত ছিলো অভ্যুত্থানে। পলিটব্যুরোর কিছু সদস্যও সমর্থন দেয়। অভ্যুত্থান সফল হয়নি, কিন্তু তারমানে এই নয় যে ষড়যন্ত্রটা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

সামরিক বাহিনীর বড় অংশটা কট্টরপন্থী, গর্বাচেভের ঘোর বিরোধী তারা। এখন তারা নিজেদের আদর্শ রাশিয়ার বাইরে

প্রতিষ্ঠিত করার হুমকি দিচ্ছে, চেষ্টা করছে রাশিয়ার পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে দুনিয়ার মনোযোগ আকৃষ্ট করার; ন্যাটো শক্তিগুলোকে একের পর এক ট্যাকটিক্যাল অপারেশনে জড়িত করার মাধ্যমে, যাতে তারা প্রমাণ করার সুযোগ পায় বোমা ফাটাবার দক্ষতা কারো চেয়ে কম নয় তাদের।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, গর্বাচেভ প্রথম থেকেই জানেন, বিরাট একটা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়তে যাচ্ছে। এই বিপর্যয় এতো বড় দেশটাকে ধ্বংস করে দিতে পারে, ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। তিনি উদার ও খোলামেলা একটা সরকারের নেতৃত্ব দিতে চান, বিদেশী সাহায্য–সহযোগিতা পাবার জন্যে যে সরকার দেন–দরবার করতে পারবে। কিন্তু সামরিক বাহিনী ও কট্টরপন্থী রাজনীতিকরা এখনো বিশ্বাস করে, দর কষাকষি করার বা সাহায্য–সহযোগিতা পাবার একমাত্র উপায় হলো শক্তি প্রদর্শন। গ্লাসনস্টকে, তাদের ধারণা, মহৎ রাজনৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে শক্তি দেখাতে হবে, তাহলেই যদি শ্রেণী বিভক্ত, ভোগবিলাসী পশ্চিমকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা যায়। পশ্চিমা জগৎকে হুমকি দিতে চায় তারা, গায়ের জোর দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে সহযোগিতা আদায় করবে।

আজ রাতে, লাল দলের একটা অংশ তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমে হানা দেবে, ইউরোপ জুড়ে ন্যাটো বেসগুলোয় গোপন সামারিক অভিযান চালাবে। লাল দল প্রতিনিধিত্ব করছে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর। অপারেশনটা সতর্কতার সাথে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছে। বাস্তবে, ফোর্সের

সদস্যরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেন্থ স্পেশাল ফোর্সেস গ্রুপ, সাথে ডেল্টাফোর্সের দুটো ট্রুপ—প্রতিটি ট্রুপে রয়েছে চারটে স্কোয়াড, প্রতিটি স্কোয়াডে চারজন করে সদস্য।

ন্যাটোর অধীনে মার্কিন এয়ারফোর্স লাল দলের ব্যাক-আপ হিসেবে থাকবে, যদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, যদিও ইংল্যাণ্ডে মার্কিন বেসগুলোর একটাও ব্যবহার করা হবে না। রয়্যাল এয়ারফোর্স, এবং ইউরোপে ছড়িয়ে থাকা বাকি ব্রিটিশ ও মার্কিন ফোর্স, নিজেদের আসল ভূমিকা পালন করবে, একই কথা ইউনাইটেড স্টেটস ন্যাভাল ফোর্স সম্পর্কে। এরা হলো নীল দল বা মিত্রপক্ষ। অপরদিকে, ব্রিটিশ সেকেণ্ড প্যারাস্যুট রেজিমেন্ট, স্পেশাল এয়ার সার্ভিস, ফরটিটু কমাণ্ডো, টাস্কফোর্স লেনিনগ্রাদকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করবে লাল দলের পক্ষে।

মাঝরাতে, অর্থাৎ ২৩•৫৯ ঘন্টায় টাস্কফোর্স লেনিনগ্রাদ বেলজিয়ান উপকূল থেকে পনেরো মাইল দূরে থাকবে, এগোবে পশ্চিম দিকে। লাল দল গঠন করা হয়েছে ফ্ল্যাগশিপ ইনভিনসিবল, ছ'টা টাইপ ফরটিটু ডেস্ট্রয়ার আর চারটে টাইপ টোয়েনটি ওয়ান ফ্রিগেটকে নিয়ে।

মহড়ার শুরুতেই সচেতন থাকবে ওরা, রশিয়ান ঘাঁটি ত্যাগ করার পর থেকে নজর রাখা হচ্ছে ওদের ওপর। ওদের প্রধান শত্রু হলো, ওদেরই রয়্যাল নেভির বন্ধুরা, সাবমেরিনাররা। কাজেই টাস্কফোর্স লেনিনগ্রাদ খুবই অস্থির থাকবে সরু ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে, বে অভ বিস্কে ঘুরে জিব্রালটারের দিকে ছোটার জন্যে। ওখানে তারা ফরটিটু কমাণ্ডো ল্যাণ্ড করাবে, তাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতির সাহায্য নিয়ে সীল করে দেবে মেডিটারেনিয়ান। গোটা

ব্যাপারটাতে সূক্ষ্ম হিসাব করে ঝুঁকি নেয়া হয়েছে। লাল দল বিশ্বাস করে না পশ্চিমা শক্তি বোকার মতো যুদ্ধের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়ে সংকটকে আরো বিপজ্জনক পর্যায়ে নিয়ে যাবে।

দু'পক্ষেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো, সফল যুদ্ধ বিরতির মাধ্যমে শত্রুতার অবসান ঘটানো। এমন কোনো অ্যাকশনে তারা যাবে না যাতে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বেড়ে যেতে পারে, তারা শুধু যার যার রণকৌশলের কিছু নমুনা প্রদর্শন করবে। এবার প্রথমবারের মতো, ন্যাটো শক্তিগুলোর রাজনীতিকদের ডাকা হবে সত্যিকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্যে। শান্তিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটতে পারে সমস্ত সোভিয়েত ইউনিট প্রত্যাহার করার মাধ্যমে, তারপর বসতে হবে আলোচনার টেবিলে, যেখানে গর্বাচেভের ভবিষ্যৎ—আসলে গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ-নির্ধারণ করা হবে।

নাটকটা পরিচ্ছন্ন ও মজার, শুধু একটা দিক বাদে। রানা আগে থেকেই জানে, ওর মতো কয়েকজন ইন্টেলিজেন্স চীফও জানেন, আসল আর্মি এয়ারফোর্স বা ন্যাভাল ইউনিট নিয়ে এ-ধরনের খেলার আয়োজন করা হলে কোনো না কোনো টেরোরিস্ট গ্রুপ সুযোগ গ্রহণের জন্যে অস্থির হয়ে পড়ে। বাস্ট নির্দিষ্ট একটা কুকর্ম সাধনের জন্যে ইনভিনসিবলের ওপর ফণা তুলে আছে। রানা অবাক হয়নি, কারণ ওর জানা আছে আসলে জাহাজটায় কারা শেষ পর্যন্ত চেহারা দেখাবেন। ব্যাপারটা চীনাদের জাদুর বাক্সের মতো রহস্যময় ও গোপনীয়। আক্রমণ '৮৯-এর এটা হলো সর্বশেষ সিক্রেট, যার সাংকেতিক নাম দেয়া হয়েছে—'বেয়ারার্স মিটিং'। এর জন্যেই ইনভিনসিবলে সিকিউরিটির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে রানাকে। বাস্ট-এর সাথে যে দু'একবার ঘষা খেয়েছে ও, তাতেই

পরিষ্কার হয়ে গেছে লোকগুলো দয়ামায়াহীন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মানুষ এখনো যা জানে না তা হলো সংগঠনটা আকারে কতো বড়, সংকটময় মুহূর্তে কতোটুকু দক্ষতা দেখাতে পারবে তারা, এবং ইনভিনসিবল আক্রমণ করার পিছনে তাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি।

বাস্ট-এর রহস্য, তার শক্তি এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে রানাকে জানাতে পারে একমাত্র কেনেথ কালভিন।

একাধিক ডোশিয়েতে কেনেথ কালভিন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে কিছুই তার মিথ্যে নয়। প্রায় সব ডোশিয়েতে একই কথা বলা হয়েছেঃ বিরাট ধনী, ইয়াসির আরাফাতের সাবেক বন্ধু, মোসাডের উপদেষ্টা, কোথাও তার কোনো ফটোগ্রাফ নেই, গত বিশ বছরে সন্ত্রাসী তৎপরতার যে রেকর্ড আছে দুনিয়াজুড়ে তার কোনোটার সাথেই তাকে জড়িত করা যায়নি। সব মিলিয়ে এই হলো মানুষটার যোগফল, বিভিন্ন সূত্র থেকে তার চেহারা সম্পর্কে পাওয়া পরস্পর বিরোধী তথ্যগুলো বাদ দিলে।

সত্যি বটে, যেমন সন্দেহ করা হয়েছে, কালভিনই বাস্ট-এর ভাইপার-যার পিঠে চড়ে আছে সাপ, মানুষ আর বিড়াল। এই তিনজনের কাউকে বা সবাইকে যদি জিজ্ঞেস করা সম্ভব হতো-বাস্ট কি, বাস্ট-এর আসল উদ্দেশ্য কি?-তিনজনই প্রায় একই ধরনের জবাব দিতো, কিন্তু কোনোটাই আসল সত্য প্রকাশ করতো না।

ছোটোখাটো, একহারা চেহারার কেনেথ কালভিনই শুধু সঠিক জবাব দিতে সক্ষম। যদিও, দেবে বলে মনে হয় না। উত্তরটা তার মাথায় শক্ত করে তালামারা আছে।

মাত্র দুটো শব্দ সহযোগে উত্তরটা হবে কেনেথ কালভিন ও কেনেথ কালভিন। সে-ই বাস্ট, সে-ই বাস্ট-এর সত্যিকার লক্ষ্য। আরো যদি প্রশ্ন করা হয়, এতো বিপুল টাকা কোত্থেকে পেলো কেনেথ কালভিন? ব্যাপারটা একদম পরিষ্কার, তবে দেখার মতো চোখ থাকতে হবে প্রশ্নকর্তার।

কেনেথ কালভিনের কোনো ফটোগ্রাফ নেই, কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। আছে, অনেকগুলোই আছে। নিউ ইয়র্ক পুলিস বিভাগের হাতে আছে কয়েকটা। আরো আছে ওয়াশিংটন, নিউ অর্লিয়ান্স, প্যারিস, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, লণ্ডন পুলিস ডিপার্টমেন্টের হাতে।

বেশিরভাগই 'এফ' লেখা ফাইলের ভেতর পাওয়া যাবে ওগুলো-এফ মানে ফ্রড। প্রতিটি ফটোর পিছনে আলাদা আলাদা নাম লেখা আছে-বেঞ্জামিন হুবার্ট, রক ফিলিপ, নিক প্যাটন ইত্যাদি।

গত বিশ বছরে কেনেথ কালভিন নানা বিষয়ে কুখ্যাতি অর্জন করে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তার চেহারা এবং কর্মকৌশল বদলে যায়।

জন্মের পর কেনেথ কালভিনের নাম রাখা হয় মাইকেল সেলারস। নিউ ইয়র্কের পুরনো হেল'স কিচেন এলাকার নোংরা একটা পাড়ায় জন্মগ্রহণ করে সে। তার বাবা লুমবার্টো সেলারস ছিলো আংশিক রুমানিয়ান, আংশিক রাশিয়ান-পূর্বপুরুষদের ধমনীতে খনিকটা স্কটিশ রক্তও ছিলো। মাইকেল সেলারস-এর মা ইভা সেলারসও, আংশিক আইরিশ, আংশিক ফ্রেঞ্চ, শরীরে খানিকটা আরব ইহুদির রক্তও ছিলো।

কাজেই বলা যায়, প্রাণী হিসেবে কেনেথ কালভিন বর্ণসঙ্কর, সব মিলিয়ে তার শরীরে ছ'টা জাতির রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। বোধহয়

সেজন্যেই দুটো জিনিস নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সেঃ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এবং কখন সরে যেতে হবে সেটা বোঝার মতো ক্ষমতা।

দশ বছর বয়েসে রাস্তাই হয়ে উঠলো মাইকেল সেলারসের স্থায়ী ঠিকানা। চোদ্দ বছর বয়েসেই বুঝে ফেললো সে বেঁচে থাকতে হলে কি দরকার—টাকা। কারণ টাকা হলো ক্ষমতা অর্জনের সরাসরি পথ। সে যদি টাকা কামাতে পারে, ক্ষমতা তার হাতে এমনিতেই চলে আসবে। প্রথম একমিলিয়ন ডলার কামালো একুশ বছর বয়েসে।

নিউ ইয়র্কের ইটালিয়ান পাড়ায় একটা ডাস্টবিন মাইকেল সেলারসের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো। ডাস্টবিনে কিছু খুঁজছিল সে, পেয়ে গেল একটা পরিত্যক্ত অটোমেটিক পিস্তল। পিস্তলটা ছিলো ল্যুগার, ভেতরে ম্যাগাজিনটা ছিলো ভরা, শুধু একটা বুলেট খরচা হয়েছে। পিস্তলটা পাবার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চারটে দোকান লুঠ করলো মাইকেল, হাতে এলো ছ'শো ডলার। পরদিন অস্ত্রটা একশো ডলারে বিক্রি করলো সে। এরপর বুদ্ধির সাথে ব্যয় করলো টাকাগুলো—ভালো স্যুট কিনলো একজোড়া, চারটে শার্ট, তিনটে টাই, দু'জোড়া জুতো আর আণ্ডারঅয়্যার।

কেনাকাটার সময় রূপোর একটা সিগারেট কেস, লাইটার, দামী ব্রিফকেস, তার সাথে মিল রেখে একটা ওয়ালেটও চুরি করলো মাইকেল। হাতে অবশিষ্ট থাকলো দেড় শো ডলার। পঞ্চাশ ডলার ঢুকলো পকেটে, বাকি এক শো ডলার দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুললো ব্যাংকে। এরপর যা ঘটলো তাকে কেচ্ছা বা কিংবদন্তী বলাই ভালো, সে-সব ঘটনার সাথে মাইকেলের জড়িত থাকার প্রমাণ পেলে পুলিস তার বিরুদ্ধে অবশ্যই ক্যাপিটাল ক্রাইমের অভিযোগ

আনতো।

গত দুই দশকে দু'বার বিয়ে করেছে মাইকেল সেলারস, দু'বারই নাম বদলে। দুই মহিলাই অশ্লীল রকমের ধনী ছিলো, দু'জনই আপাতদৃষ্টে দুর্ঘটনায় পড়ে মারা যায় বিয়ের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতে। প্রথমবার এক বিধবাকে বিয়ে করে মাইকেল। জেমস গিবসন নামে এক স্টকব্রোকার-এর সাথে ঘনিষ্ঠতা করে সে, নিজের পরিচয় দেয় বব হোপ। জেমস গিবসন স্টক মার্কেটের সমস্ত কলা-কৌশল জানতো, বব হোপকে তার ভারি পছন্দ হয়, কারণ শিষ্য হিসেবে খুবই বিনয়ী আর অনুগত সে। ছ'মাস পর বেচারা জেমস গিবসন একটা এলিভেটরের ভেতর পা রাখলো, কিন্তু সেখানে কোনো এলিভেটর ছিলো না, ছিলো ত্রিশ তলা নিচে। পরে, পুলিসী তদন্তে দেখা গেল, ওয়্যারিঙে ত্রুটি থাকায় দরজাটা খুলে গিয়েছিল। খোঁজ নিলে দেখা যেতো, মাইকেল সেলারস বা বব হোপ, যে-নামেই তাকে ডাকা হোক না কেন, ইলেকট্রিক-এর কাজে খুবই দক্ষ। কিন্তু কে বুঝবে? বেচারা জেমস গিবসন স্ত্রীর কাছে সাড়ে তিন মিলিয়ন ডলার রেখে গেছে। মহিলাটি, শোক পালন করার পর, সদয় বব হোপকে বিয়ে করলো। দুঃখজনক, সে-ও তার প্রথম স্বামীকে অনুসরণ করলো বছর না ঘুরতেই। এবার দুর্ঘটনা ঘটালো একটা ক্যাডিলাক। পাহাড়ী রাস্তা ধরে একাই গাড়ি চালিয়ে আসছিল মিসেস বব হোপ, বাঁকের মুখ থেকে রোড সাইনটা কেউ সরিয়ে নিয়েছিল, ফলে পাহাড় থেকে খাড়া নিচে পড়ে যায় ক্যাডিলাক। ঠিকাদার লোকটা, কোর্টে দাঁড়িয়ে যীশুর কিরে খেয়ে বললো, রোড সাইন ছিলো ওখানে, কিন্তু কেসে হেরে গেল সে। ক্ষতিপূরণ বাবদ পনেরো লাখ ডলার পেলো বব

হোপ।

পুঁজির অভাব নেই, নিউ ইয়র্ক ছেড়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে চলে এলো বব্ হোপ। এখানে এসে এক অভিনেত্রীকে বিয়ে করলো সে। ইতিমধ্যে নামটা আবার বদলে নিয়েছে—রক ফিলিপ। অভিনেত্রীর খুব খ্যাতি ছিলো, বড় বড় হরফে ছাপা হতো তার ভালো-মন্দ খবর, তবে সবচেয়ে বড় হরফে ছাপা হলো তার মৃত্যু সংবাদটা। সাগর সৈকতের ধারে একটা বীচ হাউসে বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে আসায় মারা যায় সে। রক ফিলিপ ওরফে বব হোপের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আরো তিন মিলিয়ন ডলার যোগ হলো।

এ-ধরনের ঘটনা দুটোর বেশি নিরাপদ নয়। সেই থেকে প্রতি বছর নতুন নাম ধারণ করলো মাইকেল, শেয়ার মার্কেট থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে দু'হাতে টাকা কামাতে শুরু করলো। এক্ষেত্রেও লোভের লাগাম টেনে ধরলো সে, জালিয়াতি বাদ দিয়ে কেনাবেচার ব্যবসা ধরলো। সস্তা হলে যে-কোনো জিনিস কিনতে রাজি, লাভ হলে যে-কোনো জিনিস বেচতে আপত্তি নেই। সস্তা অথচ বাজারদর ভালো, এমন জিনিস একটাই আছে—চোরাই মাল। এই ব্যবসার সূত্র ধরেই ইয়াসির আরাফাতের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয় তার।

পিএলও তখন অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করছে, কিন্তু কোথাও থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি পাচ্ছে না। ফেরেশতার মতো উদয় হলো নিক প্যাটন ওরফে মাইকেল সেলারস, চাহিদামতো অস্ত্র যোগান দেয়ার প্রস্তাব দিলো পিএলও চীফকে। কথা দিলো, যখন যা লাগবে সব সে সাপ্লাই দেবে, নিয়মিত। কথার ফুলঝুরি নয়, সে তার কথা রাখলো। পিএলও নিয়মিত অস্ত্রের সাপ্লাই পেতে শুরু করলো তার

মাধ্যমে। ইয়াসির আরাফাত হয়ে উঠলেন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন।

কিন্তু অস্ত্রগুলো নিক প্যাটন সংগ্রহ করলো কিভাবে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লাইসেন্সধারী অনেক অস্ত্র ব্যবসায়ী আছে, নানান জায়গা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে আগ্রহী পার্টির কাছে বিক্রি করে তারা। উৎসগুলোর একটা হলো, মার্কিন সামরিক বাহিনীর অসংখ্য অস্ত্রাগার। এ–সব অস্ত্রাগার যারা পাহারা দেয় তাদেরকে ঘুষ দেয়া হয়, ঘুষ খেয়ে বাতিল বা ত্রুটিপূর্ণ অস্ত্রের তালিকা তৈরি করে অস্ত্রাগার পরিদর্শকরা। এভাবে হাজার হাজার অ্যাসল্ট রাইফেল, অটোমেটিক পিস্তল, ড্রামভর্তি কমপোজিশন সি–ফোর (ডিলিং মাড হিসেবে তালিকাভুক্ত) প্রতি বছর অস্ত্রাগারগুলো থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। লাইসেন্স সংগ্রহ করে নিক প্যাটনও অস্ত্র ব্যবসা শুরু করে দিলো। পিএলও–র সাথে তার সুসম্পর্ক যখন তুঙ্গে, মাইকেল সেলারসের মাথায় সন্ত্রাস নিয়ে ব্যবসা করার কথা প্রথম উদয় হলো।

বৈরুতে পৌঁছে সন্ত্রাস–এর ক্রেতা খুঁজতে শুরু করলো সে। খবর পেয়ে তার সাথে যোগাযোগ করলো মোসাড–এর একজন এজেন্ট। পিএলও–র বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী অভিযান চালাবার একটা নীল–নক্সা তৈরি করেছে মোসাড, কিন্তু দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে অপারেশনটায় হাত দিতে পারছে না তারা। সহাস্যে জানালো মাইকেল, ঠিক লোকের কাছেই এসেছে মোসাড। পিএলও–র সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তার জানা আছে, জানা আছে কোথায় হামলা করলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করা যাবে।

মাইকেল সেলারসকে পেয়ে মোসাড যেন আকাশের চাঁদ পেলো

হাতে। কিন্তু শর্ত দিলো মাইকেল, মোসাডের সদস্য করে নিতে হবে তাকে, তা না হলে সহযোগিতা করতে পারবে না সে, কারণ তার নিজের নিরাপত্তার দিকটাও তো দেখতে হবে তাকে। এক কথায় রাজি হয়ে গেল মোসাড। শুরু হলো পিএলও-র ঘাঁটিগুলোতে অতর্কিত আক্রমণ। মাইকেলের লক্ষ্য, পিএলও যাতে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র হারায়। কারণ সে-ই তো তাদের সাপ্লাইয়ার।

উনিশ শো পঁচাশি সালে আবার নিজের নাম বদল করলো মাইকেল সেলারস। এবার তার নাম কেনেথ কালভিন। ইতিমধ্যে সন্ত্রাস বিক্রি করার ব্যবসায় দারুণ সাফল্য অর্জন করেছে সে। বিভিন্ন টেরোরিস্ট গ্রুপকে শুধু যে অস্ত্র সরবরাহ করে তাই নয়, টেরোরিজমে ট্রেনিং দেয়ার জন্যে দুর্গম মরুভূমির মাঝখানে একাধিক ক্যাম্প বসিয়েছে সে। ভাড়াটে সৈনিক তৈরি করাও তার একটা পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এতো দিন অন্য কোনো পক্ষের হয়ে ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালিয়েছে কেনেথ কালডিন। এবার তার ইচ্ছে হলো, নিজে কিছু করবে। বাস্ট নামে একটা সংগঠন দাঁড় করাবে সে। নিজের জালে আটকে নিলো দীর্ঘদিনের পরিচিত ও বিশ্বস্ত তিনজনকে—গ্লেনডা বার্ক, ফারাজ লেবানন আর ডন বাম্বিনো। নীতিগতভাবে এরা তিনজনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও ইউনাইটেড কিংডমকে ঘৃণা করে। দু'ভাঁজ করা টোপ গেলানো হলো ওদেরকে। তিনটে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই তৎপরতা চালাবে বাস্ট, তার ওপর বিপুল টাকাও রোজগার হবে। বাস্ট প্রতিষ্ঠার পর এক বছর কাটলো, উনিশশো ছিয়াশি সালে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচশোর বেশি। এদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যাও কম নয়।

ভাইপার কেনেথ কালভিন প্রথম নির্দেশ দিলো—তার অনুমতি ছাড়া সংগঠনের কোনো সদস্য কোনো রকম সন্ত্রাসী তৎপতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কয়েকটা বোমা ফাটানোর কর্মসূচী অনুমোদন করলো সে, বাস্ট–এর নামটা যাতে চারদিকে ছড়াবার সুযোগ পায়। তবে, মূল পরিকল্পনা হলো, মাত্র একটা অপারেশনে পুঁজি বিনিয়োগ করবে সে। অপারেশনটা শুরু হতে সময় নেবে, তবে টাকা পাওয়া যাবে কল্পনার বাইরে। কয়েক বিলিয়ন ডলার তো বটেই, এমনকি ভাগ্য ভালো হলে কয়েক ট্রিলিয়নও হতে পারে।

পরের বছরটা শুধু তথ্য সংগ্রহ করে কাটালো কেনেথ কালভিন। সেই শুধু জানে, অপারেশনটা সফল হবার পর বাস্ট–এর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, দরকারও নেই। তারপর নিজের চেহারা পাল্টে ফেলবে সে, কেউ যাতে তার ভূমিকা সম্পর্কে কিছু জানতে না পারে। একজন দক্ষ প্লাস্টিক সার্জনকে চেনে সে, তার মাধ্যমে চেহারা বদলে নিয়ে কিভাবে তাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে ফেলবে তা–ও ঠিক করা আছে।

অপারেশন শুরুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময় এখন। বেয়ারার্স' মিটিং বলতে কি বোঝায়, সংগঠনের মধ্যে একমাত্র সে–ই জানে। বাইরের লোকদের মধ্যেও মাত্র অল্প দু'চারজন ন্যাভাল ও ইন্টেলিজেন্স অফিসার ছাড়া এ–ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না। তার লোকেরা এক পেটি অফিসারকে দলে টেনেছে, তাকে বাদ দিয়েও অন্তত আরো দু'জন এজেন্ট রয়েছে ইনভিনসিবলে। বেয়ারার্স' মিটিঙের প্রয়োজনীয় ক্লু যোগান দিয়েছে একজন, অপরজন অপারেশন শুরু হলে জনবল দিয়ে সাহায্য

করবে। কেনেথ কালভিনের হিসাব অনুসারে, গোটা অপারেশনে সময় লাগবে মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টা, খুব বেশি হলে ষাট—কারণ, সুপার পাওয়ারগুলো খুব তাড়াতাড়ি নতি স্বীকার করবে। সফল অপারেশনের পর কেনেথ কালভিনের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। বাস্ট হয়ে পড়বে দেউলিয়া।

নর্থাঙ্গার থেকে দু'দিনের জন্যে রোমে চলে এলো কেনেথ কালভিন। রোম থেকে লণ্ডনে, লণ্ডন থেকে জিব্রালটার। জিব্রালটারে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল 'দা ম্যান', ফারাজ লেবানন। রক হোটেলে দেখা হলো দু'জনের। এই প্রথম 'হেলথ ডিপেণ্ডস অন স্ট্রেংথ' অর্থাৎ সাংকেতিক শব্দগুলো উচ্চারণ করলো না তারা।

নর্থাঙ্গারে শেষবার দেখা হবার পর রুবি বেকারকে দ্বিতীয়বার দেখলো রানা ইনভিনসিবলের ওয়ার্ডরুমে। বাঁধাধরা কিছু নিয়মের পরিবর্তন করা হয়েছে, রেন আর তাদের অফিসাররা যাতে স্বচ্ছন্দভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। তারপরও ক্যাপটেন রানা রেন অফিসার রুবি বেকারের হাতে চুমো খাওয়ার সময় অনেকেরই চোখ কপালে উঠলো। প্রতিবারের মতো এবারও রানাকে দেখতে পেয়ে পুরুষদের জটলা থেকে বেরিয়ে এসেছে রুবি। কড়া কিছু নয়, বিয়ার খাচ্ছিলো রানা, অপারেশন সফল না হওয়া পর্যন্ত সংযম রক্ষা করবে। ট্রাউজার আর খাটো জ্যাকেটে বরাবরের মতো দারুণ লোভনীয় লাগলো রুবি বেকারকে।

'আপনি ভালো আছেন, স্যার?' রানার দিকে চোখ তুলে হাসলো রুবি, কালো চোখ দুটো বড় বড় করলো সে, মণি দুটো

আনন্দে চক চক করছে। গোপন থাকলো না, ওকে দেখে ভারি খুশি হয়েছে সে।

'ভালো আছি, রুবি। হাঙ্গামার জন্যে তৈরি তো?'

'আশা করি কোনো হাঙ্গামা হবে না। আমি চাই ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি চুকে যাক। জানতে পারলাম, সিকিউরিটির প্রতিটি বিষয়ে আপনার সাথে আমার মতবিরোধ আছে।'

'নিয়ম নিয়মই, সবাইকে তা কঠোরভাবে পালন করতে হবে। আমেরিকান ও রাশিয়ান, দু'দলকেই তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে তারা হয়তো নির্দেশ পালন করবে, কিন্তু বেয়ারার্স' মিটিং–এর সময় আমার সাথে তারা সহযোগিতা করবে বলে মনে হয় না।' ইনভিনসিবলে 'বেয়ারার্স মিটিং' সাইফার–এর অর্থ স্যার জন ওয়াল্টার, রানা আর রুবি, শুধু এই তিনজন জানে। অতিথি যারা আসবেন, তিনজন অ্যাডমিরাল, তাঁরাও জানেন, জানে তাঁদের বডিগার্ডরা। অপারেশন শুরু হলে অনেকেই অনেক ঘটনা লক্ষ্য করে বিস্মিত হবে, কিন্তু ঘটনাগুলোর কোনো ব্যাখ্যা তাদের দেয়া হবে না।

'রক্ষকের ভূমিকায় কারা থাকছে আমরা জানি, রানা···স্যার?'

মাথা ঝাঁকালো রানা, চোখ ঘুরিয়ে দেখলো অফিসাররা ডিনার টেবিলের দিকে এগোচ্ছে। 'আমাদের লোক দু'জন রয়্যাল নেভির প্রাক্তন সদস্য, ফ্ল্যাগ অফিসার হিসেবে অবসর নিয়েছে। মার্কিনীরা বডিগার্ড এনেছে তাদের সিক্রেট সার্ভিস থেকে, চারজন। রাশিয়ানরা সম্ভবত কেজিবি থেকে এনেছে, ওই চারজনই—একজন আবার একটা মেয়ে। তাকে ন্যাভাল অ্যাটাশে বলা হচ্ছে।'

'নাম?'

'সত্যিই, মনে রাখার মতো নাম একটা। রিনা কাসানোভা। মেয়েটা···।'

'আমি এরিমধ্যে তার কার্ড দেখেছি, স্যার।' চোখ বড় বড় করে নিরীহ একটা ভাব করলো রুবি বেকার। 'দেখতে যেমনই হোক সে, আমি তার নাম দিয়েছি ইঁদুর।'

মুচকি হাসলো রানা। 'চলো, খেয়ে নেয়া যাক,' বললো ও। 'আমার ধারণা, আজকের রাতটা সহজে কাটতে চাইবে না।'

'ওই আসছেন ওঁরা!' কমাণ্ডার, ফ্লাইট অপারেশনের চার্জে রয়েছে ঝট্ করে চোখে নাইট গ্লাস তুলে ইনভিনসিবলের পিছনের আকাশে দৃষ্টি বুলালো। 'আমাদের লোকেরা পথ দেখিয়ে আনছে।'

খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে, তবে আকৃতিগুলো নয়; তিনটে হেলিকপ্টারের তিনটে ওয়ার্নিং আলো, একটার সাথে অপরটার দূরত্ব এক হাজার ফুট। সাগর থেকে পাঁচশো ফুট ওপরে রয়েছে ওগুলো।

ইনভিনসিবলের পোর্ট বো-র কাছে, আকাশে, স্থির হয়ে রয়েছে একটা সী কিং। ফ্লাইং অপারেশনের সময় এটাই নিয়ম, সার্চ-অ্যাণ্ড-রেসকিউ মেশিন হিসেবে সব সময় আকাশে থাকবে একটা—যদি কোনো আকাশযান পানিতে পড়ে যায়!

প্রথম চপারটা নেমে এলো জাহাজে, এটাও একটা সী কিং। ডেক হ্যাণ্ডলিং অফিসার রানার পাশ দিয়ে ছুটে গেল নির্দেশ দেয়ার জন্যে। একটু পরই দ্বিতীয় হেলিকপ্টার ডেক স্পর্শ করলো। এটা বড় আকারের এমআইএল এমআই-ফরটিন, সাদা-কালো, সোভিয়েত নৌবাহিনীর গর্ব। রোটর ধীরে ধীরে থামছে, তৃতীয় ও শেষ হেলিকপ্টারটা নেমে এলো ডেকে। বেল মডেল ২১২, গায়ে মার্কিন

মার্কিং, তবে নৌ–বাহিনীর কোনো সীল–ছাপ্পর নেই। ফ্লাইট অপারেশনে এ–ধরনের বাহন আগে কেউ কখনো দেখেনি। 'আমি চাই চপারগুলো আমার ডেক ছেড়ে তাড়াতাড়ি বিদায় হোক,' কমিউনিকেশনের তরুণ কর্মীর উদ্দেশ্যে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো কমাণ্ডার। তারপর রানার দিকে ফিরলো। 'আকাশে আমাদের দুটো সী হ্যারিয়ার রয়েছে, ট্যাংক ভর্তি ফুয়েল আর অপারেশনাল ইকুইপমেন্ট নিয়ে—আসল বোমা, সাইডউইণ্ডার, ফিফটি এমএম ক্যানন, কিছুই বাদ দেয়নি। কারণটা জানি না, ক্যাপটেনের হুকুম। প্রতি মুহূর্ত তৈরি থাকতে হবে, চার মিনিটের নোটিসে নিরস্ত্র হ্যারিয়ার যাতে ওগুলোর জায়গায় বদলি হতে পারে। আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলবো, ভারি বিপজ্জনক।'

হেলিকপ্টার তিনটে দ্রুত নামিয়ে দিচ্ছে আরোহীদের। প্রতিটি হেলিকপ্টারের পাশে কয়েকজন রেটিং–কে নিয়ে দু'জন সিনিয়র অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন। সিনিয়র অফিসারদের একজন স্যালুট করবেন, একজন অ্যাডমিরালকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানাবেন, তারপর পথ দেখাবেন। সাথে কোনো লাগেজ থাকলে সেগুলো বহন করবে রেটিংরা। ফ্লিট–এর অ্যাডমিরাল স্যার মারফি হ্যামারহেড; অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটস, ইউনাইটেড স্টেটস নেভি; এবং অ্যাডমিরাল বরিস কোকোনোভিচ, সোভিয়েত নেভির কমাণ্ডার–ইন–চীফ, তাঁদের স্টাফ আর বডিগার্ড নিয়ে পৌছে গেছেন এইচ এমএস ইনভিনসিবলে।

আধ ঘন্টা পর ক্যাপটেনের ডে কেবিনে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো রানাকে। কেবিনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন তিন জন অ্যাডমিরাল, প্রত্যেকের হাতে একটা করে গ্লাস। রানাকে দেখে

মুহূর্তের জন্যে কালো হয়ে গেল রিয়ার–অ্যাডমিরাল স্যার জন ওয়ান্টারের চেহারা, অবশ্য তারপরই হাসলেন তিনি, যদিও সে–হাসিতে আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকলো না। বুঝতে অসুবিধে হয় না, বাধ্য হয়ে ঢোঁকি গিলছেন ভদ্রলোক, রানার উপস্থিতি কাঁটার মতো বিঁধছে তাঁর সর্বাঙ্গে।

এক এক করে তিনজন অ্যাডমিরালের দিকে তাকালেন রিয়ার–অ্যাডমিরাল, তারপর বললেন, 'জেন্টেলমেন, ইনি মাসুদ রানা। আপনাদের জন্যে নিরাপত্তার যে আয়োজন করা হয়েছে, ইনি তার চার্জে থাকবেন। মি. রানা, ইনি অ্যাডমিরাল অভ দা ফ্লিট, স্যার মারফি হ্যামারহেড।'

দীর্ঘদেহী, সুঠাম, পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোকের সামনে শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়ালো রানা।

'ক্যাপটেন রানা।' ভদ্রলোকের চেহারার সাথে ভারি গলাটা মিলে যায়। 'আপনার হাতে আমরা সবাই নিরাপদে থাকবো, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার সাথে দু'জন ফ্ল্যাগ অফিসার আছেন, সিকিউরিটির ব্যাপারে এক্সপার্ট···।'

'জেন্টেলমেন, ক্যাপটেন রানা আপনাদের পার্সোনাল স্টাফদের সাথে মিলিত হবেন, আপনাদের সাথে তাঁর পরিচয়ের পালা শেষ হলেই,' তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন রিয়ার–অ্যাডমিরাল জন ওয়াল্টার। 'বলে রাখা দরকার, আমার ফ্ল্যাগশিপে যতোক্ষণ থাকবেন আপনারা, আপনাদের লোকজন সরাসরি ক্যাপটেন রানার কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করবেন।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'সিকিউরিটি সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর কথার ওপর এমনকি আমিও কথা বলতে পারবো না, কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাই বলা

হয়েছে। আপনাদের নিরাপত্তার জন্যে এটা একান্ত প্রয়োজন, আপনাদের এবং যাঁরা বেয়ারার্স' মিটিঙে অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের নিরাপত্তার জন্যে।'

'ঠিক আছে, আপনারা যদি তাই চান। কিন্তু আমার সাথে চারজন লোক রয়েছে,' গম্ভীর, প্রায় কর্কশ সুরে বললেন অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটস, বোঝা গেল ঘটনাপ্রবাহ সব সময় নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান তিনি। 'আমার ধারণা, ওরাই আমার ওপর নজর রাখতে পারবে, আপনাদের কোনো সাহায্য ছাড়াই।' রানা ঠিক বুঝতে পারলো না কথাগুলো ওকে অপমান করার জন্যে বলা হলো, নাকি অ্যাডমিরাল ম্যাকিন্টসের স্বভাবটাই আক্রমণাত্মক। 'রানা?...রানা...?' আমেরিকান ভদ্রলোক রানার দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়লেন, ঘন ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। 'একজন রানাকে চিনতাম আমি, ফ্লোরিডায় দেখা হয়েছিল। আপনার কি আমেরিকায় আত্মীয়স্বজন আছে?'

'জ্বী-না, স্যার। অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, তবে আত্মীয় নেই।'

'এবং,' ওদের আলোচনায় বাদ সাধলেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল জন ওয়াল্টার, 'ইনি আমাদের সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার—অ্যাডমিরাল বরিস কোকোনোভিচ, কমাণ্ডার-ইন-চীফ, সোভিয়েত নেভি।'

'অ্যান অনার, স্যার।' সরাসরি ভদ্রলোকের চোখে তাকালো রানা। বরিস কোকোনোভিচের মুখ টকটকে লাল। চোখ দুটো বাদামী আর ঠাণ্ডা, দৃষ্টিতে কোনো ভাষা নেই। কাঁচা-পাকা ভুরু। কঠিন, শক্ত মুখ, তবে ছোটো।

'র‍্যানা,' উচ্চারণ করলেন তিনি। 'মনে হচ্ছে আগেও কোথায় যেন শুনেছি নামটা। আপনি কি, মি. র‍্যানা, মস্কোয় কখনো গেছেন, ব্রিটিশ দূতাবাসে কাজ করেছেন?'

'ব্রিটিশ দূতাবাসে নয়, স্যার,' বললো রানা। মৃদু হাসলো ও।

'কিন্তু ওখানে আপনি পরিচিত, আমার ধারণা। মানে, মস্কোয়।'

'ওখানে কেউ আমাকে চিনলে আমি অবাক হবো না, স্যার।'

'গুড। গুড।' অ্যাডমিরাল কোকোনোভিচের চেহারা থেকে হাসি হাসি ভাবটুকু উধাও হলো, চোখ দুটো যেন হঠাৎ জ্বলে উঠলো।

রানাকে ড্রিঙ্ক অফার করা হলো না, রিয়ার-অ্যাডমিরাল জন ওয়াল্টার নির্দেশ দিলেন, 'সিকিউরিটি অফিসাররা ব্রিফিং ওয়ান-এ হাজির হোন।'

ব্রিফিং ওয়ান মানে এয়ার-গ্রুপ ব্রিফিং-রুম। পোর্ট সাইডে ওটা, অফিসার্স কোয়ার্টার থেকে দুই ডেক নিচে। রানা ওখানে পৌঁছে দেখলো, সিকিউরিটি টিমের লোকজন এরই মধ্যে হাজির হয়েছে সবাই, অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। কি বলবে আগে থেকে ঠিক করা আছে, কোনো ভণিতা বা ভূমিকার মধ্যে গেল না। 'আমি রানা, মাসুদ রানা। ক্যাপটেন, রয়্যাল নেভি,' শুরু করে হঠাৎ থামলো ও। দশজন কঠিন চেহারার পুরুষের মাঝখানে একটা মেয়ে, থামার বা হোঁচট খাওয়ার জন্যে যথেষ্ট। বিশেষ করে মেয়েটা যদি তরুণী আর অপরূপ সুন্দরী হয়। কেউ কিছু বলার আগে সে-ই নিস্তব্ধতা ভাঙলো।

'ক্যাপটেন রানা। আমি ফার্স্ট ন্যাভাল অফিসার, আমার বস্

অ্যাডমিরাল কোকোনোভিচ। আমার নাম রিটা কাসানোভা। বন্ধুরা আমাকে শুধু রিটা বলে ডাকে। আমার আশা, আপনি আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন।'

চাপা কিন্তু অস্থির একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো কামরার ভেতর। পরিষ্কার বোঝা গেল, কামরায় উপস্থিত কলিগদের টপকে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করছে রিটা কাসানোভা, যা কিনা নিঃসন্দেহে অস্বস্তিকর। কমরেড রিটা কাসানোভা যে রূপ-যৌবনের অধিকারী, মুনি–ঋষীরও তাতে ধ্যান ভাঙবে, সে মুনি–ঋষী রোমান ক্যাথলিকই হোক বা বৌদ্ধ ভিক্ষুক।

সোভিয়েত নৌ–বাহিনীর অফিসারদের ইউনিফর্ম পরে আছে সে। রানার দিকে যখন এগিয়ে এলো সে, হাতটা লম্বা করা, হাঁটুর কাছে সামান্য দুর্বলতা অনুভব করলো রানা। কাঁধে জড়ো হয়ে আছে সোনালি ও ছাই রঙা চুল, দেখতে লাগছে গোল্ডেন হেলমেট–এর মতো, গ্রীক দেবী সুলভ নিখুঁত অবয়বটাকে ঘিরে রেখেছে। স্থান–কাল–পাত্র ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো রানা। রিটা কাসানোভার হাতটা ছাড়ার কথা ভুলে গেছে।

'হ্যালো, ক্যাপটেন রানা, আগে আমাদের দেখা হয়েছে।' স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক লোক এগিয়ে এলো, পরনে লেফটেন্যান্ট–এর ইউনিফর্ম। 'ডিক।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। হ্যাঁ, মনে পড়ছে। ডিক ফেয়ার, তাই না?'

'ইয়েস, স্যার! চিনতে পেরেছেন বলে ধন্যবাদ, স্যার।'

তার সঙ্গীটিও ভারি প্রাণচঞ্চল। সে তার পরিচয় দিলো, 'বন্ধুরা আমাকে ম্যাট বলে ডাকে, স্যার।'

অন্যান্য সিকিউরিটি এজেন্টদের সাথে পরিচিত হলো রানা।

আমেরিকানরা নিজেদের পরিচয় দিলো বেলি, পিটার, রিচার্ড আর ব্রান বলে। ব্রান অত্যন্ত লম্বা নিগ্রো অফিসার, করমর্দনের সময় রানার হাড়গুলো একটুর জন্যে ভাঙলো না, তারই দয়ায়। তার ছাতি দেখে রানার মনে হলো, ওটা দিয়ে একটা ট্যাংক থামানো অসম্ভব নয়। বিলি আর পিটারের চেহারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ। রিচার্ড রোগা পাতলা, চোখ দুটো ছোটো ছোটো, চেহারায় ধূর্ত একটা ভাব।

বাকি তিনজন রাশিয়ান—ভ্লাদিমির, বোনভিচ, ইগর—কেজিবি এজেন্ট।

নরম সুরে কার কি দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো রানা। যার যার সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব অনুসারে নির্দিষ্ট জায়গার ভেতর ডিউটি দিতে হবে তাদেরকে, নিজের জায়গা ছেড়ে নড়াচড়া করলে তা সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্যে হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। বাইরে তিনজন পেটি অফিসার কার্ড বিলি করছে, কয়েকটা ডেক-এর বিশদ বিবরণ লেখা আছে ওগুলোয়। ভিআইপি-রা কোথাও গেলে তাদের সাথে এজেন্টদের থাকতে হবে, কাজেই কার্ডগুলো ভালো করে স্টাডি করা দরকার। কিন্তু ইমার্জেন্সী দেখা দিলে কি হবে, কার কি দায়িত্ব? তা-ও ধীরে-সুস্থে ব্যাখ্যা করলো রানা। সবশেষে শুভরাত্রি জানিয়ে ওদেরকে তুলে দিলো পেটি অফিসারদের হাতে।

কেবিন থেকে বেরিয়ে আসবে রানা, হালকা একটা হাত পড়লো কাঁধে। 'তুমি, ক্যাপটেন রানা, আমার পিছনে খানিকটা সময় ব্যয় করবে?' রানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রিটা কাসানোভা। 'কোয়ার্টার পর্যন্ত পৌঁছে দেবে আমাকে?' মিষ্টি একটা সেন্টের গন্ধ ঢুকলো নাকে। চিনতে পারলো রানা।

'মেয়ে তুমি রাশিয়ার, গায়ে মেখেছো ফ্রান্সের গন্ধ, ব্যাপারটা কি?' সকৌতুকে জানতে চাইলো রানা।

মুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হাসলো রিটা। 'মেয়ে আমি রাশিয়ার, তা ঠিক, কিন্তু সাধারণ মেয়ে নই।'

'হ্যাঁ,' রিটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলালো রানা। 'সাধারণ মেয়ে নও। ঘটনাচক্রে তোমার আর আমার কোয়ার্টার কাছাকাছি। জাহাজে আমাদের সাথে একজন লেডি অফিসার আছে, তোমার দায়িত্ব তার হাতে তুলে দেবো আমি। তবে এই মুহূর্তে তোমাকে পাশে নিয়ে নিজের কেবিনের দিকে হাঁটতে ভালোই লাগবে আমার।'

'দেরি হওয়ার জন্যে সত্যি দুঃখিত, স্যার।' দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালো রুবি বেকার, তার চেহারা যেন ঈশ্বরের অভিশাপ। 'আমার ওপর নির্দেশ আছে, রাশিয়ান সিকিউরিটি অফিসার রিটা কাসানোভাকে তার কোয়ার্টারে পৌছুতে দিতে হবে।'

কোমরে হাত রেখে দর্শনীয় একটা ভঙ্গি ফুটিয়ে তুললো রিটা কাসানোভা। 'ওহ, ক্যাপটেন রানা, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে পথ দেখাবে!'

'আমি বেঁচে থাকতে নয়,' বিড়বিড় করলো রুবি বেকার, রানা যাতে শুনতে পায়।

'ভালো হয় তুমি যদি ওর সাথে যাও, রিটা। প্রোটোকল, আসলে। পরে হয়তো আলাপ করতে পারি আমরা।'

'দারুণ হবে সেটা, আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবো...সম্ভবত তোমার কেবিনে, ঠিক আছে?' অনিচ্ছাসত্ত্বেও রুবি বেকারের পিছু নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল রিটা,

বেরুবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে একবার তাকাতে ভুললো না, চোখে আমন্ত্রণ নিয়ে। রানা লক্ষ্য করলো, ফার্স্ট অফিসার রুবি বেকারের ঘাড়টা আড়ষ্ট হয়ে আছে।

নিজের বাঙ্কে ফিরে এসেছে রানা, এই সময় অন্ধকার করে দেয়া হলো জাহাজ, কাঁটায় কাঁটায় ২৩.৫৯ ঘন্টায়। দশ মিনিট পর, রানা উপলব্ধি করলো, মহড়া চলাকালে খুব কম লোকই ভালো করে ঘুমাতে পারবে। ঢং ঢং করে সারাক্ষণ ঘন্টা বাজছে, নয়তো লাউডস্পীকার থেকে নতুন নতুন নির্দেশ জারি করা হচ্ছে।

'অল হ্যাণ্ডস টু অ্যাকশন স্টেশন। ক্লোজ আপ, অল ওয়াচেস।'

এর খানিক পর শান্তভাবে ঘোষণা করলেন ক্যাপটেন, গোটা ফোর্স অনুমোদিত ব্যাটল ফর্মেশনে ছড়িয়ে পড়েছে, বিশাল একটা হীরা-র আকৃতিতে, এই মুহূর্তে ফুলস্পীডে ঢুকে পড়ছে ইংলিশ চ্যানেলে। 'আমাদের এসকর্ট রিপোর্ট পাঠিয়েছে, নেকড়ের একটা পালের মতো কয়েকটা সাবমেরিন স্ক্রীনে ঢোকার পাঁয়তারা করছে। ক্যাপটেনের গলা শান্ত, ভাবাবেগশূন্য; রানা ধারণা করলো, সত্যিকার যুদ্ধের সময়ও তাঁর এই শান্ত ভাব বজায় থাকবে। 'আমাদের একটা এসকর্টকে, স্টারবোর্ড সাইডে, চ্যালেঞ্জ করেছে একটা সাবমেরিন, থামার নির্দেশ দিয়েছে। সাবমেরিনের খোঁজে চারটে হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছি আমি। আমাদের বাহিনীর ওপর সাবমেরিন থেকে যদি গোলাবর্ষণ করা হয়, কিংবা ওরা যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে, আমাদের হেলিকপ্টারগুলোর ভূমিকা হবে আক্রমণাত্মক—সার্চ-অ্যাণ্ড ডেসট্রয়।'

বাঙ্কে শুয়ে আড়মোড়া ভাঙলো রানা। পুরোদস্তুর পোশাক পরে রয়েছে ও। রাত প্রায় দেড়টা বাজে। আর পাঁচ মিনিট পর কেবিন

থেকে বেরুবে ও, সব ঠিক আছে কিনা দেখে আসবে।

কিন্তু মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড পর বাঙ্কের ওপর ঝট্ করে উঠে বসলো রানা। দরজায় ঘন ঘন ঘুসি মারছে কে যেন।

দরজা খুলে একজন রয়্যাল মেরিন সেন্ট্রিকে দেখলো রানা। লোকটা হাঁপাচ্ছে। 'ক্যাপটেন রানা, স্যার, আপনাকে দরকার। খুব খারাপ ঘটনা, স্যার। খুব খারাপ···।'

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো লোকটা, তার পিছনে এসে দাঁড়ালো রুবি বেকার। 'লোকটা আমেরিকানদের একজন, রানা—স্যার।' চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রুবির, চোখে দিশেহারা ভাব। 'নামটা বোধহয় রিচার্ড। তাকে খুন করা হয়েছে, স্যার। কেউ তার গলা কেটে দিয়েছে। মাথাটা দেখে মনে হলো কসাইখানায় ওটা একটা জবাই করা গরুর মাথা।'

রানার তলপেটের ভেতরটা মোচড় খেলো। দ্রুত হোলস্টার পরলো ও, মেরিন ও রুবি বেকারের পিছু নিয়ে বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে, যাচ্ছে ভিআইপি এলাকায়। কোমরে, ওয়েবিং বেল্টের সাথে ঝুলছে হোলস্টারটা, ভারি পিস্তলটা হাঁটার তালে তালে বাড়ি খাচ্ছে শরীরে। ওয়েস্টার্ন ছায়াছবির বন্দুকবাজ মনে হলো নিজেকে রানার। অবাস্তব। তবে এ-ও সত্যি যে হার ম্যাজেস্টির জাহাজে মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের বডিগার্ড খুন হওয়া দুর্লভ একটা ঘটনা। প্রায় অবাস্তব।

আগামী খণ্ডে সমাপ্য

মাসুদ রানা–১৮৪

দুইখণ্ডে সমাপ্ত স্পাই থ্রিলার

আক্রমণ '৮৯

[প্রথম পর্ব]

কাজী আনোয়ার হোসেন

মেয়েটাকে ধাওয়া করলো রানা।
খিলখিল করে হেসে উঠলো মন্টেরা। দৌড় দিল গাড়িটার দিকে।
আচমকা বুকের ভেতর লাফিয়ে উঠলো রানার হৃৎপিণ্ড। চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত। সামনের গেট হাঁ-হাঁ করছে। 'না!' চিৎকার করলো রানা। গলার সবকটা রগ ফুলে উঠলো। 'না! মন্টেরা! খুলো না! না!'
কিন্তু গাড়ির দরজা খুলে গেল। দরজাটা খুলছে, মুখ তুলে রানার দিকে তাকালো মন্টেরা—
মিষ্টি উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখ।
তারপর? কি ঘটলো তারপর?

পঁচিশ টাকা

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা–১০০০

শো রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০